তালখীসুন নাহু

www.muslimdm.com

বই : তালখীসুন নাহু
সংকলক : **মুহাম্মদ ফরিদ**
পৃষ্ঠপোষক : অধ্যক্ষ, আ. খ. ম. আবু বকর সিদ্দীক (মা. জি. আ.)
সপ্তম সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০২৫ ইং
প্রকাশনায় : সিদ্দীকিয়া প্রকাশনী
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১
✆ ০১৯২৩১৩০৫৬৫, ০১৮৮০৪৭৪৮৮১ (WhatsApp)

৮ম/৯ম শ্রেণি থেকে যে কোনো জামাতের
শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সহযোগী পুস্তিকা

অর্থ ব্যতীত ৭০% তারকীব আয়ত্ব করার
এক অপূর্ব কৌশল

তালখীসুন নাহু

(ছাত্র কল্যাণ তহবিলে ওয়াক্‌ফ)

www.muslimdm.com

সংকলন

মুহাম্মদ ফরিদ

শিক্ষক, দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগ
সারুলিয়, ডেমরা, ঢাকা।

সিদ্দীকিয়া প্রকাশনী

[সততা ও দক্ষতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ]
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১
০১৬১৪৮৭১৭৪৭ ০১৬০০০১৮৬২১ ০১৮৯০১৪৩৫৬৫ ০১৯২৩১৩০৫৬৫

www.muslimdm.com

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রণে : মিরাজ কালার হাউজ, বাংলাবাজার, ঢাকা

: ✆ ০১৭১২৬০৮৭৫৯

অনলাইন পরিবেশক: rokomari.com - wafilife.com

Web : darunnazatkitabbivag.com

শাখা প্রতিষ্ঠানসমূহ: দারুননাজাত সেবা ফাউন্ডেশন (গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মাণ প্রকল্প),

: উলুমুল কোরআন ওয়াসসুন্নাহ ফেসবুক গ্রুপ (যে কোনো ধর্মীয় সমস্যা বা মাসআলার সমাধান), muslimdm.com

উলুমুল কুরআন ওয়াসসুন্নাহ

: দারুননাজাত নৈশ মাদরাসা (জেনারেল শিক্ষিতদের জন্য নূরানী কায়দা থেকে বুখারী শরীফ পর্যন্ত, দৈনিক তিন ঘণ্টা করে সাত বছরে দাওরা কোর্স)।

Youtube : DMKB Official, Muslim Madrasah

মূল্য: ২০০ টাকা

Page in actual:103, Forma: 6.44 , gms: 80 (offset)

Talkhisunnahu

By : Muhammad Farid

Published by : Siddikia Prokashoni, Bangladesh

E-mail : info.siddikia2024@gmail.com

Facebook: Siddidia Prokashoni

www.muslimdm.com

উৎসর্গ

একজন মুরব্বি
ও
কিছু মানুষের জন্য

www.muslimdm.com

أفضل العلم علم الحال ـــــ أفضل العمل حفظ الحال

এখনকার করণীয় জেনে বাস্তবায়ন করাই সর্বোত্তম ইলম।

এখনি গোনাহ থেকে বাঁচা সর্বোত্তম আমল।

(তা'লীমুল মুতাআল্লিম)

www.muslimdm.com

অভিমত

الحمد لوليه و الصلوة لوليها أما بعد

আরবীভাষা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এক অপার নেআমত। এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি আমাদের রবের কালাম। জানতে পারি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস। আল্লাহ্ তাআলার কালাম ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস ভালোভাবে বোঝতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে আয়ত্ব করতে হবে আরবী ভাষাজ্ঞান। এ জন্যই যিনি আল্লাহ্ ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসবেন তিনি আরবী ভাষাকেও ভালোবাসবেন। এটিই বাস্তবতা।

যে কোন ভাষার জ্ঞান অর্জনের জন্য সবচে উপকারী ও কার্যকরী পদক্ষেপ হলো ঐ ভাষা ব্যবহার করা। শব্দার্থ আয়ত্ব করে ভাষাকে যথপোযুক্ত ব্যবহার করতে কিছু নিয়মকানুন জানা আবশ্যক। এ জন্যই রচিত হয়েছে নাহুশাস্ত্র। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ভাষাচর্চায় নিয়মকানুনের প্রভাব কতটুকু।

আরবীভাষা বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন-
اَلنَّحْوُ فِيْ الْكَلَامِ كَالْمِلْحِ فِيْ الطَّعَامِ. অর্থাৎ খাবারের স্বাদ সৃষ্টিতে লবণের প্রভাব যতটুকু, ভাষা আয়ত্বের ক্ষেত্রে নিয়মের প্রভাবও ততটুকু। এখন চিন্তা করে দেখুন, আমরা এক প্লেট ভাতের সাথে কী পরিমাণ লবণ ব্যবহার করি। ঠিক ভাষার ক্ষেত্রে সে পরিমাণ শব্দ আয়ত্ব করেই ব্যাকরণ ব্যবহার করতে হবে। এমন চিন্তা-চেতনা মাথায় রেখেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

লেখক এখানে আরবী **قواعد** কোন্ কিতাবে কিভাবে আছে তা না দেখে, কিভাবে ছাত্ররা সহজে বোঝতে পারে ও আরবী ইবারত বোঝে পড়তে পারে, এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। আমরা যেহেতু বাংলাভাষী, তাই অধিকাংশ নিয়মকানুনকে বাংলাতেও বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থ ব্যতীত অধিকাংশ আরবী **قواعد** যেন সহজে আয়ত্ব করা যায় সে বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ নিয়মগুলো অনেকের কাছে হয়ত ভিন্ন রকম মনে হতে পারে। কারণ লেখক এখানে ক্লাসের ভাষায় সাজানোর চেষ্টা করেছেন, কিতাব লেখার ভাষায় নয়।

অতএব কারো দৃষ্টিতে যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে, আমাদেরকে জানালে ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই তা বিবেচনা করব। আর সকলের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, আমাদের এ খেদমতের জন্য আপনারা দুআ করবেন। আল্লাহ্ যেন এ খেদমতকে দ্বীনের জন্য কবুল করে নেন। আমীন!

আ.খ.ম.আবুবকর সিদ্দীক
অধ্যক্ষ
দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।

www.muslimdam.com

আদর্শ জাতির জন্য চাই আদর্শ মানুষ।

আ.খ.ম.আবুবকর সিদ্দীক

www.muslimdm.com

প্রাথমিক আলোচনা

বর্ণনা ধারা

ক্রম.	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	খাদেমের কথা	১৩
০২	শিক্ষক পরামর্শ	১৮
০৩	عِلْمُ النَّحْو এর পরিচয়, উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয়	২১
০৪	مفرد ও مركب এর আলোচনা	২১
০৫	كلمة এর প্রকারভেদ	২২
০৬	معرفة এর প্রকারভেদ	২৪
০৭	এক টেবিলে তিনটি বিষয়	২৭
০৮	বংলা আলামত	২৮
০৯	এক টেবিলে তিনটি বিষয়	২৯
১০	যুক্ত اسم এর আলোচনা	২৯
১১	যে ধরনের শব্দ صفة হওয়ার যোগ্যতা রাখে	৩০
১২	مُذَكَّر ও مُؤَنَّث এর আলোচনা	৩১
১৩	فاعل চেনার ৪টি উপায়	৩৩
১৪	مَفْعُوْل চেনার ৪টি উপায়	৩৪
১৫	نائب الفاعل চেনার উপায়	৩৫
১৬	جملة এর পরিচয়	৩৬
১৭	مُرَكَّب এর প্রকারভেদ	৩৬
১৮	فعل لَازِم ও فعل مُتَعَدِّيْ এর আলোচনা	৩৭
১৯	فعل لازم কে مُتَعَدِّيْ করার নিয়ম	৩৭
২০	فاعل এর সাথে فعل এর ব্যবহার	৩৮
২১	جمع غَيْرُ عَاقِل এর ব্যবহার	৩৯
২২	مُعْرَب ও مَبْنِيْ এর আলোচনা	৪০
২৩	مبني এর প্রকারভেদ	৪০
২৪	وَاحِد , تَثْنِيَة ও جَمع এর আলোচনা	৪২
২৫	مُتَعَلِّقَانِ এর আলোচনা	৪৩
২৬	شِبْهُ الْفِعْل এর বর্ণনা	৪৩
২৭	مَانِعُ التَّنْوِيْن এর আলোচনা	৪৪
২৮	ষোল প্রকার اسم এর পরিচয়	৪৫
২৯	إِعْرَابُ الْأَسْمَاءِ এর আলোচনা	৪৬
৩০	এক নজরে ১৬ প্রকার اسم এর বাইশ প্রকার অবস্থান	৪৮
৩১	১৬ প্রকার اسم এর ৯ প্রকার إعراب এর নমুনা	৪৯
৩২	ضمير এর আলোচনা	৫৩
৩৩	الْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ এর আলোচনা	৫৫
৩৪	এর আলোচনা الْأَفْعَال النَّاقِصَة	৫৬

www.muslimdm.com

প্রাথমিক আলোচনা

ক্রম.	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৫	غَيْرُ مُنْصَرِف এর আলোচনা	৫৯
৩৬	নয় সবব ও তার পরিচয়	৬০
৩৭	مفعول مُطْلَق এর বিবরণ	৬২
৩৮	مفعول له এর আলোচনা	৬৪
৩৯	مفعول فيه এর আলোচনা	৬৪
৪০	مفعول معه এর আলোচনা	৬৫
৪১	مفعول به এর আলোচনা	৬৬
৪২	نِدَاء এর আলোচনা	৬৬
৪৩	حال এর আলোচনা	৬৮
৪৪	تَمْيِيْز এর বর্ণনা	৭০
৪৫	عدد এর নিয়মাবলি	৭১
৪৬	تَابِع এর আলোচনা	৭৩
৪৭	صفة এর পরিচয়	৭৩
৪৮	تأكيد এর পরিচয়	৭৪
৪৯	بدل এর পরিচয়	৭৫
৫০	عَطْف بِالْحُرُوْف এর পরিচয়	৭৭
৫১	عَطْف الْبَيَان এর পরিচয়	৭৮
৫২	إِعْرَابُ الْفِعْلِ الْمُضَارِع এর আলোচনা	৭৮
৫৩	اِسْتِفْهَام এর আলোচনা	৮৫
৫৪	شَرْط এর আলোচনা	৮৭
৫৫	مُسْتَثْنى এর আলোচনা	৮৯
৫৬	مَعْمُوْل ও عَامِل এর আলোচনা	৯১
৫৭	حروف عاملة এর আলোচনা	৯২
৫৮	الأفعال العاملة এর আলোচনা	৯৫
৫৯	الأسماء العاملة এর আলোচনা	৯৮
৬০	عمل এর مصدر	৯৯
৬১	الحروف غير العاملة এর আলোচনা	১০০
৬২	১০০ আমেলের টেবিল	১০২
৬৩	সংগ্রহে রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু নাহুর বই	১০৩

www.muslimdm.com

www.muslimdm.com

وَلَكِنْ كُونُوا ربَّنِيّيِنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

বরং তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, যেমন এই বিতাবের দাবি; যা তোমরা পড়ো এবং অন্যদের পড়াও। (সূরা আলে ইমরান: ৭৯)

প্রাথমিক আলোচনা

খাদেমের কথা

সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ্ তাআলার নিমিত্তে যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে ভাষা শিখিয়েছেন। অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী কারীম সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদের ওপর যাঁরা ছিলেন সবচে বিশুদ্ধভাষী।

আল্লাহ তাআলার দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া যে, তিনি এ নগণ্য ও অনভিজ্ঞকে ইলমে দ্বীনের খেদমত করার সুযোগ দান করেছেন। এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, নাহু সম্পর্কে কিছু লেখা বা বলার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই। কারণ ইলমে নাহু এতই বিশাল সমুদ্র যে, ক্ষুদ্র জ্ঞানে এ সমুদ্র তীরে দাঁড়াবার হিম্মতও আমার নেই। তবে আরবীকে ভালবাসি মন থেকে। কারণ, আরবী কুরআনের ভাষা, শরীয়তের ভাষা, রাসূল সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষা। আরবী ভাষা দেখলেই মনটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। যখন পড়তে শিখিনি, তখনও আরবী কিতাব খুলে তাকিয়ে থাকতাম। সে যা-ই হোক, আমি কোনো অভিজ্ঞ ছাত্র বা শিক্ষক নই যে, সহজে একটি নাহুর কিতাব বুঝতে পারি। কোনো নাহুর কিতাবই আমি ভালো করে বুঝতাম না। আমি যে সকল কারণে নাহু বুঝতে পারিনি, তা হল:-

১) প্রায় সকল নাহুর কিতাবই جملة এর আলোচনা দিয়ে শুরু হয়েছে। جملةএর সকল উপাদান (مضاف – مضاف إليه , موصوف – صفة , مبتدأ – خبر) পরে আলোচনা করা হয়েছে। এতে শুরুতেই এমন কিছু বিষয় সামনে আসে, যেগুলোর ওপর নাহু বুঝাটা নির্ভর করে এবং সেগুলোকে না বুঝে মুখস্থ করতে হয়, যা আমার মতে অত্যন্ত কষ্টকর।

২) অর্থ না জেনে (مضاف – مضاف إليه, موصوف – صفة, مبتدأ – خبر) এ বিষয়গুলো আয়ত্ব করা যায় না। কেননা এ পরিভাষাগুলো জানার পরেই একজন শিক্ষার্থী বাক্যের অর্থ করতে পারবে।

৩) إعرابএর অধ্যায়টি আমার কাছে খুবই অস্পষ্ট ছিল। কেননা, আমার জানা ছিল, رفع অর্থ পেশ। তাহলে رفع কেন الف বা واو দ্বারা হবে? এভাবে نصب/ جر কিভাবে বুঝব?

৪) لازم / متعدى কিভাবে বুঝব?

৫) كانএর আলোচনা এবং ظرف এর পূর্বে في এর ব্যবহারতো ছিল আরো অস্পষ্ট।

যার কাছেই যেতাম, এ পরিভাষাগুলো সহজে আমি বুঝতে পারতাম না। পরিশেষে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল লতিফ শেখ মা.যি.আ. (প্রধান মুহাদ্দিস, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা) হুযুরের কাছে বললাম; হুযুর! আমি তো নাহু বুঝি না, কী করব? হুযুর তখন এমন একটি পরামর্শ দিলেন, যা মানলে একজন অযোগ্য ছাত্রও সহজেই যোগ্য হতে পারে। আমিতো কামিলের ক্লাসেও ইবারত বিশুদ্ধভাবে পড়তে পারতাম না। রুমে বাংলা কিতাব দেখে দেখে পড়ে আসতাম। কিন্তু হুযুর যখন পরামর্শ দিলেন "*তুমি অন্যজনকে পড়াও*"।

এ কথার বাস্তবায়নে কোনো যোগ্যতা ছাড়াই ছাত্রদের কয়েকজনকে অনেক অনুরোধ করে পড়ানো শুরু করলাম। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ নালায়েককে ছাত্রদের খেদমতের বরকতে সুন্দর সুন্দর এমন কিছু সহজ নিয়ম দান করলেন, যা আমি কোনো কিতাবে ইতোপূর্বে পাইনি। কোনো উস্তাদের জবানেও শুনিনি। কায়েদাগুলো এতই সুন্দর ছিল যে, অর্থ জানা ব্যতিরেকেই প্রায় ৯০% مبتدأ–خبر ,موصوف–صفة ,مضاف–مضاف إليه ,مفعول ,حال ,فاعل–مفعول. ইত্যাদি অতি ব্যবহৃত পরিভাষাগুলো খুব অল্প সময়ে আয়ত্ব করা একজন শিক্ষার্থীর জন্য আমার কাছে খুবই সহজ মনে হলো।

কায়েদাগুলো বানিয়ে যখন আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক মুহতারাম মাওলানা মুনিরুল ইসলাম মা.যি.আ. (পাবনার হুযুর) কে দেখালাম, হুযুর আমাকে অনেক উৎসাহ দিলেন। এতে আমার মন উৎফুল্ল হয়ে ইলমে নাহুর প্রতি আরো মনোযোগী হলো। কিছু আরবী কিতাব কিনে পড়া শুরু করলাম। আরবদের লেখা কিতাব খুবই সহজ। পড়তে বড়ই আনন্দদায়ক। কিন্তু আমি নির্ভেজাল অযোগ্য। কি করি? তাই বহু বিরক্ত করেছি, কষ্ট দিয়েছি, আমার শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ মুহতারাম মাওলানা নাসিরুদ্দীন দা. বা. (কাশিয়ানী হুযুর) কে। অনেক মাসআলা আলোচনা করতে করতে মাদরাসা থেকে হুযুরের বাসা পর্যন্ত চলে গিয়েছি। মুহতারাম অধৈর্য না হয়ে, বিরক্তি অনুভব না করে, খুবই মায়া করে, আপন ছেলের মতো দীর্ঘ সময় ব্যয় করলেন এ অনভিজ্ঞকে বুঝাতে।

অনেক সময় এ মাদরাসার আসাতেযায়ে কেরামকে না পেলে মোবাইলের মাধ্যমে সাহায্যের প্রার্থনা পৌঁছে দিতাম আমার চির স্মরণীয় শিক্ষক টুমচর ইসলামিয়া সিনিয়র ফাযিল মাদরাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ মুহতারাম মাওলানা হারুন আল মাদানী মা.যি.আ. এর নিকট। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি বলে দিতেন আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর। এভাবে বাকি উস্তাদগণের নিকট হতেও অনেক উপকৃত হয়েছি। আল্লাহ্‌র

বড়ই শুকরিয়া, আমার উস্তাদগণ আমাকে এতই ভালবাসেন যে, যিনি যতই ব্যস্ত থাকতেন না কেন, আমি প্রশ্ন করলে আমাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন। বিরক্ত হতেন না কেউ।

আমার জীবনকে যদি কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা হয়, আর সারাজীবন আমার শিক্ষক মহোদয়গণের গোলামি করি, তাহলেও তাদের পাওনা পরিশোধ করা এ অধমের পক্ষে অসম্ভব। যেমনটি হযরত আলী (রা.) বলেছেন "যে আমাকে একটি অক্ষর শেখালো, সে যেন আমাকে ক্রয় করে ফেলল। সে ইচ্ছা করলে আমাকে বিক্রি করতে পারে বা নিজের গোলাম বানিয়েও রাখতে পারে।"

অনেক বছর ধরে আমার বড় একটা আশা ছিলো, আল্লাহ্ যদি আমাকে একটি আমলী মাদরাসায় খেদমতের ব্যবস্থা করে দিতেন, তাহলে আমি প্রাণ ভরে আল্লাহ্র দীনের খেদমত করতাম। আল্লাহ্ অধমের এ আশাটুকু দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার সুযোগ্য ও আদর্শ অধ্যক্ষ, শিক্ষানুরাগী, পরম শুভাকাঙ্ক্ষী আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক (মা.যি.আ.) এর মাধ্যমে পূরণ করলেন। হুযুর আমাকে এ বিশাল মাদরাসায় খেদমত করতে দেয়ায় আমার সকল উস্তাদের প্রতিই আমি চিরকৃতজ্ঞ।
কিন্তু আমার জীবন উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, অত্র মাদরাসার স্বনামধন্য প্রধান মুহাদ্দিস হুযুরের চির স্মরণীয় ও বরণীয় বাণী এবং ছাত্র জীবন উন্নয়নে যাদুর কাঠিসম মহা মূল্যবান পরামর্শ (*অন্যকে পড়াও*), আমার ভালো কর্মে উৎসাহদানকারী, চির কল্যাণকামী অতি সহযোগী ও জীবন গড়ার রূপকার মুহতারাম পাবনা হুযুরের উৎসাহ ও সহযোগিতা, আমার জীবন উন্নয়নের মাইল ফলক, অতি দরদী উস্তাদ কাশীয়ানী হুযুর - এর পূর্ণ আন্তরিকতামাখা ও মন জুড়ানো শিক্ষাদান, এবং আমার জীবনাকাশে অনবরত আলো বিচ্ছুরণকারী নক্ষত্রসম, আপন ছেলের মতো দয়া-মায়া দিয়ে লালন-পালনকারী মুহতারাম হযরত মাওলানা হারুন আল মাদানী মা.যি.আ. সহ এ সকল শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

আরো মনে পড়ে দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদররাসার তাখসীসি জামাতের ২০০৮ সালের ছাত্রদেরকে, যারা আমার জীবনের নিত্য সাথী। তারাই মূলত এ সংকলনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

এ কিতাবটি সাজাতে গিয়ে যে সকল গবেষকের পরামর্শ ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, সর্বমহলে সুপরিচিত, উস্তাযুল আসাতিযাহ ড. আনোয়ারুল কাবীর সাহেব, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাহ আলিয়া মাদরাসার সুযোগ্য মুফাস্সির, ছাত্রদের জীবন উন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গকারী ও মাইলফলক হযরত মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ্ (মা.যি.আ.) (দুমকি হুযুর) এবং আমার শির তাজ ও জীবন পরিচালনায় বিশেষ মশাল হযরত মাওলানা আবুল বাশার (দা.বা.)।

আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই ঐ সকল উপকারী বন্ধুর প্রতি যারা, বহু কষ্ট করে ও ধৈর্য ধরে একনিষ্ঠ মন নিয়ে প্রুফ দেখে বইটিকে যথাসাধ্য নির্ভুল করার কাজে সহযোগিতা ও সুন্দর পরামর্শ দিয়েছেন। দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার সুযোগ্য আরবী প্রভাষক, মাসিক বিকাশের স্বনাম ধন্য নির্বাহি সম্পাদক, সুসাহিত্যিক মাওলানা মুহাম্মাদ মাকসুদুল হক মা.যি.আ. এর প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পাঠক সমীপে আমার বিশেষ অনুরোধ, আমি নালায়েক বান্দাহ্, তাই অনেক দিন ধরে বহু চেষ্টা করে ছাত্রদের বুঝের অনুকূলে এ খেদমত আঞ্জামের চেষ্টা করেছি। যথাযথ যোগ্যতার অস্তিত্ব যেহেতু এ অধমের মধ্যে পুরোপুরি নেই, সেহেতু যে কোনো ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই অনুগ্রহ করে, আমাদেরকে ভুলগুলো ধরিয়ে দিলে ইনশাআল্লাহ্ সাদরে সংশোধনের চেষ্টা করবো।

আমরা এ পুস্তিকাটি ছাত্রকল্যান তহবিলে ওয়াক্ফ করলাম। এর আয় দিয়ে আল্লাহ্ওয়ালা ছাত্রদের সেবা করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই। সবশেষে দয়ালু মাওলার কাছে আমার আকুতি- আল্লাহ্! তুমি অধমের এ নগণ্য খেদমতকে কবুল করে নাও। যারাই তোমার পছন্দের আরবী ভাষা শিখতে চায়, তুমি তাদেরকে অতি সহজে তা বোঝার তাওফীক দান করো। আমীন!

বিনীত
মুহাম্মদ ফরিদ
শিক্ষক
দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগ
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা

www.muslimdm.com

শিক্ষক পরামর্শ

০১. যথাসময়ে ক্লাসে আসা এবং যাওয়া।
০২. প্রতিদিনের সবক নিজে ভালোকরে পড়ে আসা।
০৩. ক্লাসে গিয়ে প্রথমেই গত দিনের সবক আদায় করা। (পাঁচ মিনিটে)
০৪. আজকে যা পড়ানো হবে তা এক দুবার সকলকে মনোযযোগ দিয়ে পড়তে বলা। (পাঁচ মিনিট)
০৫. আজকের সবক মুখে মুখে উচ্চারণ করিয়ে ভালোভাবে সকলকে বুঝিয়ে দেয়া। (পনের মিনিট)
০৬. ক্লাসেই আজকের সবক সকলকে মুখস্থ করিয়ে দেয়া। (দশ মিনিট)
০৭. দশ নং সবক থেকে যথাসম্ভব তারকীব করানো শুরু করা।
০৮. কোনো ছাত্র তারকীব না পারলে তাকে কখনো তারকীব বলে না দেয়া। যে সবকটি ভুলে যাওয়া অথবা না বুঝার কারনে সে তারকীব পারল না তা তাকে স্বরণ করিয়ে দেয়া।
০৯. প্রতি বৃহস্পতিবার বা কোনো বন্ধের পূর্বে, অন্য দিনের তুলনায় একটু বেশি পরিমাণে তারকীব দেয়া। তারকীব যত করানো যাবে ছাত্ররা ততই নাহু বুঝবে।
১০. হাশিয়ার আলোচনা ক্লাসে কোনো অবস্থাতেই না করা।
১১. কিতাবের প্রতিটি উদাহরণ অর্থসহ পড়ানো। অর্থের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ তৈরি করা।
১২. প্রতি মাসে নূন্যতম দশ মিনিটের দুটি পরীক্ষা নেয়া।
১৩. এ কিতাবটি কমপক্ষে তিন বার পড়ানোর চেষ্টা করা।
১৪. ছাত্রদের ধারণ ক্ষমতানুযায়ি দ্বিতীয় বারে যথাসম্ভব হাশিয়াসহ পড়ানো।
১৫. ছাত্রদের বয়স ও মেধানুযায়ি সবক বাড়ানো বা কমানোর পরিকল্পনা নিয়ে ক্লাসে আসা।
১৬. কোনো বিষয়ে আরো পরামর্শের প্রয়োজন মনে করলে শেষ মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করা।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, বারো মাসের মধ্যে বিভিন্ন উপলক্ষে প্রায় আড়াই মাস প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। বিভিন্ন প্রয়োজনে ছুটি নিতে হয় বছরে দুসপ্তাহ। একটি পরীক্ষা হলে দুসপ্তাহ ক্লাস বন্ধ থাকে। অতএব চারটি পরীক্ষা হলে প্রায় দুমাস ক্লাস বন্ধ থাকে। এখন ক্লাস বন্ধ থাকে ৩+২=৫ মাস। বাকি সাত মাসে জুমার কারনে প্রায় এক মাস ক্লাস বন্ধ থাকে। তাহলে মোট ক্লাস বন্ধ থাকে ৫+১=৬ মাস। এখন চিন্তা করে দেখুন! সবগুলো বিষয়ে ছাত্রদেরকে পরিপক্ক বানানোর সময় মাত্র ছয় মাস। তাহলে যথাসময়ে ক্লাসে আসা-যাওয়ার এবং উপযুক্ত পাঠদানের গুরুত্ত কেমন হওয়া হওয় উচিৎ!

www.muslimdm.com

ছাত্রের সফলতা শিক্ষকের নজরে।

আ.খ.ম.আবুবকর সিদ্দীক

www.muslimdm.com

চারিত্রিক মাধুর্য নিয়ে, যথাসময়ে ও সুকৌশলে
উপযুক্ত পাঠদানকারিকে আদর্শ শিক্ষক বলা হয়।
এক বান্দা

www.muslimdm.com

প্রাথমিক আলোচনা

সবক নং-০১

Grammar

عِلْمُ النَّحْو এর পরিচয়:

যে জ্ঞান অর্জন করলে আরবী বাক্যগঠন পদ্ধতি এবং শব্দের শেষ বর্ণের পরিবর্তনশীল অবস্থা জানা যায় তাকে عِلْمُ النَّحْو বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়: বাক্য গঠনের নিয়মকে نَحْوٌ বলা হয়।[১]

عِلْمُ النَّحْو এর উদ্দেশ্য:

আরবী ভাষা শুদ্ধরূপে লেখা, পড়া ও বলার যোগ্যতা অর্জন করাই **علم النحو** এর উদ্দেশ্য।

علم النحو এর আলোচ্য বিষয় :

كَلِمَة ও كَلَام হলো **علم النحو** এর আলোচ্য বিষয়।

www.muslimdm.com

সবক নং ০২

অর্থবোধক শব্দ দু'প্রকার:

(১) مُفْرَد (২) مُرَكَّب

مُفْرَد অর্থ একক বা একা একা। অর্থবোধক একক শব্দকে **مُفْرَد** বলা হয়। **مفرد**

এর অপর নাম كَلِمَةٌ - **চেনার সহজ উপায় হলো:** যে শব্দের আগে এবং পরে অন্য কোনো শব্দ থাকে না। যেমন: . قَلَم . كِتَاب এ শব্দগুলোর আগে ও পরে কোনো শব্দ নেই, তাই শব্দ দুটি **مفرد**

---

[১]. মনের ভাব ব্যক্ত করার পদ্ধতিকে ভাষা বলা হয়। ভাষার শব্দগুলো দুপ্রকার: ১. مَوْضُوْع (অর্থবোধক) ২. مُهْمَل (অর্থহীন) বই টই, ভাত টাত, পান টান, চা টা, কলম টলম। আরবী ভাষায় গভীর দক্ষতা অর্জনের জন্য শব্দজ্ঞান, ছরফ, নাহু, বালাগাত, মানতেক ও উসূলে ফিক্হ্ ভালোভাবে বুঝে পড়া দরকার।

مُرَكَّب অর্থ মিলিত। দুই বা দুইয়ের অধিক শব্দের মিলিত রূপকে مُرَكَّب বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যে كلمة এর সাথে অন্য কোনো كلمة থাকে তাকে مركب বলা হয়। যেমন: هذا قَلَمٌ. غُرْفَةُ الْمُعَلِّمِ.

كَلِمَة তিন প্রকার : (ا) إِسْم (ب) فِعْل (ج) حَرْف

اسم এর পরিচয় (Noun):

যে كلمة তিন কালের[২] কোনো একটির সাথে সম্পর্ক রাখা ব্যতীত নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে তাকে اسم বলা হয়।[৩]

সহজে বলা যায়, যে কোনো নামকে اسم বলা হয়। যেমন : كِتَاب = বই, وَرَقَة = কাগজ, قَلَم = কলম।

فعل এর পরিচয় (Verb):

যে كلمة তিন কালের কোনো একটির সাথে সম্পর্ক রেখে নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে, তাকে فعل বলা হয়।[৪]

সহজে বলা যায়, যে কোনো কাজ করাকে فعل বলা হয়।

যেমন : قَرَأَ = পড়ল, نَصَرَ = সাহায্য করল।

حرف এর পরিচয় :

যে كلمة অন্যের সাথে মিলিত না হয়ে নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে না, তাকে حرف বলা হয়।[৫]

সবক নং ০৩

فعل এর আলামত :

[২] . কাল তথা সময় তিন প্রকার: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত।

[৩]. যেমন: কাশফি, জুবায়ের, ইউসুফ, সাব্বির, আব্দুল জলিল, মাদরাসা। এ শব্দগুলোর অর্থের সাথে সময়ের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই এগুলো اسم হয়েছে।

[৪]. যেমন: পড়ল, সাহায্য করল। এ শব্দগুলো নিজের অর্থ নিজেই প্রকাশ করেছে কিন্তু সময়ের সাথে সম্পর্ক রেখে অর্থ প্রকাশ করতে হয়েছে। কেননা সময় ব্যতীত কখনই কোনো কাজ করা যায় না। তাই এগুলো فعل হয়েছে।

[৫]. যেমন : . هَلْ = কি, فِيْ = মধ্যে। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি হরফেরই একটি অর্থ আছে। কিন্তু এ শব্দগুলো নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে না। এগুলোর আগে বা পরে কোনো শব্দ ধরা না হলে এগুলোর অর্থ কোনো শ্রোতার বুঝে আসে না। তাই حرف অন্য শব্দের সাথে মিলিত হয়ে অর্থ প্রকাশ করে।

www.muslimdm.com

আরবীতে **فعل** চেনার উপায় :

মীযান ও মুনশায়িব কিতাবদ্বয়ের **اسم الفَاعِل** এর পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত রূপান্তর **فعل** হবে। যেমন : . **نَصَرَ يَنْصُرُ لم يَنْصُرْ اُنْصُرْ لَاتَنْصُرْ**

فعل এর আরো কিছু আলামত রয়েছে :

১) কোনো শব্দের শুরুতে **قَدْ** থাকা। যেমন: . **قَدْ نَصَرَ . قَدْ أَفْلَحَ**

২) কোনো শব্দের শুরুতে **س** বা **سَوْفَ** থাকা। যথা : **سَيَنْصُرْنَ . سَوْفَ يَفْعَلُوْنَ**

৩) কোনো শব্দের শুরুতে **لَمْ** থাকা। যেমন: . **لَمْ تَكْذِبْ**

৪) কোনো শব্দের শুরুতে **لَنْ** থাকা। যেমন: . **لَنْ يُخَادِعَ . لَنْ تُذْنِبَ**

সবক নং ৪

www.muslimdm.com

حرف গুলো মুখস্থ করে নিতে হবে। যেমন নিম্নে বহুল ব্যবহৃত কিছু **حرف** উল্লেখ করা হলো।

যেমন:

بِ .ت. كَ. لِ. وَ.مُنْذُ. مُذْ.خَلا.رُبَّ.حَاشَا.مِنْ. عَدَا.فِيْ.عَنْ.عَلى.حَتّى.إِلى. إِنَّ.أَنَّ.كَأَنَّ. لَيْتَ. لكِنَّ. لَعَلَّ. وَ. أَوْ. أَمْ. فَ. ثُمَّ. أَمْ. لكِنْ. أَمَّا. إِمَّا. أَنْ. لَنْ. كَيْ. إِذَنْ. إِنْ .لَمْ. لَمَّا. لَا. مَا.

اسم এর আলামত[৬]**:**

১) যে আরবী শব্দটি **حرف/ فعل** নয় তা-ই সাধারণত **اسم** হবে। যেমন: **قَلَم، مِنْضَدَة**

২) কোনো শব্দের শুরুতে **ال** থাকা। যেমন : **اَلْمُعَلِم، التصوُّف، الْكِتَاب**

৩) কোনো শব্দের শেষে **تنوين** (ًٌٍ) থাকা। যেমন : **عَالِم، تِلْمِيْذ**

৪) কোনো শব্দের শেষে **ة** (গোল তা) থাকা। যেমন : **طَاوِلَة، قَلَنْسُوَة**

৫) কোনো কিছুর নাম বুঝানো।
যেমন: **مَكَّة. مَدِيْنَة. عُمَرُ. ابن مسعود.عِرَاقْ. بَالَاكُوْتْ. فُرْفُوْرَة. نِّتَارُ الدِّيْن بَنْغَلَادِيْشْ.سَرْسِيْنَة.**

৬) **اسم الْفَاعِل، اسم الْمَفْعُوْل، اسم الظرْف، اسم الْآلَة، اسم التفْضِيْل** এ সকল বাহাছের রূপান্তর হওয়া। যেমন : . **قَاصِدٌ. مَقْبُوْلٌ. مِفْتَاحٌ . مَكْتَبٌ . أَعْلَمُ**

সবক নং ০৫

---

[৬]. **اسم** সম্পর্কে ভালো দক্ষতা অর্জনের জন্য ‘এসো আরবী শিখি’ কিতাবের প্রথম একশত চার পৃষ্ঠা ভালভাবে দেখা যেতে পারে। এ একশত চার পৃষ্ঠার অধিকাংশ শব্দই **اسم**।

প্রিয় শিক্ষার্থী! আরবী বাক্যের অর্থ না বোঝেও বাক্যে ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দ তারকীবে কী হয়েছে তা সহজে জানার জন্য **مَعْرِفَة** ও **نَكِرَة** এর জ্ঞানার্জন আবশ্যক। তাই এখানে **معرفة** এর আলোচনা তুলে ধরা হলো।

مَعْرِفَة এর পরিচয় : যে **اسم** দ্বারা নির্দিষ্ট কিছুকে বোঝানো হয় তাকে **معرفة** বলা হয়। **معرفة** সাত প্রকার :

১. **عَلَم**   ২. **ضَمِيْر**   ৩. **اسم الْإِشَارَة**   ৪. **اسم الْمَوْصُوْل**

৫. **مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ** : **ال** যুক্ত **اسم**   ৬. **مُضَاف إِلى الْمَعْرِفَة**   ৭. **مُنَادى**

১. **عَلَم** : যে **اسم** দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা স্থানকে বোঝায়।[৭]

সহজে বলা যায়, পৃথিবীতে যা একটা।

যেমন: **اللهُ، مُحَمَّدٌ، فُرْفُورَة، نِثَارُ الدِّيْن، بَنْغَلَادِيْش، سَرْسِيْنَة، دَارُ النَجَاة، دَاكا.**

www.muslimdm.com

সবক নং ০৬

২. **ضَمِيْر (Pronoun):**

যা নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। যেমন :

هُوَ هُمَا هُمْ هِيَ هُمَا هُنَّ أَنْتَ أَنْتُمَا أَنْتُمْ أَنْتِ أَنْتُمَا اَنْتُنَّ اَنَا نَحْنُ كَ كُمَا كُمْ كِ كُمَا كُنَّ ي نَا هـ هـ هَا

৩. **اسم الْإِشَارَة** : যে শব্দ দ্বারা কোনো কিছুর প্রতি ইশারা করা হয়। যেমন:

هذا، هذان، هذِه، هاتان، ذلك، ذَانِكَ، تِلْكَ، تَانِكَ، أُولئِكَ، هؤُلَاءِ

এগুলোর পর **ال** যুক্ত **اسم** কে **مُشَارٌ إِلَيْه** বলা হয়। **مُشَارٌ إِلَيْه** কে **صِفَة** ও বলা হয়।[৮] যেমন: **هذا الرَّجُلُ. تِلْكَ. تَانِكَ الْمِرْوَحَتَانِ. هؤلاءِ الرِّجَالُ. الْمَدْرَسَةُ**

---

৭. দুনিয়াতে যা ১টি।

৮.

مؤنث+بعيد	مذكر+بعيد	مؤنث+ قريب	مذكر+قريب	
تلك	ذلك	هذه	هذا	واحد
تانك	ذانك	هاتان	هذان	تثنية
أولئك	أولئك	هؤلاء	هؤلاء	جمع

সবক নং ৭

الاسْمُ الْمَوْصُوْل :

যে, যিনি, যারা, যেগুলো, যাকে, যাদেরকে এ ধরনের অর্থে ব্যবহৃত اسم কে

الاسْمُ الْمَوْصُوْل বলা হয়।

যেমন: اَلَّذِيْ، اَللَّذَانِ، الذِيْنَ، اَلَّتِيْ، اَللَّتَانِ، اَللَّاتِيْ، مَنْ، مَا، أَيٌّ، أَيَّةٌ - الاسْمُ الْمَوْصُوْل এর পরের অংশকে صِلَة বলা হয়[১]।

⇨ الاسم الموصول তার صلة মিলে কখনো পূর্ণ বাক্য হয় না। বরং পূর্ণ বাক্যের অংশ হয়। যেমন : اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ.

সবক নং ০৮

৫. مُعَرَّفٌ بِاللَّام (The): ال যুক্ত শব্দ। যেমন: اَلْمُتَعَلِّمُ. اَلْقَلَمُ. اَلشَّيْخُ. الكِتَابُ. الأُسْتَاذُ বাংলায় ال এর অনুবাদ হল : টি, টা, গুলো, গুলি, খানা, খানি ইত্যাদি।

৬. مُضَافٌ إلى الْمَعْرِفَة : مَعْرِفَة এর প্রথম পাঁচ প্রকারের পূর্বে نَكِرَة ব্যবহৃত হলে উক্ত نكرة টি معرفة হবে। যেম : كتابُ الْمُعَلِّمِ. ذلك قَمِيْصُهُمْ. قَلَمُ هذا جَدِيْدٌ.

৭. مُنَادى : যাকে ডাকা হয় তাকে منادى বলা হয়। যে হরফ দ্বারা ডাকা হয় তাকে حرف النداء বলা হয়। حروف النداء ৫টি- يَا،أَيَا، هَيَا،أَيْ، أَ -

যেমন: يَا رَجُلُ. أَيْ تِلْمِيْذُ. يارَسُوْلُ سَلَامُ عَلَيْكَ.يَا نَبِي سَلَامُ عَلَيْكَ.

সবক নং ০৯

www.muslimdm.com

[১].

	مذكر	مؤنث
واحد	الذي	التي
تثنية	الذان	التان
جمع	الذين	اللاتي

نَكِرَة এর পরিচয় : ওপরের সাত প্রকার ব্যতীত বাকি اسم গুলো نكرة হবে।

যেমন : بَلَدٌ. قَرْيَةٌ. مَدْرَسَةٌ.غُرْفَةٌ. أُسْتَاذٌ. مُتَصَوِّفٌ. قَلَمٌ. كُرَّاسَةٌ.طَالِبٌ.

فعل ও حرف কখনো معرفة বা نكرة কোনটিই হবে না।

সবক নং ১০

নিম্নের টেবিলটি বোঝার চেষ্টা করো।

القاعدة		مثال
১) مَعْرِفَة + نَكِرَة	مُبْتَدَأ + خَبَر .	اَلْكِتَابُ مُفِيْدٌ
২) نكرة + معرفة	مُضَاف + مُضَاف إِلَيْه.	كِتَابُ الْأُسْتَاذِ
৩) نكرة + نكرة	مَوْصُوْف + صِفَة	تِلْمِيْذٌ ذَكِيٌّ
معرفة + معرفة		اَلتِّلْمِيْذُ الْمُؤَدَّبُ

বাক্যের শুরুতে معرفة আসলে مُبْتَدَأ হবে। مُبْتَدَأ এর পর যা থাকবে তা خَبَرহবে। যেমন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. এখানে الحمد শব্দটি مُبْتَدَأ হয়েছে।

لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অংশটুকু خبر হয়েছে। এভাবে, اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ.

اَلتِّلْمِيْذُ خَادِمُ الْأُسْتَاذِ. الْأُسْتَاذُ نَاصِحُ الطُّلَّابِ. اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلاً.

www.muslimdm.com

সবক নং ১১

বাংলা বাক্যে مبتدأ ও خبر (Subdect & Predicate) চেনার উপায় :

اسم বাক্যের শুরুতে আসলে **مبتدأ** হবে। যেমন: ছেলে ভাল। কলম নতুন।

মাদরাসা প্রসিদ্ধ। আরবীতে এবং বাংলাতে **مبتدأ** শুরুতে আসে এবং خبر পরে আসে।[১০]

সবক নং ১২

বাংলা বাক্যে صِفَة ও مَوْصُوْف (Adjective) চেনার উপায় :

বাংলা বাক্যে صفة ও **موصوف** চেনার উপায় হল : **বাংলা বাক্যে পাশাপাশি দু'টি শব্দে, দোষ-গুণ বা রং জাতীয় শব্দটি আগে থাকলে সেটি** صفة **হবে।**[১১]

আরবীতে **موصوف** আগে থাকে এবং صفة পরে থাকে। আর বাংলায় صفة আগে থাকে এবং **موصوف** পরে থাকে। যেমন: **ভদ্র** ছাত্র = **تِلْمِيْذٌ مُؤَدَّبٌ** **পরিচ্ছন্ন** কাপড় = ثَوْبٌ نَظِيْفٌ **উপকারী** কিতাব = كِتَابٌ مُفِيْدٌ

সবক নং ১৩

বাংলা বাক্যে مُضاف ও مضاف إليه (Possessive) চেনার উপায় :

বাংলায় **مضاف ও مضاف إليه** চেনার উপায় হলো: পরস্পর দু'শব্দের মাঝে 'র' যুক্ত শব্দটি **مضاف إليه** হয়[১২]। যেমন: মাদরাসার ছাত্র = تِلْمِيْذُ الْمَدْرَسَةِ নবীর -

প্রেমিক = مُحِبُّ النَّبِيِّ পিরের মুরিদ= مُرِيْدُ الْمُرْشِدِ.

---

[১০]. এ বিষয়টি ভালোভাবে আয়ত্ব করার জন্য "এসো আরবী শিখি" (খণ্ড-১, পৃ: ৩৯, ৪০-৪২, ৪৭-৪৮) কিতাবের এবং আততামরীন আলকিতাবী এর প্রথম কয়েকটি তামরীন বুঝে বুঝে পড়া যেতে পারে।

[১১]. প্রাগুক্ত

[১২]. অনেক সময় উচ্চারণের সুবিধার্থে **مضاف مضاف إليه** এর মাঝে 'র' বর্ণ থাকে না। যেমন: প্রধান মন্ত্রী।

www.muslimdm.com

বাংলাতে **مضاف إليه** প্রথমে থাকে এবং **مضاف** পরে থাকে।

আর আরবীতে **مضاف** প্রথমে থাকে এবং **مضاف إليه** পরে থাকে।[১৩]

مضاف এ ال ، تنوين এবং تثنية ও جمع এর نون আসে না:

যেমন: تِلْمِيْذُ المَدْرَسَةِ. এখানে تلميذ শব্দটি **مضاف** হওয়ার কারণে ال এবং তানভীন ব্যবহৃত হয়নি। طَالِبُوْ المدرسة. تِلْمِيْذا المدرسة এখানে **تلميذان** এবং **طالبون** ছিল।

এসো আরবি শিখি, খ. ১, পৃ. ৩৮-৪৪

সবক নং ১৪

নিম্নের ছকটি লক্ষ করো:

	নিয়ম	উদাহরণ	
مبتدأ + خبر	বাক্যের শুরুতে اسم আসলে مبتدأ হয়। পরের শব্দগুলো خبر হয়।	আল্লাহ্ আমাদের প্রভু আমাদের প্রভু আল্লাহ্	اللّٰهُ رَبُّنَا رَبُّنَا اللّٰهُ
موصوف + صفة	বাংলা বাক্যে পাশাপাশি দু'টি শব্দে, দোষ-গুণ বা রং জাতীয় শব্দটি আগে থাকলে সেটি صفة হবে।	ভদ্র ছেলে পরিচ্ছন্ন রুম আদর্শ ছাত্র	وَلَدٌ مُؤَدَّبٌ غُرْفَةٌ نَظِيْفَةٌ تِلْمِيْذٌ نَمُوْذَجِيٌّ
مضاف + مضاف إليه	পরস্পর দু'শব্দের মাঝে 'র' যুক্ত শব্দটি مضاف إليه হয়।	আবরারের জামা বাবার হাদীয়া	قَمِيْصُ الْأَبْرَارِ هَدِيَّةُ الْوَالِدِ

সবক নং ১৫

[১৩]. প্রথম খণ্ডের দরসে সাদেস পড়া যেতে পারে। এ তিনটি বিষয় আয়ত্ব করার জন্য "এসো আরবী শিখি" এবং "আততামরীন আলকিতাবী" কিতাবের প্রথম চল্লিশ পৃষ্ঠা পড়া দরকার।

الأسماء المركبة বা যুক্ত اسم (এ পরিভাষাটি নাহুর নয় বরং ক্লাসিক্যল) **এর আলোচনা :**

{مضاف+مضاف إليه} {موصول+صلة} {إشارة+مشار إليه} {موصوف+صفة}

তারকীবে এগুলো সর্বদা দুটি اسم মিলে একটি اسم এর হুকুমে থাকবে। অর্থাৎ مبتدأ، فاعل، خبر، نَائِبُ الْفَاعِلِ বা مفعول হবে। যেমন: هذَا تِلْمِيْذٌ مُؤَدَّبٌ. (এ একজন ভদ্র ছাত্র) এ বাক্যে تِلْمِيْذٌ مُؤَدَّبٌ শব্দদুটি মিলে একটি خبر হয়েছে।

تِلْكَ الْقَلَنْسُوَةُ جَمِيْلَةٌ. (**ঐ টুপিটি** সুন্দর) এ বাক্যে تِلْكَ الْقَلَنْسُوَةُ এ দুটি اسم মিলে একটি مبتدأ হয়েছে।

সবক নং ১৬

أَفْلَحَ طَالِبُ الْعِلْمِ. (**ইল্‌ম অন্বেষী** সফল হয়েছে) এ বাক্যে طَالِبُ الْعِلْمِ এ দুটি اسم মিলে একটি فاعل হয়েছে।

ضمير কখনো موصوف বা صفة কোনটিই হবে না। আর عَلَم সাধারণত صفة হয় না। যেমন: هي زَيْنَبُ এ বাক্যে معرفة এর পর معرفة আসা সত্ত্বেও هی শব্দটি موصوف না হয়ে مبتدأ হয়েছে। আর زينب শব্দটি عَلَم হওয়ার কারণে معرفة হওয়া সত্ত্বেও صفة না হয়ে خبر হয়েছে।

مبتدأ এর أصل হল معرفة হওয়া এবং خبر এর أصل হল نكرة হওয়া।

যে সকল শব্দ صفة হওয়ার যোগ্যতা রাখে:

১. اسم فاعل যেমন: هذا تلميذ عابد.

২. اسم مفعول যেমন: المعلم رجل محبوب.

৩. فَعِيْلٌ فَعُوْلٌ فَعَّالٌ ওযনে যে কোনো শব্দ।

যেমন: أبوحنيفةَ إِمَامٌ فَقِيْهٌ. الأستاذُ رَجُلٌ وَدُوْدٌ. لايدخل الجنةَ رجل مَنَّانٌ.

৪. اسم مَنْسُوْب (কোনো কিছুর প্রতি সম্পৃক্ত করে যে নাম ডাকা হয়)

যেমন: هذا رَجُلٌ مِصْرِيٌ

৩. اسم الإشارة যেমন: مِنْ فَوْرِهِمْ هذا.

৫. مشار إليه যেমন: ذلكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ

৬. اسم الموصول যেমন: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ.

● **কায়দা:** نكرة এর পর نكرة এসে ২য়টি صفة হওয়ার যোগ্য না হলে موصوف صفة না হয়ে مضاف مضاف إليه، হবে। যেমন: بَيْتُ رَجُلٍ. তেমনি معرفة এর পর معرفة এসে ২য় টি صفة হওয়ার যোগ্য না হলে موصوف صفة না হয়ে خبر، مبتدأ অথবা فاعل ও مفعول হবে। যেমন: نَصَرَ إِبْرَاهِيْمُ مَامُوْنًا.

www.muslimdm.com

সবক নং ১৭

مُؤَنَّث ও مُذَكَّر (Masculin & Feminine) এর আলোচনা[১৪]

مُؤَنَّث এর আলোচনা:

ব্যবহারের দিক থেকে **مؤنث** দুপ্রকার: **مؤنث مَعْنَوِيْ مؤنث لَفْظِيْ**، কোনো শব্দের শেষে **مؤنث** এর আলামত তথা **ألف مقصورة، ألف ممدودة، ة** থাকলে তাকে **مؤنث لفظي** বলা হয়। যেমন: خَدِيْجَة. شُهَدَاءُ. كُرْمى. مَارِيَةُ. خَالَةٌ.بَرِيرَةٌ

যে সকল শব্দ **مؤنث** এর আলামত ব্যতীত **مؤنث** হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে **مؤنث معنوي** বলা হয়। যেমন: أُخْتٌ. أُمٌّ. حَيْضٌ. زَيْنَبُ. نِفَاسٌ.

مؤنث চেনার কিছু সহজ উপায় :

ক. মহিলাদের নাম হওয়া। যেমন: خَدِيْجَة. فَاطِمَة. عَائِشَة. زَيْنَب. مَارِيَة.

খ. মহিলাদের কোনো বৈশিষ্ট্য হওয়া। যেমন: أُخْت. أُمّ. خَالَة. حَيْض. نِفَاس

গ. কোনো শব্দের শেষে গোল তা (ة) থাকা। যেমন: مِرْوَحَة. كُرَّاسَة. بَقَرَة.

ঘ. কোনো স্থানের নাম হওয়া। যেমন: مَدِيْنَة. فُوْرْفُوْرَة. سَرْسِيْنَة. دَاكَا.

ঙ. **مؤنث سَمَاعِيْ** তথা এমন শব্দ যাতে **مؤنث** এর আলামত নেই, কিন্তু আরবগণ **مؤنث** হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন: মানুষের জোড়া অঙ্গগুলো (يَد. = হাত, عَيْن. = চোখ, رِجْل. = পা, فَخِذ = রান ইত্যাদি) এবং سَمَاء. = আকাশ, أَرْض = জমিন, حَال = অবস্থা , عَصى. = লাঠি ইত্যাদি শব্দ। **مؤنث سَمَاعِي** চেনার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। আরবী ভাষার ব্যবহার দেখে দেখে জেনে নিতে হবে।

সবক নং ১৮

[১৪]. যে শব্দ দ্বারা পুরুষ জাতিকে বোঝায় তাকে مذكر, আর যে শব্দ দ্বারা নারী জাতিকে বোঝায় তাকে مؤنث বলা হয়।

www.muslimdm.com

চ. শব্দের শেষে **اِلف مَقْصُوْرَة** বা **اِلف مَمْدُوْدَة** হওয়া।

কোনো **اسم** এর শেষে **الف** এর পর হামযাহ না থাকলে তাকে **ألف مقصورة** বলা হয়। এ **ألف مقصورة** অধিকাংশ সময় **ى** এর আকৃতিতে থাকে। যেমন:.**ذِكْرى. كُرْمى. حُبْلى** আর কোনো **اسم** এর শেষে **ألف** এর পর হামযাহ থাকলে তাকে **ألف مَمْدُوْدَة** বলা হয়। যেমন : **سَوْدَاء. حَمْرَاء. شُهَدَاء.**

ألف ممدودة ও **الف مقصورة** টি **الف مؤنث** হওয়ার জন্য শর্ত হলো **الف**, এর পূর্বে মূল তিন অক্ষর থাকা। যেমন: **سَوَاءٌ** শব্দটিতে **الف ممدودة** থাকা সত্ত্বেও **مؤنث** হবে না। কেননা **ألف** এর পূর্বে তিন অক্ষর নেই। আবার **أَسْمَاءٌ** শব্দটিও **مؤنث** হবে না। কেননা এখানে **ألف** এর পূর্বে মূল তিন অক্ষর নেই। কারণ **أسماء** এর **أ** টি মূল অক্ষর নয়।

www.muslimdm.com

مؤنث এর প্রকারভেদ :

সৃষ্টিগতভাবে مؤنث দু'প্রকার :

حَقِيْقِيْ (প্রাণী জাতীয়) যেমন : اِمْرَأَة. بَقَرَة. شَاة.

غَيْرُ حقيقي (প্রাণী জাতীয় নয়) طَاوِلَة. مِرْوَحَة. مَسَّاحَة.

সবক নং ১৯

فاعل[১৫] ও مفعول[১৬] (Subject & Object) চেনার উপায়

فاعل ও مفعول কে সহজে চেনার জন্য ১৪ ছীগাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. দু'ছীগাহ্। যথা : واحد مذكر غائب ও واحد مؤنث غائب

যেমন : فَعَلَ فَعَلَتْ يَفْعَلُ تَفْعَلُ لِيَفْعَلْ لِتَفْعَلْ ইত্যাদি।

১. বাকি ১২ ছীগাহ্। যেমন : فَعَلْتَ.تَفْعَلِيْنَ. لَمْ يَفْعَلُوْا. لَنْ تَفْعَلَا. اِفْعَلْ ইত্যাদি।

সবক নং ২০

فاعل চেনার ৪টি উপায়

১. দু'ছীগার পূর্বে কোনো اسم না থাকলে পরের اسم টি فاعل হবে।

যেমন : قَدِمَ الْمُعَلِّمُ. = শিক্ষক তাশরীফ এনেছেন।

لَنْ يَرْسُبَ تِلْمِيْذٌ مُطِيْعٌ. = অনুগত ছাত্র কখনো ব্যর্থ হবে না।

قَدْ أَفْلَحَ الطَّالِبُ الشَّرِيْفُ. = ভদ্র ছাত্রটি অবশ্যই সফল হয়েছে।

২. দু'ছীগার পূর্বে কোনো اسم থাকলে দু'ছীগার فاعل টি فعل এর ভেতরে থাকে।

যেমন : اَلْمُعَلِّمُ قَدِمَ এখানে قدم এর ভেতরে هو আছে, যা فاعل হয়েছে।

---

[১৫]. যে কাজ করে তাকে فاعل বলা হয়।

[১৬]. যার ওপর কোনো কাজ পতিত হয় তাকে مفعول বলা হয়।

www.muslimdm.com

৩. ১২ ছীগার আলামত সর্বদা **فاعل** হবে।

যেমন : **قَرَأْتُ** এখানে **تُ** বর্ণটি **فاعل** হয়েছে। **يَفْعَلُوْنَ** এর **و** টি **فاعل** হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, **تُمْ** এর পর যমীর আসলে **تَخْفِيْفًا** (উচ্চারণের সুবিধার্থে) **تُمْ** এর পর একটি **واو** বৃদ্ধি করে **تُمْ** এর **مِيْم** বর্ণে পেশ দিতে হয়। যেমন: **رَأَيْتُمْ + ه = رَأَيْتُمُوْه.**

সবক নং ২১

৪. যদি দু'ছীগার পরে **ضمير** থাকে, তাহলে **ضمير** এর পরের **اسم** টি **فاعل** হবে। যেমন: **اَلْقُرْآنُ يَحْفَظُه الْمُتَّقُوْنَ.**=আল্লাহ্‌ভীরু লোকেরা কুরআন মুখস্থ করে। **اَلْمَسْجِدُ يُكَنِّسُه الصَالِحُوْنَ.** = ভালো লোকেরা মসজিদ ঝাড়ু দেয়।

اَلْأَسَاتِذَةُ يَتَفَقَّدُهُمُ التِّلْمِيْذُ النَّمُوْذَجِيُّ = আদর্শ ছাত্র শিক্ষকদের খোঁজ-খবর রাখে।

مضارع، أمر، نهي[১৭] **এ তিন বহছের তিন ছীগার** **فاعل** **সর্বদা** **ضمير مُسْتَتِر** **হবে। ছীগাহ্ তিনটি হলো :** **واحد مذكر حاضر. واحد متكلم. جمع متكلم.**

تَفْعَلُ = أَنْتَ. أَفْعَلُ = أَنَا. نَفْعَلُ = نَحْنُ.

সবক নং ২২

مَفْعُوْل চেনার ৪ টি উপায়

১. দু'ছীগার পূর্বে কোনো **اسم** থাকলে পরের **اسم** টি **مَفْعُوْل** হবে।

যেমন : **اَلتِّلْمِيْذُ دَرَسَ كِتَابًا. اَلطَّالِبُ يُعَظِّمُ الْمُعَلِّمِيْنَ. اَلنَّاسُ يَحْتَرِمُ الْعُلَمَاءَ**

২. বাকি ১২ ছীগার পরের **اسم** সর্বদা **مَفْعُوْل** হবে।

যেমন : **حَفِظْتُ الْأَحَادِيْثَ. تَلَوْتُ الْقُرْآنَ الْكَرِيْمَ. أَكْرَمْنا ضُيُوْفَنَا. نَرْحَمُ التَّلَامِيْذَ.**

ᴅ নং ২৩

[১৭]. **مضارع** এর বার বহছ।

www.muslimdm.com

২. **فعل** এর পর **ضمير** আসলে **ضمير** টি সর্বদা **مفعول** হবে।

যেমন: **المُعَلِّمُوْنَ لَيُجِيْبَنَّهُمْ الطَّالِبُ الصَّالِحُ.** = যোগ্য ছাত্র অবশ্যই শিক্ষকের ডাকে সাড়া দিবে।

اَلْمَسْجِدُ يُنَظِّفُه الصَالِحُوْنَ. = ভালো লোকেরা মসজিদ পরিষ্কার করে।

8. **فعل مُتَعَدِّيْ** এর **فاعل** এর পরের **اسم** টিও **مفعول** হয়।

যেমন : **دَرَسَ شَرِيْفٌ كِتَابًا.** (শরিফ কিতাব পাঠ করল) **أَحْسَنَ الْمُتَعَلِّمُ أَخْلَاقَه.** (ছাত্রটি তার চরিত্রকে সুন্দর করল)

এসো আরবি শিখি, খণ্ড-২য়, পৃ. ৬, ২৯-৩৪

www.muslimdm.com

সবক নং ২৪

نائب الفاعل[১৮] চেনার উপায়

যে নিয়মে **فاعل** চেনা যায় সে নিয়মেই **نائب الفاعل** চেনা যায়, যদি **فعل** টি **مَجْهُوْل** হয়। যেমন : **عُذِّبَ العَاصِيْ.** = অন্যায়কারীকে শাস্তি দেয়া হয়েছে।

رُحِمْتُ. = আমাকে দয়া করা হয়েছে।

أُصْلِحَ الفارُّوْنَ. = ফাঁকিবাজদেরকে সংশোধন করা হয়েছে।

সবক নং ২৫

جملة (Sentence) এর পরিচয় :

মনের ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়[১৯] এমন শব্দ সমষ্টিকে বাক্য বলা হয়। আরবীতে বাক্যকে **جُمْلَةٌ/ كَلَام / مُرَكَّب مُفِيْد** বলা হয়।[২০]

---

[১৮]. যে **فعل** এর **فاعل** উল্লেখ না থাকায় **مفعول** কে **فاعل** এর স্থানে রাখা হয় তাকে **نائب الفاعل** বলা হয়।

[১৯]. পূর্ণরূপে প্রকাশ পাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বাক্যে **مُسْنَد, مُسْنَد إِلَيْه** থাকা।

[২০]. উদ্দেশ্যমূলক বা উদ্দেশ্যহীন উভয় বাক্যের ক্ষেত্রে جملة, আর শুধু উদ্দেশ্যমূলক বাক্যের ক্ষেত্রে كلام ব্যবহৃত হয়।

⇨ যে جملة দ্বারা কোনো خَبَر বুঝায় তাকে جملة خَبَرِيَّة বলা হয়।[২১]

⇨ যে جملة দ্বারা কোনো طَلَب (চাওয়া) বুঝায় তাকে جملة طَلَبِيَّة বা جُمْلَة إِنْشَائِيَّة বলা হয়।

⇨ أَمْر، نَهْي، اِسْتِفْهَام، تَمَنِّيْ، تَرَجِّيْ، عُقُوْد، قَسَم، نِدَاء، عَرَض، تَعَجُّب ইত্যাদি جملة এর শুরুতে আসলে جملة إنشائية হয়। যেমন: هَلْ أَطَعْتَ شَيْخَكَ؟ (তুমি কি তোমার শায়খের আনুগত্য করেছ?)

⇨ فعل ও فاعل মিলে جملة فِعْلِيَّة হয়। যেমন : يُطِيْعُ أَسَدٌ أُسْتَاذَه.

⇨ مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়। যেমন : مَهْدِيْ يُعَلِّمُ أُسْتَاذَه.

বাক্যে যাকে নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে مُسْنَد إِلَيْه (Subject) এবং যে আলোচনা করা হয় তাকে مُسْنَد (Predicate) বলা হয়। তাই مبتدأ/فاعل এর অপর নাম হল مُسْنَدٌ إِلَيْه আর فعل/خبر এর অপর নাম হল مُسْنَدٌ

www.muslimdm.com

সবক নং ২৬

فعل مُتَعَدِّيْ (Transitive verb) ও فعل لَازِم (Intransitive verb) এর আলোচনা:

যে فعل তার فاعل কে নিয়ে অর্থ প্রকাশে পূর্ণতা লাভ করে তাকে فعل لازم বলা হয়।

আর যে فعل তার فاعل কে নিয়ে অর্থ প্রকাশে পূর্ণতা লাভ করে না বরং مفعول به এর প্রয়োজন হয় তাকে فعل مُتَعَدِّيْ বলা হয়।

- সাধারণত فعل لَازِم এর সাথে مفعول بِه ব্যবহৃত হয় না।
- فعل مُتَعَدِّيْ এর জন্য مفعول به আবশ্যক।

لازم এবং مُتَعَدِّيْ চেনার সহজ উপায় :

فعل এবং فاعل কে একত্র করে "কী" বা "কাকে"[২২] দ্বারা প্রশ্ন করা সম্ভব হলে فعل টি متعدي হবে। প্রশ্ন করা সম্ভব না হলে فعل টি لازم হবে।

যেমন: نَصَرَ بَهَاءُ الدِّيْن. = বাহাউদ্দিন সাহায্য করল। এখানে فعل এবং فاعل কে একত্র করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন করা যায়, বাহাউদ্দিন কাকে সাহায্য করল? তেমনিভাবে حَفِظَ شَرْفُ الدِّيْنِ. শরফুদ্দিন মুখস্থ করল। প্রশ্ন করা যায়, শরফুদ্দিন কী মুখস্থ করল? তাই قَرَأَ এবং نَصَرَ

مُرَكَّب এর প্রকারভেদ:

مركب مفيد - ১. مُرَكَّب مُفِيْد ২. مُرَكَّب غَيْرُ مُفِيْد. مركب مفيد দুপ্রকার : جملة إنشائية جملة خبرية, جملة خبرية আবার দুপ্রকার : جملة اسمية جملة فعلية

مركب غير مفيد পাঁচ প্রকার : ১. مركب إضافي = مضاف + مضاف إليه ২. مركب توصيفي = موصوف + صفة ৩. مركب مَنْعُ الصَّرْفِ/ اِمْتِزَاجِيْ/مَزْجِيْ = حَضْرَ+مَوْتُ - بَعْلَ+بَكُّ ৪. مركب بنائي/تِعْدادي = أحد عشر, تِسْعَةَ عَشَر ৫. مركب صَوْتِي = سِيْبَوَيْهْ আর مُرَكَّب مُفِيْد এর অপার নাম مركب إسنادي = فعل+فاعل, مبتدأ+خبر

[২২]. অনেক সময় "কী" এর পরিবর্তে "কোন্" এবং "কাকে" এর পরিবর্তে "কার" "কিসের" দ্বারাও প্রশ্ন করতে হয়। যেমন: مَلَكَ মালিক হল। এ فعل এর ক্ষেত্রে "কার" দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে।

- **فعل** দু'টি **مُتَعَدِّي** হয়েছে। কিন্তু, **تَهَجَّدَ شَرِيْفٌ**. শরিফ তাহাজ্জুদ পড়ল। এখানে যদি প্রশ্ন করা হয়, শরিফ কী তাহাজ্জুদ পড়ল? শরিফ কাকে তাহাজ্জুদ পড়ল? প্রশ্নটি যথার্থ হবে না। তাই "তাহাজ্জুদ পড়া" **فعل** টি **لازم** - এ ভাবে **فعل** এবং **فاعل** কে একত্রে উল্লেখ করে প্রশ্ন করতে হয়।

সবক নং ২৭

<u>**فاعل** এর সাথে **فعل** এর ব্যবহার</u>

✓ **فاعل** টি **اسم ظاهر** হলে **فعل** সর্বদা **واحد** হবে।

● **فاعل** টি যমীর না হয়ে **فعل** এর পরে উল্লেখ থাকলে তাকে **اسم ظاهر** বলা হয়। যেমন :

يَدْرُسُ التِّلْمِيْذُ كِتَابًا	ছাত্র কিতাব পড়ছে।
يَدْرُسُ التِّلْمِيْذَانِ كتابًا	ছাত্র দুজন কিতাব পড়ছে।
يَدْرُسُ التَّلَامِيْذُ كِتَابًا.	ছাত্ররা কিতাব পড়ছে।

✓ **فاعل** টি সাধারণত **مذكر** হলে **فعل** টিও **مذكر** হবে। **فاعل** টি **مؤنث** হলে **فعل** টিও **مؤنث** হবে। যেমন : قَرَأَ الطَّالِبُ الْقُرْآن - قَرَأَتْ فَاطِمَةُ الْقُرْآنَ

সবক নং ২৮

✓ **فاعل** যদি **جَمْع مُكَسَّر** হয়, তাহলে **فعل** কে **مذكر** বা **مؤنث** উভয়ই আনা বৈধ। যেমন : قَالَتِ الْأَعْرَابُ[২৩] - قَالَ نِسْوَةٌ فِيْ الْمَدِيْنَةِ. آمَنَّا

✓ **فاعل** টি **مُتَّصِل حقيقي مؤنث** হলে **فعل** কে **مؤنث** নেয়া ওয়াজিব।

(এখানে **مُتَّصِل** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: **فعل** ও **فاعل** এর মাঝে কোনো শব্দ না থাকা) যেমন: حَفِظَتْ بَرِيْرَةُ سُوْرَةَ يس. طَبَخَتْ مَرْيَمُ لَحْمًا.

[২৩] **قول** মাসদারের **فعل** গুলোর তারকীবের নিয়ম হলো, **قال** এবং তার **فاعل** মিলে **قَوْلٌ**, বাকি **جملة** টা **مَقُوْلٌ** ।

www.muslimdm.com

সবক নং ২৯

✓ অথবা **فعل** টি **مؤنث** এর পরে ব্যবহৃত হলে **فعل** কে **مؤنث** নেয়া ওয়াজিব। যেমন: **السُّوْرَةُ حُفِظَتْ. المِرْوَحَةُ عُلِّقَتْ بِالسَّقْفِ. طُوْبِى ماتَتْ نَهَارًا.**

সহজে বলা যায়, **اسم** এর পর **فعل** আসলে **اسم** যেমন **فعل** ও তেমন।

✓ অন্যথায় **مذكر** বা **مؤنث** যে কোনো একটি ব্যবহার করা জায়েয। যেমন:

حُفِظَتِ السُّوْرَة.অথবা **صَامَتِ الْيَوْمَ مَرْيَمُ. حُفِظَ السُّوْرَةُ.** অথবা **صَامَ الْيَوْمَ مَرْيَمُ.**

এসো আরবি শিখি, খ. ৩, পৃ. ৫-৬ ,১৪, ১৯

www.muslimdm.com

সবক নং ৩০

جمع غَيْرُ عَاقِل এর ব্যবহার

জিন, মানুষ ও ফেরেশতাবাচক শব্দ ব্যতীত যে কোনো শব্দের **جمع** কে **جمع غَيْر عاقِل** বলা হয়। এ ধরনের শব্দ যদি **مبتدأ** বা **موصوف** হয় তাহলে **مبتدأ** এর **خبر**

টি এবং **موصوف** এর **صفة** টি **واحد مؤنث** হবে।[২৪] যেমন :

مبتدأ + خبر	
هذه أَقْلَامُ مُفِيْدَةٌ	الْكُتُبُ مُفِيْدَةٌ

এসো আরবি শিখি, খ. ২, পৃ. ৮৭,৮৮

مُعْرَب ও مَبْنِيْ এর আলোচনা :

[২৪]. **جمع غير عاقل** এর জন্য **هؤلاء أولئك** এর পরিবর্তে **هذه تلك** ব্যবহৃত হবে। যেমন:

موصوف + صفة	
هذِهِ أَقْلَامٌ جَيِّدَةٌ	تِلْكَ كُتُبٌ جَدِيْدَةٌ

مُعْرَب এর পরিচয় :

বাক্যে যে اسم অন্য كلمة এর সাথে মিলে ব্যবহৃত হয় এবং مبني أصل এর সাথে

সাদৃশ্য রাখে না তাকে معرب বলা হয়।

معرب এর হুকুম:

আমেলের[২৫] বিভিন্নতার কারণে اسم এর শেষাক্ষরে পরিবর্তন হওয়া।

مَبْنِيْ এর পরিচয় :

যে اسم বাক্যে অন্য كلمة এর সাথে মিলে ব্যবহৃত হয় না অথবা مبني أصل এর সাথে সাদৃশ্য রাখে তাকে مبني বলা হয়।

مَبْنِيْ এর হুকুম:

আমেলের বিভিন্নতার কারণে اسم এর শেষাক্ষরে পরিবর্তন না হওয়া।

مبني এর প্রকারভেদ :

مبني তিন প্রকার : ১. مبني أَصْلِي[২৬] ২. مبني شِبْهِي[২৭] ৩. مبني عَارِضِيْ[২৮]

مبني أصلي তিন প্রকার: ১. مَاضٍ ২. أَمْرُ حَاضِر ৩. حَرْف

www.muslimdm.com

[২৫]. যে কালিমা অন্য কালিমাকে إعراب দেয় তাকে عامل বলা হয়। সামনের অধ্যায়গুলো পড়লে বুঝা সহজ হবে। ইনশাআল্লাহ।

[২৬]. যে শব্দগুলো গঠনগতভাবে مبني

[২৭]. مبني أصلى এর সাথে সাদৃশ্য রাখার কারণে যে শব্দগুলো مبني হয়। এ সাদৃশ্য শাব্দিক এবং অর্থগত উভয়ভাবে হতে পারে। যেমন, فعل ماضي এর যেমন একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং নূন্যতম তিন অক্ষর হয় তেমনি এ প্রকারের শব্দগুলোরও নির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং নূন্যতম অক্ষর তিনটি।

[২৮]. যে শব্দগুলো এ দুপ্রকারের মধ্যে পাওয়া যায় না কিন্তু এগুলোকে আরবগণ مبني হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

সবক নং ৩১

مبني شِبْهِيْ : ১. ضمير ২. اسم الْإِشَارَة ৩. الاسْمُ الْمَوْصُوْل ৪. أَحَدَ عَشَرَ থেকে تِسْعَةَ عَشَرَ পর্যন্ত (اِثْنَا عَشَرَ) ব্যতীত) আরবী সংখ্যাগুলো।

৫. أَسْمَاء الظُّرُوْف এর কিছু শব্দ।[২৯] ৬. أَسْمَاءُ الاِسْتِفْهَام

৭. أَسْمَاءُ الشُّرُوْط ৮. أَسْمَاءُ الْكِنَايَات [৩০] ৯. أَسْمَاءُ الْأَفْعَال [৩১]

১০. فعل مضارع এর جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر এর ছীগাহ্ দু'টি এবং فعل مضارع এর সাথে نُوْنُ التَّأْكِيْد যুক্ত হলে। যেমন: يَفْعَلْنَ. تَفْعَلْنَ. لَتَدْعُوَنَّ.لَيَصْدُقَنْ.

সবক নং ৩২

مَبْنِي عَارِضِيْ :

مُفْرَد. مُنَادى مُفْرَد. اسم لاَ الَّتِيْ لِنَفْيِ الْجِنْسِ. (কোনো শব্দ যখন একা একা থাকে) এবং কালেমা যখন নিজের অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে শুধু একটি নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয় ইত্যাদি শব্দ। যেমন: إنَّ نَصَرَ فِعْلٌ. فِيْ حَرْفٌ.

⇨ এ ছাড়া বাক্যে ব্যবহৃত বাকি কালিমাগুলো معرب হয়।

www.muslimdm.com

---

২৯. مَفْعُوْل فِيْه এর আলোচনায় আসবে।

৩০. অস্পষ্ট ভাব প্রকাশ করে এমন শব্দ। যেমন: ذَيْتَ ذَيْتَ, كَيْتَ كَيْتَ অর্থাৎ এমন এমন, এত এত।

৩১. যে সকল اسم - فعل এর অর্থ দেয়। যেমন: هَيْهَاتَ দূর হয়েছে। سَرْعَانَ দ্রুত করেছে شَتَّانَ পৃথক হয়েছে

সবক নং ৩৩

واحِد ، تَثْنِيَة ও جَمع (Singular & Plural) এর আলোচনা

■ সাধারণত اسم গুলো مُفْرَد হয়। যেমন : مُسْلِمٌ. طَالِبٌ.

■ مُفْرَد এর শেষে অতিরিক্ত ان যুক্ত করলে مُثَنَّى হয়। যেমন: مسلمان. طالبان.

■ مُفْرَد এর শেষে অতিরিক্ত ون যুক্ত করলে جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ হয়।

যেমন: مُسْلِمُوْنَ.طَالِبُوْنَ.

■ مُفْرَد এর শেষে অতিরিক্ত ات যুক্ত করলে جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَالِمُ হয়।

যেমন : مُسْلِمَةٌ- مُسْلِمَاتٌ

(ة) যুক্ত শব্দের গোল ة কে ফেলে দিয়ে শেষে ات যোগ করলে جمع المؤنث السالم গঠিত হবে। যেমন : مُسْلِمَة থেকে = مُسْلِم + ات = مسلمات

■ جَمْعٌ مُكَسَّر : যে جمع গঠনের সময় واحد এর মূল রূপ ঠিক থাকে না। এগুলো সাধারণত মুখস্থ করে জেনে নিতে হয়। যেমন : – رِجَال – رَجُل. تَلامِيْذ – تِلْمِيْذ

وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

যার কর্ম (গুনাহ বা অদক্ষতা) তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারে না। (শুআবুল ঈমান, হাদিস নং-৬৭১)

www.muslimdm.com

সবক নং ৩৪

مُتَعَلِّقٌ/مُتَعَلِّقَانِ (Preposition) এর আলোচনা

حَرْفُ الْجَار ১৭ টি। যথা:

بِ = দ্বারা, কারণে　　تَ = শপথ[৩২]　　كَ = মতো, যেমন[৩৩]

لِ = জন্য,কারণে[৩৪]　　وَ = শপথ (শুরুতে আসবে)[৩৫]　إِلى = দিকে/ পর্যন্ত

مِنْ.عَنْ. مُذْ. مُنْذُ = থেকে　خَلَا.حَاشَا.عَدَا = ব্যতীত　رُبَّ = কত / অনেক

فِيْ = মধ্যে　　عَلى = ওপরে[৩৬]　　حَتّى = পর্যন্ত/এমনকি

★حرف الجار এর পরের শব্দকে مَجْرُوْر বলা হয়। جار ও مَجْرُوْر মিলে متعلقان হয়।[৩৭] [৩৮] متعلقان সর্বদা فعل অথবা شِبْهُ الْفِعْل এর সাথে হয়। যেমন: أُخْرِجْتُمْ لِلنَّاسِ.

www.muslimdm.com

---

৩২. ت শব্দটি শুধু الله, رب, الرحمن এ তিনটি শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়।

৩৩. যমীরের ك শব্দের শেষে হয়।حرف الجار এর ك শব্দের শুরুতে হয়।

৩৪. ضمير এবং হরফের পূর্বে حرف الجار এর ل যবরবিশিষ্ট হয়। অন্য শব্দের পূর্বে যেরবিশিষ্ট হয়।

৩৫. حرف الجار এর و সাধারণত বাক্যের প্রথমে আসে।

৩৬. على ও إلى এর পরে ضمير আসলেعلى ও إلى এর ي বর্ণে سكون হয়। যেমন: إِلَيْكُمْ . عَلَيْهِمْ

৩৭. আরবগণ সাধারণত একে متعلقان বলে থাকেন। আবার متعلق ও বলা হয়। হিন্দুস্থানের ওলামায়ে কেরাম متعلق বলে।

৩৮. مُتَعَلِّقَانِ দু'ভাবে হয় : جار مجرور এর মাধ্যমে এবং ظرف এর মাধ্যমে। (যে مفعول দ্বারা স্থান বা সময় বোঝায়)

সবক নং ৩৫

شِبْهُ الْفِعْل এর বর্ণনা[৩৯]

★ شِبْهُ الْفِعْل ছয় প্রকার : صفة এর ছীগাহ্ পাঁচটি[৪০] এবং مصدر[৪১] যেমন: الْأُسْتاذُ نَاصِحٌ للطُّلَّابِ।

কোনো বাক্যে فعل বা شبه الفعل না থাকলে, একটি উহ্য فعل অথবা شبه الفعل ধরে নিতে হয়। যে কোনো স্থানে ثَابِتٌ/مَوْجُوْدٌ এ দুটির কোনো একটি شبه الفعل কে উহ্য ধরা যায়। যেমন: الكتاب فى الْحَقِيْبَةِ এখানে متعلقان আছে কিন্তু কোনো فعل/ شبه الفعل নেই। তাই এখানে একটি উহ্য شبه الفعل ধরে নিতে হবে। অতএব এখানে عِبَارَة হবে اَلْكِتَابُ ثَابِتٌ فِيْ الْحَقِيْبَةِ. اَلتِّلْمِيْذَةُ ثَابِتَةٌ فِيْ الْمَدْرَسَةِ.

▣ شبه الفعل এর فاعل সাধারণত ঐ شبه الفعل এর ভেতরে থাকে।

এসো আরবি শিখি, খ. ১ পৃ. ৪১, ৪৫-৪৬

সবক নং ৩৬

▣ প্রথমে متعلقان থাকলে, পরের اسم টি نكرة হলেও আর متعلقان টি مُبْتَدَأ مُؤَخَّر হবে خَبَر مُقَدَّم। যেমন : فِيْ المدرسةِ مسجدٌ. فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ.

مَانِعُ التَّنْوِيْن এর আলোচনা

مانع التنوين এর অর্থ হলো اسم এর শেষে تنوين আসতে বাধাদানকারী।

★ যদি কোনো শব্দ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ - مضاف -مبنى ال ও বিশিষ্ট হয়, তাহলে ঐ শব্দে تنوين হবে না। এগুলোকে مانع التنوين বলা হয়।

যেমন : القلمُ. هذا. قلمُ الطلاب. عائشةُ

www.muslimdm.com

[৩৯]. যে اسم টি فعل এর মতো আমল করে তাকে شبه الفعل বলা হয়।

[৪০]. صفة এর ছীগাহ্ ৫টি : ১. اِسْمُ الْفَاعِل ২. اِسْمُ الْمَفْعُوْل ৩. اِسْمُ التَّفْضِيْل 8. اِسْمُ الْفَاعِلِ الْمُبَالَغَة ৫. صِفُة مُشَبَّهَة (اسم الفاعل الْمُبَالَغَة, صِفَة مُشَبَّهَة) চেনার প্রাথমিক সহজ উপায় হলো, কোনো শব্দ فَعِيْل، فَعُوْل فَعَّال ওযনে আসা। যেমন: (رَحِيْمٌ، عَلاَّمٌ، رَؤُوْفٌ)

[৪১]. অনেকে اسم ظرف, اسم آلة কেও شبه الفعل এর অন্তর্ভূক্ত করে থাকেন।

সবক নং ৩৭+৩৮

আরবী ভাষায় إعراب গ্রহণের দিক থেকে اسم মোট ষোল প্রকার :

المثال	التعريف	الأسماء	رقم
أُسْتاذٌ كِتَابٌ رَمْيٌ دَلْوٌ ظَبْيٌ	এমন একবচন শব্দ যার শেষাক্ষরে حرف علة নেই এবং শব্দটি غير منصرف নয়।	مُفْرَدٌ مُنْصَرِفٌ صَحِيْحٌ	১
	এমন একবচন শব্দ যার শেষাক্ষরে ياء / واو হয়ে পূর্বে ساكن থাকে। আরবগণ এ দুটিকে مفرد নামে ব্যবহার করেন। তাই আমরা مفرد বলব।	جَارِيْ مَجْرَي الصَّحِيْحِ = مُفْرَدٌ	২
طُلَّابٌ، كُتُبٌ، فُصُوْلٌ	যে جمع চেনা যায় না বরং মুখস্থ করে নিতে হয়।	جَمْعٌ مُكَسَّر	৩
أَحْمَدُ، مارية، عُمَرُ	যে শব্দে নয়টি বিষয় থেকে দুটি বিষয় পাওয়া যায়।	غَيْرُ الْمُنْصَرِف	৪
دارِسُوْنَ، مُفْلِحُون	যে শব্দের শেষে অতিরিক্ত ون যুক্ত থাকে	جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ	৫
ثَلَاثُوْنَ، أَرْبَعُوْنَ خَمْسُوْنَ، سِتُّوْنَ	আরবী দশকের সংখ্যাগুলো তথা বিশ,ত্রিশ এভাবে নব্বই পর্যন্ত।	عِشْرُوْنَ – تِسْعُوْنَ	৬
أُوْلُوْ الْعَظْمِ ذَوُوْالْعَقْلِ	অধিকারীগণ, ওয়ালাগণ ইত্যাদি অর্থে এ শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়।	أُولُوْا، ذَوُوْا	৭
جَنَّاتٌ، صَالِحَاتٌ	যে শব্দের শেষে ات যুক্ত থাকে।	جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمُ	৮
شَيْخَانِ، جَنَّتَانِ	যে কোনো দ্বিবচনের শব্দ।	مُثَنًّى	৯
كِلَاهُمَا، كِلْتَاهُمَا	উভয়টি, দোনোটি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়	كِلاَ، كِلْتَا	১০
اِثْنَانِ مَنَ الْكِتَابِ	দুই, দুজন ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।	اِثْنانِ، اثْنَتانِ	১১
هُدًى، رُمًى، حُبْلى	যে اسم এর শেষে ألف مقصورة থাকে। [৪২]	اِسْمٌ مَقْصُوْر	১২
أَبُو هُرَيْرَةَ، أَخُوْكَ حَمُوْهُمْ، فُوْالْوَلَدِ ذُوْالْعِلْمِ	যে ছয়টি اسم - فُعَيْلٌ ওযনে না এসে একবচন হয়ে ضمير এর ي ব্যতীত অন্য যে কোনো اسم এর সাথে مضاف হয়ে ব্যবহৃত হয়।	اَلْأَسْمَاءُ السِتَّةُ الْمُكَبَّرَةُ الْمُوَحَّدَةُ الْمُضَافَةُ إِلى غَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ = أَبُوْ، أَخُوْ، فُوْ، حَمُوْ، هَنُوْ، ذُوْ.	১৩
أُسْتَاذِيْ، كِتَابِيْ	جمع المذكر السالم নয় এমন শব্দ যদি ضمير এর ي এর পূর্বে আসে।	غَيْرُ جَمْعِ المذكر السالم مُضَافٌ إِلى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ	১৪
الْقَاضِيْ، الْمَرَامِيْ	যে اسم এর শেষে ي এবং পূর্বে যের থাকে[৪৩]	اِسْمٌ مَنْقُوْصٌ	১৫
طَالِبِيَّ، نَاصِرِيَّ	جمع المذكر السالم এর পূর্বে ضمير এর ي ব্যবহৃত হওয়া।	جَمْعُ المذكر السالم مُضَافٌ إِلى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ	১৬

www.muslimdm.com

---

৪২. এ ألف টি সাধারণত ي এর আকৃতিতে থাকে।

৪৩. اسم منقوص এর শুরুতে ال না থাকলে, সাধারণত শেষে দুযের হয়। যেমন: هَادٍ، رَامٍ، عَالٍ، رَاضٍ

সবক নং ৩৯

إِعْرَابُ الْأَسْمَاءِ এর আলোচনা

إعراب এর পরিচয় :

عَامِل[৪৪]এর কারণে শব্দের শেষাক্ষরের পরিবর্তিত অবস্থাকে إعراب বলা হয়।

⇨ اسم এর হালত বা إعراب তিন প্রকার : رَفع، نَصب، جَر

রফع এর আলামত তিনটি : واو، الف، ضَمَّة

نصب এর আলামত চারটি : كَسْرَة، فَتْحَة، ,أَلِف، يَاء

جر এর আলামত তিনটি : فَتْحَة، كَسْرة، ياء

إعراب দু'ভাবে হয় :

১. ظَاهِرَة বা প্রকাশ্যে (যে إعراب উচ্চারিত হয়)

২. مُقَدَّرَة বা অপ্রকাশ্যে (যে إعراب উচ্চারিত হয় না)

সবক নং ৪০

الْأَسْمَاءُ الْمَرْفُوْعَات[৪৫]এর আলোচনা

<u>নিম্নবর্ণিত ৮ প্রকারের اسم সর্বদা رفع এর হালতে থাকে :</u>

১) فَاعِل ২) نَائِبُ الْفَاعِل ৩) مُبْتَدَأ

---

৪৪. যে كلمة অন্য শব্দের শেষে যের, যবর, পেশ, ياء, ألف, واو এর অবস্থান তৈরি করে তাকে عامل বলা হয়। إعراب ، تَخْفِيْف এবং مَبْنِي এর কারণে শব্দের শেষে হরকত হয়। যেমন: هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ، فَعَلَ.

৪৫. যে اسم গুলো رفع এর হালতে থাকে সেগুলোকে أسماء مرفوعات বলা হয়। مرفوعات শব্দটি جمع غير عاقل হওয়ার কারণে مرفوعة থেকে না হয়ে مرفوع থেকে جمع নেয়া হয়েছে। একইভাবে منصوبات ও مجرورات শব্দদ্বয়।

www.muslimdm.com

১৬ প্রকার اسم ও إعراب

৪) خَبَر   ৫) خَبَرُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا   ৬) اِسْمُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا

৭) اِسْمُ مَا وَ لَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ   ৮) خَبَرُ لَا التِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ

সবক নং ৪১

الأَسْمَاءُ الْمَنْصُوْبَات[৪৬] এর আলোচনা

নিম্নবর্ণিত ১২ প্রকারের اِسْم সর্বদা نَصب এর হালতে থাকে :

১) مَفْعُوْلٌ بِه   ২) مَفْعُوْلٌ مُطْلَق   ৩) مفعول فِيْه   ৪) مفعول لَه

৫) مفعول مَعَه   ৬) حَال   ৭) تَمْيِيْز   ৮) مُسْتَثْنى

৯) اسمُ إنَّ وأَخَوَاتِهَا   ১০) خَبَرُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا

১১) خَبَرُ مَا وَ لَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ   ১২) اِسْمُ لَا التِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ

الأَسْمَاءُ الْمَجْرُوْرَات[৪৭] এর আলোচনা

দু'ধরনের اسم- جر এর স্থানে থাকে:

১) حرف الجار এর পরের اسم, যাকে مَجْرُوْر বলা হয়।   ২) مضاف إليه

সবক নং ৪২+৪৩

এক নজরে ১৬ প্রকার اسم এর বাইশ প্রকার অবস্থান[৪৮]

[৪৬]. যে اسم গুলো نصب এর হালতে থাকে সেগুলোকে أسماء منصوبات বলা হয়।

[৪৭]. যে اسم গুলো جر এর হালতে থাকে সেগুলোকে أسماء مجرورات বলা হয়।

[৪৮]. একটি اسم বাক্যে অবস্থানের দিক থেকে আরবী ভাষায় সর্বোচ্চ বাইশটি পরিচয় ধারন করতে পারে। اسم মূলত ষোল প্রকার। প্রত্যেকটিই বিভিন্ন নামে বাক্যে অবস্থান করতে পারে। যেমন: একজনের নাম হলো আছেম। সে যখন তার মা-বাবার সামনে থাকে তখন তার পরিচয়গত নাম হলো ছেলে। দাদার সামনে থাকলে নাতি। মামার সামনে থাকলে ভাগিনা। এভাবে তার অনেক অবস্থানগত নাম হতে পারে। এ বাইশ প্রকারও, اسم এর অবস্থানগত নাম।

www.muslimdm.com

إعراب ও اسم ১৬ প্রকার

مثال	التعريف	إسم	رقم
	মرفوعات = যে **اسم** গুলো رفع এর إعراب পায়		
التِّلْمِيْذُ مُؤَدَّبٌ	বাক্যের শুরুতে থাকা মূল আলোচ্য শব্দ।	مبتدأ	১
الأُسْتَاذُ مُخْلِصٌ	مبتدأ এর পরবর্তি অংশ	خبر	২
كَرُمَ الصَّامِتُ	যে কাজ করে।	فاعل	৩
فُهِمَ الدَّرْسُ	যে مفعول টি فاعل এর স্থলাভিষিক্ত	نائب الفاعل	৪
إِنَّ التِّلْمِيْذَ جَادٌّ.	إِنَّ ও তার সমজাতীয়দের خبر	خَبَرُإِنَّ وَأَخَوَاتِهَا[৪৯]	৫
كَانَ الأُسْتَاذُ مُخْلِصًا	كان ও তার সমজাতীয়দের مبتدأ	اِسْمُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا	৬
مَا الْمُتَعَلِّمُ كَاسِلاً مُجْتَهِدٌ رَاسِبًا لاَ	لَيْسَ এর অর্থের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থাৎ সাধারণ না বোধকের অর্থ দেয় এমন ما এবং لا এরمبتدأ	اِسْمُ مَا وَ لاَ الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ[৫০]	৭
لا عَاصِيَ ثَابِتٌ مِنَ الطُّلاَّبِ	জাতীবাচক নাবোধক لا এর خبر	خَبَرُ لاَ التي لِنَفْيِ الْجِنْسِ	৮
	منصوبات = যে **اسم** গুলো نصب এর إعراب পায়		
حَفِظْتُ الْحَدِيْثَ	যার ওপর কোনো কাজ পতিত হওয়া বোঝায়।	مَفْعُوْلٌ بِه	৯
أُكْرِمُ النَّاسَ إِكْرَامًا.	উল্লিখিত فعل এর مصدر	مَفْعُوْلٌ مُطْلَق	১০
أَتَهَجَّدُ لَيْلاً.	যে مفعول দ্বারা স্থান বা সময় বোঝায়।	مفعول فِيْه	১১
أَدْرُسُ الْفِقْهَ رِضَاءً لِلّٰهِ.	যে مفعول দ্বারা কারণ বোঝায়।	مفعول لَه	১২
أَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ الْقَارِئَ	"সাথে" অর্থ দেয় এমন واو এর পরবর্তি শব্দ।	مفعول مَعَه	১৩
أَخْدُمُ الْأُسْتَاذَ مُخْلِصًا.	যে শব্দ দ্বারা অবস্থা বোঝায়।	حَال	১৪
لِيْ أَرْبَعُوْنَ طَالِبًا.	যে শব্দ সন্দেহ দূর করে।	تَمْيِيْز	১৫
قَرَأْتُ الصَّفْحَةَ إِلاَّ سَطْرًا	إِلَّا এর পরের শব্দ।	مُسْتَثْنى	১৬
التَّقْلِيْدَ وَاجِبٌ إِنَّ	إِنَّ ও তার সমজাতীয়দের مبتدأ	اسمُ إِنَّ وأَخَوَاتِهَا	১৭
الأُسْتَاذُ مُخْلِصًا كَانَ	كان ও তার সমজাতীয়দের خبر	خَبَرُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا	১৮
مَا الْمُتَعَلِّمُ كَاسِلاً لاَ مُجْتَهِدٌ رَاسِبًا	لَيْسَ এর অর্থের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ما এবং لا এর خبر	خَبَرُ مَا وَ لاَ الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ	১৯
لا عَاصِيَ ثَابِتٌ مِنَ الطُّلاَّبِ	জাতীবাচক নাবোধক لا এর مبتدأ	**اسم** لَا اَلَّتِيْ لِنَفْيِ الْجِنْسِ	২০
	مجرورات = যে **اسم** গুলো جر এর إعراب পায়		
فِيْ قَلْبِ الطَّالِبِ تَوَاضُعٌ.	**اسم** এর পরের حرف الجار	مَجْرُوْر	২১
غُرْفَةُ الطُّلاَّبِ نَظِيْفَةٌ	مضاف এর পরবর্তি শব্দ।	مُضَافٌ إِلَيْهِ	২২

৪৯. إخوانه না বলে أخواتها বলার কারণ হলো, এখানে إِنَّ শব্দটি নিজস্ব অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে একটি শব্দ তথা **اسم** হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই এর সাথে **مؤنث** নেয়া হয়েছে।

৫০. المشبهتين শব্দটি ما এবং **لا** এর **صفة** হওয়ার কারণে **مجرور** হয়েছে।

সবক নং ৪৪

১৬ প্রকার اسم এর ৯ প্রকার إعراب এর নমুনা

جر হবে	نصب হবে	رفع হবে	نوع الاسم
الكَسْرَة ـــِ দ্বারা	اَلْفَتْحَة ـَ দ্বারা	اَلضَّمَّةُ ـُ দ্বারা	مفرد،جمع مكسر
اَلْيَاءُ قَبْلَهَا فَتْحَة يْ এর পূর্বে যবর দ্বারা		الألف(ا) দ্বারা	اَلْمُثَنَّى –اِثْنَانَ– اِثْنَتَانِ –كِلاَ– كِلْتَا
اَلْيَاءُقَبْلَهَاكَسْرَةٌ يْ এর পূর্বে যের দ্বারা		الواو (و) দ্বারা	جمع المذكر السالم أولو، ذَوُوا، عشرون – تسعون
الكَسْرَة ـِ দ্বারা		اَلضَّمَّةُ ـُ দ্বারা	جمع المؤنث السالم
اَلْفَتْحَة দ্বারা		اَلضَّمَّةُ দ্বারা	غير المنصرف
ي দ্বারা	الألف দ্বারা	و দ্বারা	الأَسْمَاءُ السِّتَّةُ الْمُكَبَّرَةُ
كسرة مُقَدَّرَة উহ্য যের দ্বারা	فتحة مُقَدَّرَة উহ্য যবর দ্বারা	ضمة مُقَدَّرَة উহ্য পেশ দ্বারা	اِسْمُ مَقْصُوْر– غَيْرُ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَالِمُ مُضَافٌ إلى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ
كسرة مُقَدَّرَة উহ্য যের দ্বারা	فَتْحَة ظَاهِرَة প্রকাশ্য যবর দ্বারা	ضمة مُقَدَّرَة উহ্য পেশ দ্বারা	اِسْمُ مَنْقُوْص
اَلْيَاءُ قَبْلَهَا كَسْرَة يْ এর পূর্বে যের দ্বারা		وَاو مُقَدَّرَة উহ্য واو দ্বারা	جمع المذكر السالم المضاف إلى ياء المتكلم

www.muslimdm.com

সবক নং ৪৫

১৬ প্রকার اسم এর ৯ প্রকার إعراب এর নমুনা

جر হবে	نصب হবে	رفع হবে	نوع الاسم
الكَسْرَة ـِ দ্বারা	اَلْفَتْحَة ـَ দ্বারা	اَلضَّمَّةُ ـُ দ্বারা	(مفرد منصرف صحيح , جاري مجري الصحيح)= مفرد،جمع مكسر
هذَا دُكَّانُ الْقَلَمِ دُعَاءُ الأَنْبِيَاءِ مُسْتَجَابٌ.	أَخَذْتُ الْقَلَمَ اللّٰهُ يَعْصِمُ الأنبياءَ	القلمُ جديدٌ. الأَنْبِيَاءُ مُعْصُوْمُوْنَ.	
اَلْيَاءُ قَبْلَهَا فَتْحَة يْ এর পূর্বে যবর দ্বারা		الألف(ا) দ্বারা	اَلْمُثَنَّى – اِثْنَانَ– اِثْنَتَانِ – كِلاَ– كِلْتَا
غُرْفَةُ التِّلْمِيْذَيْنِ كِلَيْهِمَا جَمِيْلَةٌ.	نَصَرْتُ التِلْمِيْذَيْنِ كِلَيْهِمَا.	اَلتِّلْمِيْذَانِ مُجِدَّانِ كِلاَهُمَا.	
اَلْيَاءُقَبْلَهَاكَسْرَةٌ يْ এর পূর্বে যের দ্বারা		الواو (و) দ্বারা	جمع المذكر السالم أولو عشرون – تسعون
رَحِمَ اللّٰهُ على الْمُعَلِّمِيْنَ أُوْلِيْ العَظْمِ سَبْعِيْنَ سَنَةً.	أُعَظِّمُ الْمُعَلِّمِيْنَ أُوْلِيْ العَظْمِ سَبْعِيْنَ سَنَةً.	اَلطَّالِبُوْنَ أُوْلُوْ الجِدِّ. هُمْ عِشْرُوْنَ طَالِبًا. اَلْمُعَلِّمُوْنَ مُحْتَرِمُوْنَ.	
الكَسْرَة দ্বারা		اَلضَّمَّةُ দ্বারা	جمع المؤنث السالم
حُجْرَةُ الْمُؤْمِنَاتِ جَمِيْلَةٌ.	وَجَدْتُ الْمُؤْمِنَاتِ .	اَلْمُؤْمِنَاتُ صَادِقَاتٌ.	
اَلْفَتْحَة দ্বারা		اَلضَّمَّةُ দ্বারা	غير المنصرف
السَّلاَمُ على أَحْمَدَ	دَعَوْتُ أَحْمَدَ	أَحمَدُ عَالِمٌ .	
ي দ্বারা	الألف দ্বারা	و দ্বারা	الأَسْمَاءُ السِّتَّةُ الْمُكَبَّرَةُ / الأَسْمَاءُ الْخَمْسَة
أَحْسِنْ بِأَبِيْكَ.	اِحْتَرِمْ أَبَاكَ.	أَبُوْكَ عَالِمٌ.	
كسرة مُقَدَّرَة উহ্য যের দ্বারা	فتحة مُقَدَّرَة উহ্য যবর দ্বারা	ضمة مُقَدَّرَة উহ্য পেশ দ্বারা	اِسْم مَقْصُوْر– غَيْرُ جَمْعِ الْمُذَكَّر السَالِمُ مُضَافٌ إلى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ
هذَا بَيْتُ الْهُدَى	وَجَدْتُ بُشْرى.	هذِه ذِكْرَى.	

www.muslimdua.com

منصوبات ও ضمير، غير منصرف، نواسخ

نوع الاسم	রفع হবে	نصب হবে	جر হবে
	مِرْوَحَتِيْ جَيِّدَةٌ.	حَفِظْتُ قَلَمِيْ.	لا أَتَّكِأُ على كِتَابِيْ.
اِسْمُ مَنْقُوْص	ضمة مُقَدَّرَة উহ্য পেশ দ্বারা	فَتْحَة ظَاهِرَة প্রকাশ্য যবর দ্বারা	كسرة مُقَدَّرَة উহ্য যের দ্বারা
	عَدَلَ الْقَاضِيْ.	رَأَيْتُ الْقَاضِيَ.	ذَهَبْتُ إِلى الْقَاضِيْ.
جمع المذكر السالم المضاف إلى ياء المتكلم	مُقَدَّرَة উহ্য واو দ্বারা	اَلْيَاءُ قَبْلَهَا كَسْرَة يْ এর পূর্বে যের দ্বারা	اَلْيَاءُ قَبْلَهَا كَسْرَة يْএর পূর্বে যের দ্বারা
	هؤُلَاءِ طَالِبِيَّ.	هَذَّبْتُ طَالِبِيَّ.	دَعَوْتُ لِطَالِبِيَّ.

www.muslimdm.com

এসো আরবি শিখি, খ.৩, পৃ. ১৪ - পুরো কিতাব

এসো আরবি শিখি, খ. ১, পৃ. ৩৫

مثنى - খ. ২, পৃ. ১৪৮

গাড়ির জন্য চালক যেমন,

জীবন গড়ায় মুরব্বী তেমন।

এক বান্দা

সবক নং ৪৬

ضمير (Pronoun) এর আলোচনা

ضمير এর পরিচয় :

যা নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাকে ضمير বলা হয়। যেমন:

هُوَ هُمَا هُمْ هِيَ هُمَا هُنَّ أَنْتَ أَنْتُمَا أَنْتُمْ أَنْتِ أَنْتُمَا اَنْتُنَّ اَنَا نَحْنُ كَ كُمَا كُمْ كِ كُمَا كُنَّ يَ نَا هِ هِ هَا

বাক্যে অবস্থানের দিক থেকে ضمير মোট পাঁচ প্রকার :

১. ضَمِيْرٌ مَرْفُوْعٌ مُتَّصِل

২. ضَمِيْرٌ مَرْفُوْعٌ مُنْفَصِل

৩. ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ مُتَّصِل

৪. ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ مُنْفَصِل

৫. ضَمِيْرٌ مَجْرُوْرٌ مُتَّصِل

⇨ فعل এর ضمير দু'প্রকার :

১. ضمير بارز (বার ছীগার আলমত)

২. ضمير مُسْتَتِر (দুছীগার পূর্বে اسم থাকলে ভেতরের هو/هي এবং তিন বহছের তিন ছীগাহ্ = تَفْعَلُ, أَفْعَلُ, نَفْعَلُ.)

সবক নং ৪৭

⇨ هُمْ هُمَا هُنَّ[৫১]এ যমীরগুলো কোনো শব্দের পূর্বে আসলে ضَمِيْر مُنْفَصِل আর পরে আসলে ضَمِيْر مُتَّصِل হবে। যেমন : هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. أولئك على هدًى مِنْ رَبِّهِمْ.

⇨ هو،هى،أنت،أنتما،أنتم،أنتِ،أنتنَّ،أنا،نحن এ ضمير গুলো শব্দের আগে পরে যেখানেই থাকবে, সর্বদা مُنْفَصِل হবে। কখনও مُتَّصِل হবে না।

যেমন : اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ

[৫১]. এ তিনটি ضمير এর পূর্বে যের অথবা يْ (ইয়া সাকিন) হলে সাধারণত هـ বর্ণে যের হয়।

www.muslimdm.com

⇨ كَ،كُمَا،كُمْ، كِ، كُمَا،كُنَّ، يَ، نَا، ه، هَا. এগুলো সাধারণত منفصل হয় না। এগুলোকে مُنْفَصِل করতে হলে এগুলোর পূর্বে সর্বদা إِيَّا যোগ করতে হয়।

যেমন: إِيَّاكَ نَعْبُدُ. وَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنَ. أَنْ لاَتَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاه.

সবক নং ৪৮

◘ اسم الإشارة এর পরের ضمير সর্বদা ضمير منفصل হবে।

যেমন: أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

◘ ضمير যদি رفع এর স্থানে আসে তাকে ضمير مرفوع বলা হয়।

যেমন: هو نصرني এখানে هو শব্দটি مبتدأ হয়ে رفع এর স্থানে আসার কারণে তা ضمير مرفوع হয়েছে।

◘ نصب এর স্থানে আসলে তাকে ضمير منصوب বলা হয়। যেমন : نصرته এখানে ه শব্দটি مفعول হয়ে نصب এর স্থানে আসার কারণে তা ضميرمنصوب হয়েছে।

◘ جر এর স্থানে আসলে তাকে ضمير مجرور বলা হয়। যেমন : كتابهم এখানে هم শব্দটি مضاف إليه হয়ে جر এর স্থানে আসার কারণে তা ضمير مجرور হয়েছে।

মনে রাখতে হবে:

فعل এর فاعل যেমন ضمير বা اسم ظاهر হয়, তেমনি شبه الفعل এর فاعل ও ضمير বা اسم ظَاهر হয়। যেমন: فَيْضُ الله دَارِسٌ كِتَبًا. (ফয়যুল্লাহ্ কিতাব পড়ছে।) এ বাক্যে دارس - شبه الفعل এর মধ্যে هو যমীর অবস্থিত। فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (তার অন্তর পাপী) ।

এসো আরবি শিখি, খ. ১, পৃ. ৩৪-৩৭. খ. ২, পৃ. ৩৫-৩৭।

www.muslimdm.com

সবক নং ৪৯

الْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ এর আলোচনা

مَعَانِيْ الْحُرُوْفِ الْمُشَبَّهَةِ بِالْفِعْلِ:

যে / নিশ্চয় (মাঝে)	أَنَّ	নিশ্চয় (প্রথমে)	إِنَّ
যদি (সম্ভব, অসম্ভব)	لَيْتَ	যেন, মতো	كَأَنَّ
সম্ভবত (সম্ভব)	لَعَلَّ	কিন্তু (দু'বাক্যের মাঝে)	لٰكِنَّ

مبتدأ এবং خبر এর পূর্বে إِنَّ আসলে مبتدأ কে اسم إن এবং خبر কে خبر إنّ বলা হয়। এগুলো সর্বদা مبتدأ ও خبر এর পূর্বে ব্যবহৃত হয়। এভাবে اِسْمُ لَيْتَ

خَبَرُ لَيْتَ এবং اِسْمُ لَعَلَّ خَبَرُ لَعَلَّ হয়।

◘ এগুলো مبتدأ কে نصب দেয় এবং خبر কে رفع দেয়।

www.muslimdm.com

সবক নং ৫০

নিম্নের উদাহরণ থেকে الْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ এর আমল বোঝার চেষ্টা করো:

إِنَّ التِّلْمِيْذَ مُجْتَهِدٌ.	اَلتِّلْمِيْذُ مُجْتَهِدٌ
নিশ্চয় ছাত্রটি পরিশ্রমী	**ছাত্রটি পরিশ্রমী**
كَأَنَّ الْمُعَلِّمِينَ مُرَبُّوْنَ	اَلْمُعَلِّمُوْنَ مُرَبُّوْنَ
শিক্ষকগণ যেন অভিভাবক	**শিক্ষকগণ অভিভাবক**

لَعَلَّ الرَّجُلَيْنِ مُخْلِصَانِ	اَلرَّجُلَانِ مُخْلِصَانِ
সম্ভবত লোক দু'জন একনিষ্ঠ	**লোক দু'জন একনিষ্ঠ**
ليتَ الطَّالِبِيْنَ مُؤَدَّبُوْنَ	الطَّالِبُوْنَ مُؤَدَّبُوْنَ
ছাত্ররা যদি ভদ্র হতো	**ছাত্ররা ভদ্র**

⇨ এ হরফগুলোর পর اَلْكَافَّة ما আসলে এগুলোর عمل বাতিল হয়ে যায়।   যেমন : إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. إِنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ.

এসো আরবি শিখি, খ. ২, পৃ. ৫৯-৬০

لا النافية للجنس হরফ টি حروف مشبهة بالفعل এর মতো مبتدأ কে نصب এবং خبر কে رفع দেয়। لا এর اسم সর্বদা نكرة হবে । উদাহরণ: لا إكراهَ (ثابتٌ) في الدين

www.muslimatm.com

সবক নং ৫১

الْأَفْعَال النَّاقِصَة এর আলোচনা

مَعَانِي الْأَفْعَالِ النَّاقِصَة :

যতক্ষন	مَادَامَ	হল (দ্বি-প্রহরে)	أَضْحَى	ছিল, থাকে, হয়েছে	كَانَ
সর্বদা	مَا بَرِحَ	হল (দিনে)	ظَلَّ	হল (রূপের পরিবর্তন)	صَارَ
সর্বদা	مَا انْفَكَّ	হল (রাতে)	بَاتَ	হল (সকালে)	أَصْبَحَ
সর্বদা	مَازَالَ	সর্বদা	مَا فَتِئَ	হল (বিকালে)	أَمْسَى
নয়/নেই	لَيْسَ				

مبتدأ এবং خبر এর পূর্বে كان আসলে مبتدأ কে اسم كَانَ এবং خبر কে خَبَرُ كَانَ বলা হয়। এগুলো সর্বদা مبتدأ ও خبر এর পূর্বে ব্যবহৃত হবে। এভাবে

اسم صَارَ خَبَرُ صَارَ. اسم أَصْبَحَ خَبَرُ أَصْبَحَ. اسم مافتي خبر مافتي. اسم مابرح خبر مابرح

সবক নং ৫২

⊡ এগুলো مبتدأ কে رفع দেয় এবং خبر কে **نصب** দেয়।

নিম্নের উদাহরণ থেকে **أَلْأَفْعَال النَّاقِصَة** এর আমল বোঝার চেষ্টা করো।

كَانَ التِّلْمِيْذُ ذَكِيًّا	اَلتِّلْمِيْذُ ذَكِيٌّ
ছাত্রটি মেধাবী ছিলো	ছাত্রটি মেধাবী
صَارَ الْمُعَلِّمُوْنَ مُرَبِّيْنَ	اَلْمُعَلِّمُوْنَ مُرَبُّوْنَ
শিক্ষকগণ অভিভাবক হয়ে গেলেন	শিক্ষকগণ অভিভাবক
أَصْبَحَ الرَّجُلَانِ مُخْلِصَيْنِ	اَلرَّجُلَانِ مُخْلِصَانِ
লোক দু'জন একনিষ্ঠ হয়ে গেলো	লোক দু'জন একনিষ্ঠ
ظَلَّتِ الْقُمُوْصُ لِبَاسَ الْمُتَّقِيْنَ	الْقُمُوْصُ لِبَاسُ الْأَنْبِيَاء
গোল জামা অল্লাহ্‌ভীরুদের পোষাক হয়ে গেলো	গোল জামা নবীদের পোষাক

www.muslimdm.com

সবক নং ৫৩

➪ **كان শব্দটি যখন 'অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব লাভ করা' অর্থ বোঝাবে, তখন كان শব্দটি فعل ناقص না হয়ে فعل تام হবে।** যেমন: কেউ বললো -একটি রাস্তা হলো। এর অর্থ হলো; ইতিপূর্বে কোনো রাস্তা ছিল না, এখন হয়েছে। তাই এর আরবী হবে **كان الطريقُ** - তখন **كان** এর কোনো **خبر** হবে না। এখানে **كان** শব্দটি[৫২] **فعل تام** এবং **الطريق** শব্দটি **فاعل** হয়েছে।

যেমন: كَانَ الْوَلَدُ. كَانَ الْمَطَرُ كَانَتِ الْبِنْتُ. كَانَتِ المدْرَسَةُ.

[৫২]. যে সকল **فعل** বাক্যে ব্যবহৃত হতে **خبر مبتدأ** এর কোনো প্রয়োজন হয় না, সেগুলোকে **فعل تام** বলা হয়। আর যে সকল **فعل** বাক্যে ব্যবহৃত হতে **مبتدأ خبر** এর প্রয়োজন হয়, সেগুলোকে **فعل ناقص** বলা হয়।

সবক নং ৫৪

✻ بَاتَ, ظَلَّ, أَضْحى, أَمْسى, أَصْبَحَ সহ যে কোনো فعل ناقص এর পর مبتدأ خبر পাওয়া গেলে তাকে فعل ناقص বলা হবে। যেমন: اَلْعُلَمَاءُ الرَّبَّانِيُّوْنَ لاَيَزَالُوْنَ قَائِمِيْنَ على الْحَقِّ.

অন্যথায় فعل تام বলা হবে। যেমন: فَسُبْحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ و حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ. (যখন তোমরা বিকালে এবং সকালে আল্লাহ্‌র তাসবীহ্‌ পাঠ করো) এখানে تُمْسُوْنَ শব্দটির পর مبتدأ خبر না থাকার কারণে فعل ও فاعل হয়েছে।

مَازَالَ مَابَرِحَ مَاانْفَكَّ مَادَامَ مافَتِيَ এ পাঁচটি فعل এর জন্য শর্ত হলো, এগুলোর পূর্বে لا ما যে কোনো একটি حرف نفي থাকতে হবে।

সবক নং ৫৫

<u>মনে রাখতে হবে:</u>

الأفعال الناقصة দ্বারা শুধু এগুলোই উদ্দেশ্য নয়। বরং এ فعل থেকে নির্গত সকল রূপান্তরই এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যমন: لَيْسُوْا سَوَاءً এ বাক্যে لَيْسَ থেকে لَيْسُوْا রূপান্তরিত হয়েছে। তাই لَيْسُوْا এর واو টি হলো اسم ليس আর سواء টি হলো خبر ليس - অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে أَوْصَانِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا. এখানে مادام থেকে

مَادُمْتُ ব্যবহৃত হয়েছে। তাই تُ হলো اسم مادام এবং حَيًّا হলো خبر مادام

নিম্নের ছকটি বোঝার চেষ্টা করো:

এসো আরবি শিখি, খ. ২, পৃ. ৬১-৬২, খ. ৩, পৃ. ৫৭-৫৮

الأفعال الناقصة	الحروف المشبهة بالفعل
كَانَ اللهُ عَلِيْمًا.	إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ.
ليستِ المدرسةُ مُغْلَقَةً.	كَأَنَّ المدرسةَ مُغْلَقَةٌ.
أَصْبَحَ الْمُسْلِمُوْنَ مُفْلِحِيْنَ.	لَعَلَّ الْمُسْلِمِيْنَ مُفْلِحُوْنَ.

ما، لا، إن এই তিনটি হরফ فعل ناقص এর মতো مبتدأ কে نصب এবং خبر কে رفع দেয়। যেমন: <u>ما هَذا بشرا</u> وقلن حاش لله

বি. দ্র. কোনো فعل এর পূর্বে كان আসলে উহ্য هو হবে তার اسم كان । فعل টি হবে خبر كان । বাকি ১২ ছিগার আলামত হবে اسم كان । فعل টি হবে خبر كان যেমন: كان يقرأ ــــ كُنتَ تقرأ

এসো আরবি শিখি, খ. ২, পৃ. ৬১-৬২

www.muslimdm.com

সবক নং ৫৬

غَيْرُ مُنْصَرِفٍ/ اَلْمَمْنُوْعُ مِنَ الصَّرْفِ/ مَنْعُ الصَّرْف

غَيْرُ مُنْصَرِف এর পরিচয় :

যে শব্দে **غير منصرف** এর নয় সবব থেকে দু'টি সবব অথবা দু'সববের স্থলাভিষিক্ত এমন এক সবব পাওয়া যায়, তাকে **غير منصرف** বলা হয়[৫৩]।

সহজে চেনার উপায় :[৫৪]

১. কোনো মহিলার নাম হওয়া। زَيْنَب. عَائِشَة. بَرِيْرَة. مَرْيَم. مَارِيَةُ شَرِيْفَة.

২. পুরুষের নামের শেষে ة হওয়া। مُعَاوِيَة. سَارِيَة. طَلْحَة. عُرْوَة. قُتَيْبَة. حُذَيْفَة.

৩. দুই اسم মিলে একটি নির্দিষ্ট নাম হওয়া। যেমন: চাঁদপুর, হাজীগঞ্জ। جَادْفُوْر. حَاجِيْ غَنْج. هَاتِرْجِيل. جَتْرَابَارِي.

৪. কোনো عَلَم শব্দ فُعَلُ ওযনে হওয়া। যেমন: عُمَر ও زُفَر নাম দু'টি।

৫. কোনো اسم শব্দ فعل এর ওজনে আসা। যেমন: يَزِيْد. أَحْمَد. أَشْرَف. أَكْرَم.

৬. কোনো স্থানের নাম বোঝানো। যেমন: مصر، عراق

৬. فَعَالِلُ. فَعَالِيْلُ. فَعَالٌّ. কোনো শব্দ এ তিন ওযনের কোনো এক ওযনে আসা। যেমন: مَصَابِيْحُ. عَوَاصِمُ. عَوَامُّ.

www.muslimdm.com

---

৫৩. এক সবব দু'সববের স্থলাভিষিক্ত এমন সবব হলো : কোনো اسم এ ألف ممدودة বা ألف مقصورة হওয়া এবং কোনো جمع এর শব্দ فَعَالِلُ، فَعَالِيْلُ، فَعَالٌّ এর ওযনে আসা।

৫৪. আরো কিছু **غير منصرف** :

১. عُزَيْرٌ، هُوْدٌ، لُوْطٌ، نُوحٌ، صَالِحٌ، مُحَمَّدٌ، شِيْثٌ، شُعَيْبٌ এ আটজন নবী ব্যতীত সকল নবীর নাম।

যেমন: إِبْرَاهِيْم, إِسْمَاعِيْل, مُوْسى, هَارُوْن, عِيْسى, دَاوُوْد, سُلَيْمَان

২. نَكِيْرٌ, مُنْكَرٌ, مالكٌ এ তিনজন ফেরেশ্‌তা ব্যতীত সকল ফেরেশতার নাম।

যেমন: جِبْرَائِيْل, مِيْكَائِيْل, عَجْرَائِيْل, إِسْرافِيْل, هَارُوْت, مارُوْت

৩. مَأْجُوْج, يَأْجُوْج, هَامَان, قَارُوْن, فِرْعَوْن, إِبْلِيْس এ শব্দগুলো।

সবক নং ৫৭

নয় সবব ও তার পরিচয় :

১. عَدْلٌ	২. وَصْف	৩. تأنِيْث
৪. عَلَم	৫. عُجْمَة	৬. جَمْع
৭. تَرْكِيْب	৮. وَزْنُ الْفِعْلِ	৯. الأَلِف وَ النُوْن الزَائِدَتَان

www.muslimdm.com

১. عَدْل : কোনো শব্দ অর্থ পরিবর্তন না করে একরূপ হতে অন্য রূপে পরিবর্তন হওয়া। যেমন: **ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ** (তিন তিন) শব্দ থেকে / **مَثْلَثُ** **ثُلَاثُ** অর্থও তিন তিন। **مَثْلَثُ** শব্দটি **ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ** থেকে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে কিন্তু অর্থ পরিবর্তিত হয়নি। **مَثْلَثُ** শব্দের মধ্যে দু'সবব হলো- **وصف** এবং **عدل**

মনে রাখতে হবে : কোনো সংখ্যা **فُعَالُ** / **مَفْعَلُ** ওযনে আসলে তা **وصف** হয়।

সবক নং ৫৮

২. وَصْف : সাধারণত **اسم تفضيل** এর ছীগাকে বোঝানো হয়। যেমন : **أَنْصَرُ** শব্দে দু'টি সবব হল : **وصف** এবং **وزن الفعل**

৩. مُؤَنَّث হওয়া। গোল তা (ة) যুক্ত শব্দ **غير منصرف** হওয়ার জন্য শর্ত হল **علم** হওয়া।

লক্ষণীয় :

أَلِف مَقْصُوْرَة ও **أِلف مَمْدُوْدَة** বিশিষ্ট **مؤنث** শব্দ **غير منصرف** এর সবব হওয়ার জন্য শর্ত হলো **أَلِف** এর পূর্বে মূল তিন অক্ষর থাকা। যেমন : **سَوَاءٌ** শব্দটি **غير منصرف** হবে না। কেননা এতে **ألف** এর পূর্বে তিন অক্ষর নেই। আবার **أَسْمَاء** শব্দটিও **غير منصرف** হবে না। কেননা এখানে **ألف** এর পূর্বে মূল তিন অক্ষর নেই। **أسماء** শব্দের **أ** টি মূল অক্ষর নয়।

সবক নং ৫৯

৪. عَلَم : যা নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানকে বোঝায়।

যেমন: যে কোনো মানুষ, দেশ, প্রতিষ্ঠানের বা সংগঠনের নাম হওয়া।

৫. عُجْمَة তথা অনারবী **علم** শব্দ আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হওয়া।

যেমন: إبراهيم. إِسْمَاعيل. بَنْجَلاَدِيْش. فِلَسْطِيْن.

৬. جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوْع তথা কোনো جمع- **فَعَالُّ. فَعَالِيْلُ، فَعَالِلُ** এ তিন ওযনের কোনো এক ওযনে হওয়া। যেমন: **عَوَامُّ، مَصَابِيْح، مَقَاعِد**

সবক নং ৬০

৭. تَرْكِيْب তথা দুটি **اسم** মিলে একটি নাম হওয়া।

যেমন : গাজী + পুর= গাজীপুর। بُوْر + غَازِيْ = غَازِيْ بُوْر

৮. وَزْنُ الْفِعْل তথা কোনো **اسم** কে **فعل** এর ওযনে ব্যবহার করা। যেমন: **أَحْمَد، يَزِيْد، أَشْفَق**

৯. أَلِف وَ نُوْن الزَّائِدَتَان তথা **اسم** এর তিন অক্ষর শেষে অতিরিক্ত **ألف و نون** থাকা। যেমন : مَرْوَان . عِمْرَان. لُقْمَان. حَسَّان. أَفْنَان. عُثْمَان. نُعْمَان. عَفَّان.

■ **তবে قُرْآن এবং بُرْهَان শব্দদ্বয়ের ان টি অতিরিক্ত নয়।**

⇨ **غير منصرف কখনো مضاف হলে বা এর শুরুতে ال আসলে তা منصرف এর মতো ব্যবহৃত হবে।** যেমন : فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْم. هٰذِه خُطْبَةُ الْمَجَالِسِ.

সবক নং ৬১

اَلْمَنْصُوْبَات এর আলোচনা :

مفعول مُطْلَق এর বিবরণ :

www.muslimdm.com

مفعول مُطْلَق: مُطْلَق অর্থ সাধারণ। বাক্যে পূর্বোল্লেখিত **فعل** এর مَصْدَر কে বা مَصْدَر এর অর্থে ব্যবহৃত অন্য **مصدر** কে **مفعول مطلق** বলা হয়।

যেমন: إِنَّ اللّٰهَ لَايَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا. وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسى تَكْلِيْمًا.

সবক নং ৬২

مَفْعُوْل مُطْلَق তিন অর্থে ব্যবহৃত হয় :

১. تَأْكِيْد   ২. نَوْع   ৩. عَدَد

১. যখন হুবহু **مصدر** অথবা **مصدر** এর অর্থে ব্যবহৃত অন্য **مصدر** হবে তখন **تأكيد** এর অর্থ দিবে। যেমন : أَنْصُرُ التَّلَامِيْذ نَصْرًا/ عَوْنًا.

২. যখন مَصْدَر টি **موصوف** বা **مضاف** হবে তখন نَوْع তথা কাজের ধরণ বোঝাবে। যেমন : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا **جُبَيْرٌ تفقَّهَ الكتب** تَفَقُّهًا.

সবক নং ৬৩

⇨ **ثلاثي مجرد** থেকে فِعْلَة ওযনে **مضاف** হয়ে ব্যবহৃত হলে نَوْع এর অর্থ দেয়।

যেমন : دَرَسْتُ الْكِتَابَ دِرْسَةَ الْمُعَلِّمِ (শিক্ষকের মতো কিতাব পড়েছি)

⇨**مضاف** হয়ে نَوْع এর অর্থ বোঝালে অনুবাদের সময় مَصْدَر এর অর্থ হবে 'মতো'।

৩. যখন **مصدر** এর শেষে গোল (ة) হবে এবং **موصوف** / **مضاف** হবে না, তখন **عدد** তথা সংখ্যার অর্থ দেবে। যেমন: اِجْتَنَبْتُ الْمَعَاصِيَ اِجْتِنَابَةً/اِجْتِنَابَتَيْنِ/اِجْتِنَابَاتٍ (আমি পাপ হতে একবার / দু'বার / বহুবার বিরত থেকেছি)

সবক নং ৬৪

⇨ **ثلاثی مجرد** থেকে فَعْلَة ওযনে এসে عَدَد তথা সংখ্যার অর্থ দিবে।

যেমন : دَرَسْتُ الكتاب دَرْسَةً (একবার কিতাব পড়েছি)

নিম্নের **اسم** গুলো সাধারণত **مفعول مطلق** হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয় :

www.muslimdm.com

পবিত্রতা	سُبْحَانَ [৫৫]	ও	أَيْضًا	হঠাৎ	بَغْتَةً
নিশ্চিত	يَقِيْنًا	বিপরীত	خِلَافًا	সত্যিকারে	حَقًّا
অনেক	كَثِيْرًا	সত্য	صِدْقًا	অনেক	جَمًّا
নিশ্চিত	اَلْبَتَّةَ	আত্মতৃপ্তি	رَغَدًا	অতি উত্তম	جَيِّدًا
উদাহরণত	مَثَلاً	দয়া করে	فَضْلاً	খুব/ অনেক	جِدًّا
আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই	مَعَاذَ اللهِ	প্রশংসা	حَمْدًا	ধ্বংস	تَبًّا
		পান করান	سَقْيًا	ধন্যবাদ	شُكْرًا

www.muslimdm.com

সবক নং ৬৫

مفعول له এর আলোচনা :

له এর অর্থ হলো ‘উহার জন্য’। যে **اسم** দ্বারা **فعل** সংঘঠিত হওয়ার কারণ বোঝায় তাকে **مفعول له** বলা হয়। যেমন : **نصرْتُ التَلَاميذ تَعْلِيْمًا** (আমি ছাত্রদেরকে শেখানোর জন্য সাহায্য করেছি)

مفعول له চেনার সহজ উপায় :

বাক্যে ব্যবহৃত **فعل** এর **مصدر** ব্যতীত অন্য **مصدر** ভিন্ন অর্থে বাক্যের মাঝে বা শেষে **نكرة** হয়ে আসা। যেমন : **يَتَفَقَّهُ نَجْمُ الإِسْلَامِ فِيْ الدِّيْنِ رِضَاءً لِلّٰهِ** (নাজমুল ইসলাম দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য।)

৫৫. এর মূল রূপ হল, أُسَبِّحُ اللهَ سُبْحَانَه.

সবক নং ৬৬

مفعول فيه এর আলোচনা :

فيه এর অর্থ 'উহার মধ্যে'। যে **مفعول** দ্বারা কাজের স্থান বা সময় বোঝায় তাকে **مفعول فيه** বলা হয়[৫৬]। যেমন: **لَا تَمْشِ عَلى الطَرِيْقِ لَيْلًا** (তুমি রাতে রাস্তায় চলবে না) কোনো **اسم** যদি **مفعول فيه** এর প্রতি **مضاف** হয়, তাহলে তা **مفعول فيه** এর **إعراب** পাবে। যেমন : **قرأت القرآن كُلَّ اللَّيْلِ** **يُطِيْعُ حِفْظُ الرَّحْمنِ أُسْتَاذَه كُلَّ الْحَيَاةِ**.

www.muslimdm.com

[৫৬]. স্থান বা সময়বাচক যে শব্দের মাঝে **فِيْ** এর অর্থ আছে তাকেই **مفعول فيه** বলা হয়। যেমন: **اَلْيَوْمُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ.** এ বাক্যে **يوم** শব্দটির মধ্যে **في** এর অর্থ নেই, তাই এখানে **يوم** শব্দটি **مفعول فيه** হবে না।

সবক নং ৬৭

নিম্নের ظرف গুলো مبني

أسماء الظروف المبنية							
যখন,কখন	مَتَى	যেখানে	أَيْنَ	নিকটে	لَدَى	থেকে	لَدُنْ
যেভাবে	أَنَّى	এখানে	هُنَا	পূর্বে পরে	بَعْدُ / قَبْلُ مضاف إليه উল্লেখ না থাকলে	এখন	اَلْآنَ
কখনো	قَطُّ	সাথে	مَعَ			সেখানে	ثَمَّ
যেখানে	حَيْثُ	যখন , কখন	أَيَّانَ				
এখনো	لَمَّا	যখনি	كُلَّمَا	যখন	إِذَا	যখন	إِذْ

www.muslimdm.com

সবক নং ৬৮

নিম্নের শব্দগুলো সাধারণত مفعول فيه হয় :

এখানে	هٰهُنَا	বিলম্বে	آجِلاً	শুরু এবং শেষ	أَوَّلَه وَ آخِرَه
পুনরায়	تَارَةً	মোটেও	أَصْلاً	একবার	مَرَّةً
কখনও	قَطُّ	সকালে	أَصِيْلاً	সর্বদা	أَبَدًا
দ্বিপ্রহরে	ضُحًى	প্রথমে	أَوَّلاً	একদা	بَيْنَمَا
পিছনে	وَرَاءَ	দিকে	تِلْقَاءَ	সকালে	بُكْرَةً
সাথে	مَعًا	রাতে	بَيَاتًا	একটু আগে	آنِفًا

দিন	يَوْمًا	সকালে	صَبَاحًا	স্বল্প	قليلا

সবক নং ৬৯

مفعول معه এর আলোচনা

معه এর অর্থ 'উহার সাথে'। যে واو টি "সাথে" অর্থ দেয় এমন واو এর পরে যে اسم আসে তাকে مفعول معه বলা হয়[৫৭]। যেমন: جَلَسَ التِّلْمِيْذُ وَ الْجِدَارَ. (ছাত্রটি বসেছে দেয়ালের সাথে).قَرَأْتُ الْحَدِيْثَ وَ الْأُسْتَاذَ (আমি হাদীসখানা পড়েছি শিক্ষকের সাথে)

সবক নং ৭০

مفعول به (Object) এর আলোচনা

به অর্থ যার মাধ্যমে। যা ব্যতীত কাজ অস্তিত্বে আসবে না। যার ওপর কর্তার হ্যাঁ বোধক বা না বোধক কর্ম অর্পিত হয় তাকে مفعول به বলা হয়। যেমন: ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً (আল্লাহ্ তাআলা উদাহরণ পেশ করেছেন)

সবক নং ৭১

نِدَاء (Vocative case) এর আলোচনা

يا، أَيَا، هَيَا، أَيْ، أَ হরফগুলোকে حُرُوْفُ النِّدَاء বলা হয়। حَرْفُ النِّدَاء এর পরের শব্দকে مُنَادى বলা হয়। حرف النداء এবং مُنَادَى মিলে সর্বদা نِدَاء হয়। مُنَادَى এর পরের বাকি অংশ جَوَابُ النِّدَاء হয়। نِدَاء এবং جَوَابُ النِّداء মিলে جملة إنشائية হয়। যেমন : يا تِلميذُ! أُصْدُقْ أَبَدًا. (হে ছাত্র! সর্বদা সত্য বলো।)

[৫৭]. বাক্যের মাঝে ব্যবহৃত এমন واو যার অর্থ "সাথে" না ধরলে বাক্যের অর্থ মিলানো যায় না।

www.muslimdm.com

এখানে يا টি حرف النداء এবং تِلميذُ হলো منادى - এখন حرف نداء এবং منادى মিলে نداء হলো। أُصْدُقْ أَبَدًا এই অংশটি হলো جواب النداء তাই نداء ও جواب نداء মিলে جملة إنشائية হয়েছে।

বি. দ্র. অনেক সময় يا কে حذف (বিলুপ্ত) করা হয়। যেমন: ربَّنا ظلمنا أنفسنا، رب ارحمهما كما ربيَنِي صغيرا

এসো আরবি শিখি, খ. ১, পৃ. ২৬, ৩৬. খ. ৩, পৃ. ৩১-৩৩, ৪৩-৪৪

সবক নং ৭২

www.muslimdm.com

إعراب এর منادى :

إعراب এর দিক থেকে منادى চার প্রকার :

১. مُفْرَد ২. مُضَاف ৩. مُشَابِهٌ بِالْمُضَاف ৪. نَكِرَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ

১. مفرد : এখানে مفرد[৫৮] দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مضاف বা مشابه بالمضاف না হওয়া। منادى টি مفرد হলে সর্বদা مَبْنِي عَلَى عَلاَمَةِ الرَّفْعِ হবে[৫৯]।

যেমন :

يا نَبِيْ سَلاَمٌ عَلَيْكَ. يَا أيها النبي. يا تلميذان! أَصْلِحَا عَقَائِدَكُمَا. ياطالبُ! لاَ تَغْتَبْ أَحَدًا.

সবক নং ৭৩

২. منادى টি مضاف হলে نصب হবে। يا عَبْدَ اللهِ! اِعْلَمْ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُوْمُوْنَ.

(হে আল্লাহর বান্দা জেনে রেখ! নিশ্চয় নবীগণ নিষ্পাপ)

৩. مشابه بالمضاف হলেও نصب হবে। يَا طالبًاعِلْمًا! اِجْتَنِبِ الْمَعَاصِيَ.

---

৫৮. আরবী কাওয়ায়েদে مفرد শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১. مفرد যখন مركب এর সাথে আলোচনা হবে তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে একা একা থাকা তথা مركب না হওয়া। ২. مفرد যখন إعراب এর ক্ষেত্রে আলোচনা হবে তখন এর অর্থ হবে تثنية واحد না হওয়া। এক বচন হওয়া। ৩. مفرد যখন نداء এর মধ্যে আলোচনা হবে তখন এর অর্থ হবে مضاف বা شِبْهُ مضاف না হওয়া।

৫৯. مبني على علامة الرفع এর অর্থ হলো, منادى টি رفع এর হালতে না থেকে نصب এর হালতে আছে। কিন্তু رفع এর আলামতের ওপর مبني হওয়ার কারনে نصب এর কোনো আলামত প্রকাশ পায় না।

(হে এলেম অর্জনকারী ! পাপ থেকে তুমি বেঁচে থাক)

مشابه بالمضاف চেনার একটি সহজ উপায় :

يا طالِبًا : যেমন । হয় **مُشابه بالمضاف** এর ক্ষেত্রে সাধারণত **شبْه الفعل - منادى** থাকলে এমন **متعلق** বা **مفعول** , **فاعل** এর পর তার **شبه الفعل**

الحَقِّ! হে সত্যান্বেষী ! সাহাবায়ে কেরাম সকলেই সত্যের মাপকাঠি । **أَنَّ الصَّحابَةَ كُلُّهُمْ مِعْيارُ الحَقِّ.**

يارَحْمَةً للْعلمين. يا خَادِمًا اَلْمَدْرَسَةَ! أَدِّ حقُوْقَ الْمدْرَسَةِ.

সবক নং ৭৪

৩. **نَكِرَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ** অন্ধত্ব/ অন্ধকার/ কোনো কিছুর আড়ালে থেকে যে **نكرة** কে সম্বোধন করা হয় । যেমন: অন্ধকারে কেউ গর্তে পড়ে গিয়ে ডাকছে **يا رجلا أُنْصُرْنِيْ.** (হে ভাই কে আছ! আমাকে সাহায্য করো) এভাবে অন্ধ ব্যক্তি অথবা পর্দার আড়ালে থেকে অনির্দিষ্ট কাউকে ডাকা।

www.muslimdm.com

সবক নং ৭৫

حال (Adverb) এর আলোচনা

যে শব্দ দ্বারা অন্য শব্দের অবস্থা বোঝায় তাকে **حال** বলা হয়।

যেমন: **وَجَدْتُ جبيرا قارِئًا.** (আমি জুবাইরকে দেখেছি পড়া আবস্থায়)

قَدِمْتُ الْمَدْرَسَةَ مَاشِيًا. (আমি হেঁটে হেঁটে মাদরাসায় এসেছি)

حال দুপ্রকার : ১. **مُفْرَد** ২. **مُرَكَّب**

১. **حال مفرد :** যদি একটি শব্দ দ্বারা **حال** বোঝানো হয় তাকে **حال مفرد** বলা হয়। যেমন: **ما وجدتُ نِعْمَةَ اللهِ نائما.** (আমি নেআমতুল্লাহকে ঘুমে পাইনি)

২. **حال مركب:** যদি একাধিক শব্দ দ্বারা **حال** বোঝানো হয় তাকে **حال مركب** বলা হয়। যেমন: **رأيْتُ نَقيْبًا خَادِمًا أُسْتَاذَه.** (আমি নকিবকে দেখেছি তার শিক্ষকের খেদমত করতে)

বিশেষ নিয়ম:

১. বাক্যের মাঝে অবস্থিত معرفة এর পর جملة আসলে حال হয়।

যেমন: مَرَجَ البَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (তিনি দুই সাগরকে এভাবে প্রবাহিত করেন যে, তারা পরস্পর মিলিত হয়।)

২. مَعرفة এর পর متعلق আসলেও حال হয়। {فخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} (سورة القصص: ৭৯)، {هُمْ يَبْغُونَ فِ الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ} (سورة يونس: (২৩

৩. نكرة এর পূর্বে متقلق থাকলে حال হয়। যেমন: مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم (যে ব্যাপারে তোমার কোন জ্ঞান নেই।)

সবক নং ৭৬

حال চেনার সহজ উপায় :

১. صفة এর ছীগাহ্ نكرة হয়ে বাক্যের মাঝে বা শেষে আসা।

اَلْمُعَلِّمُ يُدَرِّسُ الكِتابَ جَالِسًا. (শিক্ষক **বসে বসে** কিতাব পড়াচ্ছেন)

كَانَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم لايَأْكُلُ الطَّعَامَ قَائِمًا.

(নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবার খেতেন না)

- যার অবস্থা বর্ণনা করা হয় তাকে ذُوْ الحَال/صَاحِبُ الحَال বলা হয়। আর যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি দ্বারা অবস্থা বর্ণনা করা হয় তাকে حال বলা হয়।

www.muslimdm.com

সবক নং ৭৭

تَمْيِيْز এর বর্ণনা :

تمييز এমন اسم যা সন্দেহ দূর করে। যেমন : رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا

যে শব্দ থেকে সন্দেহ দূর করা হয় তাকে مُمَيَّز বলা হয়। আর যে শব্দটি সন্দেহ দূর করে তাকে تَمْيِيْز বলা হয়। مُمَيَّز ও تَمْيِيز মিলে اسم مركب তথা যুক্ত اسم হবে।

- এক শব্দ থেকে সন্দেহ দূর করলে তাকে **تمييز مفرد** বলা হয়।
- একাধিক শব্দ থেকে সন্দেহ দূর করলে তাকে **تمييز مركب** বলা হয়।

সাধারণত ৩টি বিষয়ে **تمييز مفرد** হয়ে থাকে।

تمييز চার প্রকার : ১. وَزن **২.** كَيْل **৩.** مَسَاحَة **৪.** عَدَد

১. وَزْن হলো যা পাল্লায় মাপা হয়। যেমন : إِشْتَرَيْتُ كِيْجِيًا رُزًّا.

২. كَيْل হলো যা পাত্রে মাপা হয়। যেমন : يَكْفِيْ الدَّلْوُ مَاءً لِلْغُسْلِ.

৩. مَسَاحَة হলো যা ফিতা, গজ, ইঞ্চি ইত্যাদি দিয়ে পরিমাপ করা হয়।

যেমন: سِرْتُ مَيْلاً طَرِيْقًا. هذا الطريق مِيْل طويلاً.

৪. عَدَد : যা দ্বারা গণনা করা হয় তাকে **عَدَد** বলা হয়। যাকে গণনা করা হয় তাকে **مَعْدُوْد** বলা হয়। যেমন :

مَثَلُ الذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِأَةُ حَبَّةٍ.

সবক নং ৭৮

عدد (Number) এর নিয়মাবলি

সংখ্যাকে **عَدَد** বলা হয়। সংখ্যার পরের **اسم** কে **مَعْدُوْد** বলা হয়। যেমন: ثَلاَثَ لَيَالٍ এখানে **ثلاث** শব্দটি **عَدَد** আর **ليال** শব্দটি **مَعْدُوْد** হয়েছে।

عدد এর ক্ষেত্রে দুটি বিষয় খেয়াল রাখতে হয়। إعراب এবং مذكر مؤنث

আমেল অনুযায়ী **عدد** এর **إعراب** হবে। **أحد عشر** থেকে **تسعة عشر** (**اثنتا عشر** ব্যতীত) সংখ্যাগুলোর উভয় অংশ **مبني على الفتحة** হবে।

আর **مذكر** ও **مؤنث** ব্যবহারের নিয়ম হলো,

www.muslimdm.com

প্রতি দশে এক দুই অনুকূল, বাকি সব প্রতিকূল। "প্রতি দশে এক দুই" এর অর্থ হলো **১১-১২, ২১-২২, ৩১-৩২** থেকে **৯১-৯২** পর্যন্ত। এ সকল **عدد** এর উভয় অংশ **معدود** এর **جنس** অনুযায়ী হবে। **معدود** টি **مذكر** হলে **عدد** এর উভয় অংশ **مذكر** হবে। **مؤنث** হলে **مؤنث** হবে। যেমন : **إِحْدى عَشْرَةَ اِمْرَأَةً – أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا**

'বাকি সব' এর অর্থ হলো ৩-১০ , ১৩-১৯ , ২৩-২৯ , এভাবে ৯৩- ৯৯ পর্যন্ত। এ সকল **عدد** এর প্রথম অংশ **معدود** এর বিপরীত **جنس** হবে। আর দ্বিতীয় অংশটি **معدود** এর **جنس** অনুযায়ি হবে। যেমন :ثَلَاثُ نِسْوَةٍ. ثلاث عشْرة مِرْوَحة. خَمسة عشَر كتابا.

সবক নং ৭৯

عشَر শব্দের পরে **مؤنث** হলে **عَشْر** শব্দের **ش** বর্ণে **سكون** হবে। **عشر** শব্দের পরে **مذكر** হলে **عَشَر** শব্দের **ش** বর্ণে **فتحة** হবে। عشْر نساء. عشَرة رجالٍ.

عشرون, ثلاثون, أربعون, خمسون, ستون, سبعون, ثمانون, تسعون , সংখ্যাগুলোর **معدود** টি **مذكر** বা **مؤنث** যা-ই হোক না কেন এ সংখ্যা সর্বদা এক রকম হবে।

যেমন : **خَمْسَةٌ وعِشْرُوْنَ تِلْمِيْذًا. خَمْسٌ وعِشْرُوْنَ تِلْمِيْذَةً. اِنْبَسَتْ مِنْه اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا.**

সবক নং ৮০

معدود এর ক্ষেত্রে দুটি বিষয় খেয়াল রাখতে হয়। **إعراب** এবং **واحد/جمع**

তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা গুলোর معدود টি جمع এবং مجرور হবে। **مأة ও ألف এর معدود টি واحد এবং مجرور হবে। বাকি معدود গুলো واحد এবং منصوب হবে।** যেমন:

ثَلَاثُ مِرْوَحَاتٍ. عِشْرُوْنَ تِلْمِيْذًا. ثَلَاثُ نِسْوَةٍ. عِشْرُوْنَ تِلْمِيْذًا. مأة شهيدٍ. ألف شَهِيْدٍ .

- **مأة / ألف** কখনো **معدود** এর কারণে পরিবর্তন হবে না।

www.muslimdm.com

যেমন: أَلْفُ رَجُلٍ. أَلْفُ امْرأَةٍ.

★ ثلاثة থেকে عشرة পর্যন্ত এবং أَلْفٌ/مِأَةٌ ইত্যাদি সংখ্যার তারকীব مضاف   مضاف إليه হিসেবে হবে।

এসো আরবি শিখি, খ. ৩, পৃ. ৭২, ৮২, ১১৮-১৩০, ১৩৭

পরামর্শ:

- ✓ প্রিয় তালিবে ইল্ম! আপনি যখনি কোনো নিয়ম কানুন মুখস্থ করবেন, তখনি এর অনুশীলন শুরু করুন। কেননা অনুশীলন মানুষকে দক্ষ করে গড়ে তোলে।
- ✓ একত্রে বসে পরস্পর কিছু সময় আলোচনা করা, দীর্ঘ সময় ধরে একাকি পড়ার চেয়ে উত্তম।

www.muslimdm.com

সবক নং ৮১

تَابِع এর আলোচনা :

تابع অর্থ অনুসারী। যে **اسم** তার পূর্বের **اسم** এর **حالة** বা **إعراب** এর অনুসরণ করে তাকে **تابع** বলা হয়। **تابع** এর পূর্বের **اسم** কে **مَتْبُوْع** বলা হয়।

تابع পাঁচ প্রকার : ১. صِفَة/نَعْت ২. تَأْكِيْد ৩. بَدْل ৪. عَطْفُ الْحُرُوْف ৫. عَطْفُ الْبَيَان

১. صفة এর পরিচয়: যে শব্দ দ্বারা অন্য কোনো শব্দের দোষ গুণ বা বর্ণনা করা বোঝায় তাকে **صفة** বলা হয়। **صفة** ও **موصوف** এর মধ্যে দশটি বিষয় থেকে চারটি বিষয়ে মিল থাকা আবশ্যক। চারটি বিষয় হলো: **১. جنس ২. عدد ৩. تنكير / تعريف ৪. إعراب**

www.muslimdm.com

সবক নং ৮২

নিম্নের ছকটি লক্ষ করো

ক্রম	বর্ণনা	উদাহরণ
০১	موصوف টি مذكر হলে صفة টিও مذكر হবে	هذا كتاب جديد
جنس	موصوف টি مؤنث হলে صفة টিও مؤنث হবে	تلك قلنسوة جميلة
০২	موصوف টি مفرد হলে صفة টিও مفرد হবে	قرأت الكتاب الجديد
عدد	موصوف টি مثنى হলে صفة টিও مثنى হবে	تانك قلنسوتان جميلتان
	موصوف টি جمع হলে صفة টিও جمع হবে	قَدِمَ الرِجَالُ العَالِمُوْنَ
০৩	موصوف টি معرفة হলে صفة টিও معرفة হবে	رأيت القميص الجيِّد
تعريف تنكير	موصوف টি نكرة হলে صفة টিও نكرة হবে	هذا قميص جيِّد
০৪	موصوف টি مرفوع হলে صفة টিও مرفوع হবে	هذا تلميذ مجتهد
إعراب	موصوف টি منصوب হলে صفة টিও منصوب হবে	نصرت التلميذ المجتهد

	مجروو টি موصوف صفة হলে মজরুর টিও হবে	هذا كتاب التلميذ المجتهد

বিশেষ নিয়ম: نكرة এর পর جملة বা متعلق আসলে صفة হয়। যেমন: رَسُولٌ مِنَ اللهِ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। وَمَا تَأْتِيهِم مِن آيَةٍ مِن آيَاتِ رَبِّهِم (যখনই তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে কোন নিদর্শন আসে।)

সবক নং ৮৩

২. تأكيد এর পরিচয়: গুরুত্ব বোঝানোর জন্য যে শব্দকে উল্লেখ করা হয় তাকে **تأكيد** বলা হয়।

দু'প্রকার : ১. **تأكيد لَفْظِيْ** ২. **تأكيد مَعْنَوِيْ**

تأكيد لَفْظِيْ:

কোনো শব্দকে একাধিকবার উল্লেখ করে যে **تَأْكِيْد** বোঝানো হয় তাকে **تأكيد لفظي** বলা হয়। প্রথম শব্দকে **مُؤَكَّد** আর দ্বীতিয় শব্দকে **تأكيد** বলা হয়।

যেমন : دَرَسْتُ كِتَابًا كِتَابًا (আমি **কিতাব** পড়েছি **কিতাব.........**)

درست درست كتابا. (আমি কিতাব **পড়েছি পড়েছি..........**)

تأكيد معنوي[60]:

কোনো শব্দের পর أَجْمَعُ، كُلٌّ، نَفْسٌ، عَيْنٌ، كِلاَ، كِلْتَا. এ ধরণের শব্দ ব্যবহার করে যে **تأكيد** বোঝানো হয় তাকে **تأكيد معنوي** বলা হয়। উক্ত শব্দগুলো **ضمير** অথবা অন্য **اسم** এর সাথে **مضاف** হয়ে ব্যবহৃত হয়। তবে **أجمع** জাতীয় শব্দগুলো **مضاف** না হয়েও ব্যবহৃত হতে পারে।

যেমন: **فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ** এখানে **الملائكة** শব্দটি **مؤكد** এবং **كلهم** শব্দদ্বয় **تأكيد أول** এবং **أَجْمَعُوْنَ** শব্দটি **تأكيد ثاني** হয়েছে। **حفظ جبير نفسه الكتاب.**

---

৬০ حرف ও فعل এর ক্ষেত্রে مؤكد-تأكيد এর تكرار হয় না। বরং ২য় টিকে للتأكيد বলে রেখে দিতে হবে, মিলাবে না।

www.muslimdm.com

সবক নং ৮৪

৩. بدل :

تابع এবং متبوع দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য একই বস্তু বা ব্যক্তি হলে, তাকে بدل বলা হয়। অর্থাৎ একই উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করার জন্য একাধিক শব্দ ব্যবহার করলে بدل হবে। প্রথম اسم কে مُبْدَل مِنْه এবং পরের اسم কে بدل বলা হয়। যেমন: قَامَ أَخُوْكَ شِهَابُ الدِّيْنِ (তোমার ভাই শিহাবুদ্দীন দাঁড়িয়েছে) এখানে أَخُوْكَ দ্বারা যাকে বোঝানো হয়েছে شِهَابُ الدِّيْنِ দ্বারা তাকেই বোঝানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কারো নাম যদি একাধিক শব্দে হয়, তা بدل হিসেবে তারকীব করতে হয়। যেমন: একজন আদর্শ মানুষের নাম হলো, (আ.খ.ম.) আবুল খায়ের মুহাম্মাদ আবুবকর সিদ্দীক'। প্রথম শব্দটি তথা আবুল খায়ের হবে مُبْدَل مِنْه পরেরগুলো হবে بدل أَوَّل بدل ثَانِيْ. এভাবে, أبو جَعْفَر مُحَمَّد صالح

www.muslimdm.com

সবক নং ৮৫

بدل এর প্রকারভেদ: بدل চার প্রকার :

১. بَدْلُ الْكُلِّ ২. بَدْلُ الْبَعْضِ ৩. بدل الْاِشْتِمَال ৪. بدل الْغَلَط

كُلّ এ অবিকল, بَعْض এ অংশ, اِشْتِمَال এ সংশ্লিষ্ট, غَلَط এ ভুল

بَدْلُ الْكُل :

تابع এবং متبوع যদি অবিকল একই বস্তু বা বিষয় হয় তাহলে এমন تابع কে بدل الكل বলা হয়। যেমন: صَلِّ عَلى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ (তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর দরূদ পড়) هذه مَدْرَسَتك دَارالنَّجاة (ইহা তোমার মাদরাসা; দারুননাজাত) اهِدِنَا الصِّرَاط

المستقيم–صِرَاطَ الَّذِين أَنْعَمْتَ عَلَيهِم (আমাদেরকে সঠিক পথ দেখান- তাদের পথ যাদের ওপর আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন।) ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا – يُضَاعَفْ لَهُ العَذَاب (যে ব্যক্তিই এমন করবে তাকে তার গুনাহের (শাস্তির) সম্মুখীন করা হবে- তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে।) أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُون – أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَ بَنِينَ (তিনি এমন জিনিস দ্বারা তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন যা তোমরা জান- তিনি তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন গবাদি পশু এবং সন্তানাদি দ্বারা।) سُبْحَانَ رَبِّكَ – رَبِّ العِزَّةِ (তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি- ক্ষমতাধর প্রতিপালক।) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ – لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا الله وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيْرًا (বস্তুত রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।)

সবক নং ৮৬

www.muslimdm.com

بَدْلُ الْبَعْض :

تابع যদি متبوع এর অংশ বোঝায় তাকে **بَدْلُ الْبَعْض** বলা হয়।

যেমন: حَفِظْتُ الْكِتَابَ نِصْفَه. (আমি কিতাবের অর্ধেক মুখস্থ করেছি) وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ (مِنْكُمْ) إِلَيْهِ سَبِيلًا (মানুষের মধ্যে যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, তাদের উপর আল্লাহর জন্য এ ঘরের হজ্জ করা ফরয।) ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنهم (পুনরায় তাদের অনেকে অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে।)

بَدْلُ الْإِشْتِمَال :

تابع যদি متبوع এর অংশ না বুঝিয়ে তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় তাহলে এমন تابع কে **بَدْلُ الْإِشْتِمَال** বলা হয়।

যেমন : رأيتُ تِلْمِيْذًا خُلُقَه. (আমি ছাত্রটির চরিত্র দেখেছি)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ (লোকে আপনাকে মর্যাদাপূর্ণ মাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন?) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (ধ্বংশ করা হয়েছিল গর্ত ওয়ালাদেরকে, ইন্ধনপূর্ণ আগুন ওয়ালাদেরকে।)

⇨ بدل البعض ও بدل الاشتمال এর অনুবাদ مضاف এর মতো হবে। এবং আরবীতে تابع এর শেষে متبوع অনুযায়ী ضمير ব্যবহার করতে হয়।

সবক নং ৮৭

بَدْلُ الْغَلَط/ بَدْلُ الْمُبَايِن :

যে تابع কে ভুল সংশোধনের জন্যে ব্যবহার করা হয় তাকে **بدل الغَلَط** বলা হয়। যেমন :.رَأيتُ فَرِيْدًا كَوْثَرًا. (আমি ফরিদকে দেখেছি, না কাওছারকে)

৪. **عَطْف الحُرُوْف: حروف العطف** এর পূর্বের اسم কে বলা হয় **مَعطُوْفٌ عَلَيْه** এবং পরের اسم কে বলা হয় **مَعْطُوْف**। যেমন: **رأيت نعمانا و مأمونا.**

معاني الحروف العطف :

বরং	بَلْ	অতপর (বিলম্বে)	ثُمَّ	এবং	واو
না	لَا	কিন্তু	لكِنْ	অতপর (সাথে সাথে)	فَ
নাকি	أَمْ	অথবা	إِمَّا	এমনকি	حَتّٰى
অথবা	أَوْ				

সবক নং ৮৮

৫. عَطْف الْبَيَان :

যে تابع দ্বারা متبوع কে স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য হয় তাকে **عطف بالبيان** বলা হয়। প্রথমটিকে مُبَيَّن আর দ্বিতীয়টিকে بَيَان বলা হয়। এটি صفة এর মতোই ১০ টি বিষয় থেকে ৪ টি বিষয়ে মিল রাখে। যেমন : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمن أَبَا هُرَيْرَةَ এখানে عبد الرحمن যার নাম তাঁরই প্রসিদ্ধ নাম হলো أبا هريرة - তাই أبا هريرة হলো بَيَان আর عبد الرحمن হলো مُبَيَّن । أَوْ كَفَّاةٌ طَعَامُ مَسَاكِين (অথবা কাফ্ফারা তা হল মিসকিনদের খাবার প্রদান।)

www.muslimdm.com

تابع এবং متبوع মিলে একটি اسم এর হুকুমে থাকে।

সবক নং ৮৯

إِعْرَابُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ এর আলোচনা

إعراب এর দিক থেকে فعل مضارع এর ছীগাগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : দু'ছীগাহ্, চার ছীগাহ্, পাঁচ ছীগাহ্।

দু'ছীগাহ্: ১. يَفْعَلْنَ ২. تَفْعَلْنَ

এ দু'ছীগাহ্ হলো مبني আর বাকি ছীগাগুলো معرب হবে যদি তাতে نون تأكيد না আসে।

চার ছীগাহ্ হলো :

১) يَفْعَلُ ২) تَفْعَلُ + تَفْعَلُ ৩) أَفْعَلُ ৪) نَفْعَلُ

পাঁচ ছীগাহ্ হলো :

১) يَفْعَلَانِ ২) يَفْعَلُوْنَ ৩) تَفْعَلَانِ + تَفْعَلَانِ + تَفْعَلَانِ

৪) تَفْعَلُوْنَ ৫) تَفْعَلِيْنَ

فعل مضارع এর حالت তিনটি : ১. رفع ৩.نصب ২. جَزْم

www.muslimdm.com

সবক নং ৯০

হালত চেনার উপায় :

أَنْ، لَنْ، كَيْ، إِذَنْ এগুলোকে **ناصب** (নসব প্রদানকারী হরফ) বলা হয়। حَتَّى এর পর أن উহ্য থেকে **نصب** দেয়।

★ **فعل المضارع** এর পূর্বে **ناصب** থাকলে **فعل المضارع** সর্বদা **نصب** এর হালতে থাকে। যেমন :.لن يَّرْسُبَ التِّلْمِيْذُ الْمُطِيْعُ (অনুগত ছাত্র কখনো ব্যর্থ হবে না)

إِنْ، لَمْ، لَمَّا، لَامُ الْأَمْر، لَا النَّاهِيَة এগুলোকে جَازِم (জযম প্রদানকারী হরফ) বলা হয়।

★ **فعل المضارع** এর পূর্বে কোনো جازم থাকলে **فعل المضارع** সর্বদা جزم এর হালতে থাকে। যেমন : إِنْ تفهمِ الإسلامَ تُفْلِحْ. (তুমি যদি ইসলাম বোঝ তাহলে সফল হবে)

★ **فعل المضارع** এর পূর্বে কোনো **ناصب** বা جازم না থাকলে **فعل المضارع** সর্বদা رفع এর হালতে থাকে। যেমন: جُبَيْرٌ يَجْتَهِدُ فِيْ دَرْسِه. (জুবাইর তাঁর পাঠে পরিশ্রমী)

সবক নং ৯১

رفع এর আলামত :

ضمّة ও مُقَدَّرَة، ثُبُوْتُ النُّوْن। نُوْنُ الْإِعْرَاب ثُبُوْتُ النُّوْن এর অর্থ হলো বহাল থাকা।

যেমন: التَلَاميذ يَجْتَنِبُوْنَ الْمَعَاصِيَ. (ছাত্ররা পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে) مُقَدَّرَة এর অর্থ হলো تَعْلِيْل হওয়ার অথবা জটিলতার কারণে উচ্চরিত হবে না কিন্তু تَعْلِيْل না করলে উচ্চারিত হতো।

যেমন: يَرْضى الطَّالِبُوْنَ عَن الأستاذ. (ছাত্রগণ শিক্ষকের ওপর খুশি থাকে) يَرْضى শব্দে ياء বর্ণে হরকত হয়ে পূর্বে যবর থাকার কারণে ياء টি **ألف** হয়ে গেছে। তাই এখানে ياء বর্ণে যবর দিলেও তা আলিফ হয়ে যাওয়ার কারণে উচ্চারিত হবে না।

www.muslimdm.com

সবক নং ৯২

<u>نصب এর আলামত</u> :

نُوْنُ الْإِعْرَاب না থাকা। حَذْفُ النُّوْن এর অর্থ হলো حَذْفُ النُّوْن، مُقَدَّرَة، فتحة ও । যেমন: اَلْوَلَدُ الصَّالِحُ لَنْ يَكْذِبَ. (সৎ ছেলে কখনো মিথ্যা বলবে না)

যেমন: اَلْمُؤْمِنُوْنَ لَنْ يَّدْعُوْا عَلى أَحَدٍ. (মুমিনগণ কখনো কাউকে অভিশাপ দিবে না) এখানে يدعوا শব্দটি মূলত يدعون ছিল। لن আসার কারণে نصب প্রকাশ

পেয়েছে উক্ত نون الإعراب বিলুপ্ত হওয়ার মাধ্যমে।

<u>جزم এর আলামত</u> :

حَذْفُ النُّوْن، حَذْفُ حَرْفِ العِلَّة، سُكُوْن - حَذْفُ حَرْفِ العِلَّة এর অর্থ হলো حرف العلة পড়ে যাওয়া। যেমন: لَمْ نَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَه. (আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্য হইনি।) এখানে نَعْصِ শব্দটি মূলত نَعْصِيْ ছিলো। لَمْ আসার কারণে جزم প্রকাশ পেয়েছে حرف العلة বিলুপ্ত হওয়ার মাধ্যমে।

সবক নং ৯৩

<u>مرفوع بالضمة</u> :

www.muslimdm.com

চার ছীগায় رفع হবে ضَمَّة দ্বারা।

যেমন: يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُخْلِصِيْنَ (আল্লাহ্ তাআলা একনিষ্ঠদেরকে দয়া করেন।) এখানে يرحم এর পূর্বে কোনো ناصب বা جازم না থাকার কারণে يرحم শব্দটি رفع এর হালতে আছে এবং চার ছীগার একটি হওয়ার কারণে رفع হয়েছে পেশ (ضَمَّة) দ্বারা।

مَرْفُوْعٌ بِثُبُوْتِ النُّوْن:

পাঁচ ছীগায় رفع হবে ثُبُوْتُ النُّوْن (نون বহাল থাকা) দ্বারা। যেমন: إِنَّ الْأَوْلِيَاءَ يُصْلِحُوْنَ أَخْلاقَ النَاسِ. (নিশ্চয় অলি-আল্লাহ্গণ মানুষের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করেন) এখানে يُصْلِحُوْنَ এর পূর্বে কোনো ناصب বা جازم না থাকার কারণে يُصْلِحُوْنَ শব্দটি رفع এর হালতে আছে এবং পাঁচ ছীগার একটি হওয়ার কারণে رفع হয়েছে ثُبُوْتُ النُّوْن দ্বারা।

সবক নং ৯৪

مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ :

চার ছীগায় نصب হবে فتحة দ্বারা। যেমন: إنّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِه (আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করবেন না।) এখানে يشرك শব্দের পূর্বে أن আসার কারণে يشرك শব্দটি نصب এর হালতে আছে এবং يشرك ফেলটি চার ছীগার একটি হওয়ার কারণে نصب হয়েছে যবর দ্বারা।

مَنْصُوْبٌ بِحَذْفِ النُّوْن :

পাঁচ ছীগায় نصب হবে حذف النون দ্বারা। যেমন: اَلْعُلَمَاءُ لَنْ يَشْتَغِلُوْا بِالدُّنْيا. (আলিমগণ কখনো দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হবে না) এখানে يشتغلوا শব্দের পূর্বে لن আসার কারণে يشتغلوا শব্দটি نصب এর হালতে আছে। يشتغلوا ফেলটি পাঁচ ছীগার একটি হওয়ার কারণে نصب হয়েছে حذف النون দ্বারা।

www.muslimah.com

সবক নং ৯৫

مَجْزُوْمٌ بِالسُّكُوْن :

চার ছীগায় جزم হয় سكون দ্বারা। যেমন: إِنْ تَجْتَهِدْ تَفُزْ. (যদি পরিশ্রম করো তাহলে সফল হবে) এখানে تَجْتَهِدْ শব্দটির পূর্বে إِنْ আসার কারণে تَجْتَهِدْ শব্দটি جزم এর হালতে আছে এবং تَجْتَهِدْ ফেলটি চার ছীগার একটি হওয়ার কারণে جزم হয়েছে سكون দ্বারা।

مَجْزُوْمٌ بِحَذْفِ النُّوْن :

পাঁচ ছীগায় جزم হয় حَذْفُ النون দ্বারা। যেমন : لا تَسُبُّوْا أَصْحَابَ النبي صلى الله عليه و سلم. (তোমরা নবীজীর সাহাবীদের শান বিরোধী উক্তি করো না) এখানে تَسُبُّوْا শব্দটির পূর্বে لا الناهية আসার কারণে تَسُبُّوْا শব্দটি جزم এর হালতে আছে। تَسُبُّوْا ফেলটি পাঁচ ছীগার একটি হওয়ার কারণে جزم হয়েছে حَذْفُ النون দ্বারা।

সবক নং ৯৬

مَجْزُوْمٌ بِحَذْفِ حَرْفِ الْعِلَّة :

চার ছীগার لام كلمة তে واو/ ياء হলে جزم হবে حَذْفُ حَرْفِ الْعِلَّة দ্বারা। যেমন: لَمْ يَنْجُ الْحَاسِدُ (হিংসুক মুক্তি পায়নি) এখানে يَنْجُ শব্দটি মূলে ছিলো يَنْجُوْ - এ শব্দের পূর্বে لَمْ আসার কারণে مجزوم হয়েছে এবং يَنْجُوْ ফেলটি চার ছীগার একটি হওয়ার কারণে واو হরফে ইল্লাত বিলুপ্ত হওয়ার মাধ্যমে جزم হয়েছে।

www.muslimdm.com

সবক নং ৯৭

চার ছীগায় كلمة لام তে ياء হয়ে পূর্বে যবর থাকলে, رفع এবং نصب হবে مقدرة যেমন: لَنْ أَخْشَى الظَالِمَ. أَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ تَرْضَى عَنِ الْحِجَاب. আর পূর্বে যবর না থাকলে رفع হবে مقدرة এবং نصب হবে فتحة দ্বারা। যেমন: فِيْ الحق.

يَرْمِي الْحُجَّاجُ حَصَاةً على الشَيْطَان، والله يَدْعُوْ إِلى دَارِ السَّلَام. لَنْ أَدْعُوَ على أَحَد.

এসো আরবি শিখি, খ. ২, পৃ. ৪৯, ৫১, ৫৫ খ. ৩, পৃ. ৪৬, ৯৮

প্রিয় তালিবে ইলম!

বলতে পারেন! দুনিয়াতে কোনো কাজটি সবচে কঠিন?

মানুষকে মানুষ বানানো অস্বাভাবিক ও অভাবনীয় কঠিন কাজ। যে কাজের জন্য আল্লাহ্ তাআলা নবীদের মতো শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ মানুষদের বিশাল একদলকে পাঠিয়েছেন। আর সে কাজেরই অঞ্জাম দিচ্ছেন আপনার শ্রদ্ধেয় ও দরদি শিক্ষক। অতএব ভেবে দেখুন তাঁর সাথে আপনার আচরণ-উচ্চারণ ও মনোভাব কেমন হওয়া উচিত!!!

এক বান্দা।

সবক নং ৯৮-৯৯

নিম্নের ছকটি লক্ষ করো

جزمহবে	نصبহবে	رفعহবে	مضارع
بالسكون	بالفتحة الظاهرة	بِالضَّمَّةِ الظَّاهِرَةِ	চার ছীগাহ্

إعراب الفعل المضارع ও تابع، ضمير

مضارع	رفعহবে	نصبহবে	جزمহবে
يَفْعَلُ تَفْعَلُ أَفْعَلُ نَفْعَلُ			
	أَنَا أَذْهَبُ إلى الْمَسْجِد.	لن أَذْهَبَ إلى دُكَّانِ التِلْفَازِ.	لَمَّا أذْهَبْ إِلى بَيْتِيْ.
পাঁচ ছীগাহ্ يَفْعَلَانَ يَفْعَلُوْنَ تَفْعَلَانِ تَفْعَلُوْنَ تَفْعَلِيْنَ	بِثُبُوْتِ النُّوْنِ	بِحَذْفِ النُّوْنِ	بِحَذْفِ النُّوْنِ
	التِلْمِيْذان يَدْرُسَانِ النَّحْوَ.	اَلتِّلْمِيْذَانِ لَنْ يَدْرُسَا الْكُتُبَ الْمَمْنُوْعَةَ.	التلميذانِ لَمْ يَدْرُسَا الْكُتُب الْمَمْنُوْعَة.
و/ي লাম কালেমাতে হয়ে পূর্বে যবর না থাকলে يَدْعُوْ يَرْمِيْ	اَلْمُقَدَّرَة	بالفتحة الظاهرة	بحذف حرف العلة
	اَلْمُعَلِّمُ يَدْعُوْ طَالِبه إلى الْخَيْر.	اَلْمُعَلِّمُ لَنْ يَّدْعُوَ عَلى طَالَبِه.	لاتَدْعُ مَعَ الله إلها آخر.
و/ي লাম কালেমাতে হয়ে পূর্বে যবর থাকলে يَخْشَى	اَلْمُقَدَّرَة	المقدرة	بحذف حرف العلة.
	العَالِمُ يَخْشى اللّٰه	العَالِمُ لنَ يَّخْشى البَاطِل.	العَالِمُ لم يخشَ الباطل

www.muslimdm.com

সবক নং ১০০

اسْتِفْهَام (Interrogative) এর আলোচনা :

اسْتِفْهَام = জিজ্ঞাসা করা

أَدَوَاتُ الْإِسْتِفْهَام বা প্রশ্নসূচক অব্যয় দু'প্রকার :

১. حرف الاستفهام ২. أسماء الاستفهام

حرف الإستفهام : أَ ও هَلْ এ حرف الاستفهام দু'টো কখনো তারকীবে কিছুই হবে না।

⇨ أسماء الاستفهام :

- أسماء الاستفهام হলো كَيْفَ، مَنْ، مَا، أَيٌّ،أَيَّةٌ، لِمَاذَا، مَتى، كَمْ، أَيْنَ ইত্যাদি শব্দ

مَتى، لِمَاذَا، أَيْنَ এগুলো فعل এর আগে আসলে متعلق হবে।

সবক নং ১০১

★ اسم استفهام এর তারকীবের নিয়ম হলো উত্তরটি তারকীবে যা হবে প্রশ্নবোধক শব্দটিও তারকীবে তা হবে। যেমন: كيف حالك؟ (তুমি কেমন আছ?) এর উত্তর হবে حَالِي بخير (আমি ভাল আছি) এখানে بخير অংশটি خبر হয়েছে। তাই كيف শব্দটিও خبر হবে। এভাবে مَنْ نَصَرَ مَعْرُوْفًا؟ (কে মারুফকে সাহায্য করল?) এর উত্তর হবে-

حِفْظُ الرحمن نَصَرَ معروفا.

أسماء الاستفهام **সাধারণত** خبر مقدم **হয়**। যেমন: ما اسمك؟

فعل এর পূর্বে كيف আসলে তারকীবে كيف শব্দটি حال হবে। যেমন: كَيْفَ تَكْفُرُون بِاللهِ তোমরা কীভবে আল্লাহর সাথে কুফকি কর? এখানে كيف শব্দটি حال হয়েছে। تكفرون এর মধ্যে واو হলো ذو الحال।

من বা ما যদি غائب এর فعل এর সাথে ব্যবহৃত হয় তাহলে مبتدأ হবে। যেমন: مَنْ كَتَبَ الْوَاجِبَ الْمَنْزِلِيْ. (কে বাড়ির কাজ লিখেছে?) এর উত্তর হবে. سَلْمَانُ كَتَبَ الْوَاجَب الْمَنْزِلِيْ (সালমান বাড়ির কাজ লিখেছে)

সবক নং ১০২+১০৩

নিম্নের ছকটি লক্ষ করো

الاستفهام أسماء	অর্থ	উদাহরণ
مَنْ	কে? (যখন দুছীগার সাথে ব্যবহৃত হয়)	مَنْ قَدِمَ؟
مَنْ	কাকে? (বারো ছীগার সাথে ব্যবহৃত হলে)	منْ خَدَمْتَه؟
كَيْفَ	কেমন / কিভাবে?	كيف حالك؟
كَمْ	কত? কত জন?	كَمْ أَنْتُمْ؟
بِكَمْ	কত দিয়ে?	بِكَمْ تَاكَا اِشْتَرَيْتَ الكِتاب؟
عِنْدَ كَمْ	কতজনের নিকট/কতগুলোর নিকট?	عِنْدَ كَمْ هذا الكتاب؟
عِنْدَ مَنْ	কার নিকট? কিসের নিকট?	عِنْدَ مَنِ القلمُ؟
عَلى مَنْ	কার দায়িত্বে / কার ওপর?	عَلى مَنِ التَّطْهِيْرُ؟
مِمَّنْ/عَمَّنْ	কার থেকে / কাদের থেকে?	عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ؟
مَا	কি?	مَا اسْمُكَ؟
مِمَّ	কিসের থেকে?	مِمَّ خُلِقْتَ؟
على كَمْ	কতগুলোর ওপর?	على كَمْ طَرِيْقًا تَمْشِيْ؟
لِمَنْ	কার জন্য / কাকে?	لِمَنِ الْمُلْكُ؟
أَيْنَ	কোথায়?	أَيْنَ أَنْتَ؟
مِنْ أَيْنَ	কোথা থেকে?	مِنْ أَيْنَ قَدِمْتَ؟

www.muslimdm.com

الاستفهام أسماء	অর্থ	উদাহরণ
إِلى أَيِّ وَقْتٍ	কতক্ষণ পর্যন্ত?	إِلى أَيِّ وَقْتٍ تَنَامُ؟
مِنْ أَيِّ وَقْتٍ	কখন থেকে?	مِنْ أَيِّ وَقتٍ تَدْرُسُ؟
عَمَّنْ/ عَمَّ	কোন/কার ব্যপারে/কীসের ব্যাপারে?	عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ؟
لِمَاذَا / لِمَ	কেন?	لِمَاذَا فَرَرْتَ؟
بِمَنْ	কার দ্বারা/মাধ্যমে?	بِمَنْ تَعَلَّمْتَ؟
مَعَ مَنْ	কার সাথে?	مَعَ مَنْ تَسْكُنُ؟
أَيُّ / أَيَّةُ	কোনটি /কোন জন?	أَيُّ مَخْلُوْقٍ لايُسَبِّحُ؟
إِلَامَ	কোন দিকে /কিসের দিকে?	إِلامَ تُشِيْرُ؟
عَلَامَ	কিসের ওপর / কার ওপর?	عَلاَمَ تَكْتُبُ؟

মনে রাখতে হবে:

الاستفهامية ما এর পূর্বে **الجار حرف** আসলে ما এর ا টি পড়ে যায়।

এসো আরবি শিখি, খ. ১, পৃ. ৪২-৪৪, ৪৬, ৪৯, ৫৬, ৬২, ৬৪, ৬৬

www.muslimdm.com

সবক নং ১০৪+১০৫

شَرْط এর আলোচনা

مَعَانِيْ أَدَاوَاتِ الشَّرْط :

যে اسم شرط গুলো দু'টি فعل কে جزم দেয়		যে شرط حرف দু'টি فعل কে جزم দেয়	
যে, যারা, যাকে, যাদেরকে	مَنْ	**যদি**	إِنْ
যাহা, যেগুলো	مَا	**যে شرط حرف একটি فعل কে جزم দেয়**	

যেখানে - সেখানে	مَهْمَا	যখন	لَمَّا
যখন - তখন	مَتى	যে حرف شرط গুলো فعل কে جزم দেয় না	
যখন - তখন	أَيَّانَ	যদি	لَوْ
যেখানে - সেখানে	أَيْنَ	আর, সুতরাং, অতএব	أَمَّا
যখন - তখন	أَنَّى	যদি না	لَوْمَا
যেখানে - সেখানে	حَيْثُمَا	যদি না	لَوْلَا
যেভাবে-সেভাবে	كَيْفَمَا	যে اسم شرط গুলো فعل কে جزم দেয় না	
যাহা-তা, যেটি-সেটি	أَيٌّ، أَيَّةٌ	যখন	إِذَا
		যখনই	كُلَّمَا

সবক নং ১০৬

شرط এর শব্দগুলো সাধারণত দুটি বাক্যের শুরুতে আসে। প্রথম বাক্যটি شرط, ২য় বাক্যটি جزاء হবে। شرط এবং جزاء মিলে جملة شرطية হবে।

যেমন: مَنْ يَسْبُبْ أَصْحابَ النبيِ فَيَخْرُجْ مِنَ الْجَمَاعَةِ. (যে নবীজির সাহাবীদেরকে গালি {শানবিরোধী কথা বলা} দিবে, সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত থেকে বের হয়ে যাবে।)

এখানে مَنْ শব্দটি مبتدأ আর يَسْبُبْ শব্দটি فعل, তার فاعل ও مفعول মিলে خبر হয়েছে। مبتدأ خبر মিলে جملة اسمية হয়ে شرط হয়েছে। فَ জাওয়াবিয়া। يَخْرُجْ ফেল তার فاعل متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে جزاء হয়েছে। এখন شرط جزاء মিলে جملة شرطية হয়েছে। আর جزاء কে جواب الشرط ও বলা হয়।

www.muslimdm.com

সবক নং ১০৭

جواب এর শুরুতে فاء নেয়ার বিধান

جواب الشرط এ যদি نهى ، أمر، جملة اسمية، فعل جَامِد، ما، لن، سوف، س، قد হয়

তাহলে جواب এর শুরুতে ف আনা আবশ্যক।

যেমন: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ أَوِ الْحَدِيْثَ بِغَيْرِ أُسْتَاذٍ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا (শিক্ষক ব্যতীত যে কুরআন বা হাদীস পড়বে, সে ভ্রষ্টতার গভীরে পৌঁছে যাবে।)

আর جواب এ قد মুক্ত ماضى এবং لَمْ যুক্ত فعل مضارع থাকলে ف আনা যাবে না।

যেমন : مَنْ جَدَّ وَجَدَ (যে চেষ্টা করবে সে পাবে)

যে فعل সকল বহছে রূপান্তরিত হয় না তাকে فعل جامد বলা হয়।

যেমন: نِعْمَ, بِئْسَ , ساء

এসো আরবি শিখি, খ. ৩ পৃ. ১৪২-১৪৮

সবক নং ১০৮+১০৯

مُسْتَثْنى এর আলোচনা

استثناء = বাদ দেয়া বা বের করা

⇨ যে শব্দকে পূর্বের শব্দের হুকুম থেকে বের করা হয় তাকে مستثنى বলা হয়। যে শব্দের হুকুম থেকে বের করা হয় তাকে مُسْتَثْنى منه বলা হয়।

مستثنى بإلا এর বিধান:

www.muslimdm.com

যখন مستثنى منه এর মধ্যে استفهام ،نفى، نهى থাকবে না, তাকে كَلَام مُوْجَب বলা হয়। এগুলো উল্লেখ থাকলে তাকে كَلَام غَيْر مُوْجَب বলা হয়।

منصوب টি مستثنى টি যদি كلام مُوْجَب হয়, তাহলে مستثنى টি منصوب হবে। مستثنى منه টি যদি كلام غير مُوْجَب হয়, তাহলে مستثنى টি مثتثنى منه হবে অথবা بدل হবে।

যেমন: قرأتُ الكُتُبَ إِلَّا كِتَابًا .مَا جَاءَ الْعُمَّالُ إِلَّا عَامِلًا / عَامِلٌ

{فشربوا منه إلا قليلا} (البقرة:249)، {ما فعلوه إلا قليل منهم}. (النساء:66). {ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب وآمن} (الفرقان:69–70)، {الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين} (الزخرف:67)

▣ نكرة এর পর إلا আসলে إلا শব্দটি غير এর অর্থ দিবে। যেমন: لاَإِلَهَ إِلا اللَّهُ এ বাক্যে إلا শব্দটি نكرة এর পর এসেছে। তাই إلا শব্দটি غير এর অর্থ দেবে। অতএব মূল ইবারত হবে: لا إِلَهَ غَيْرَ اللهِ مَوْجُوْدٌ[৬১]

⇨ مستثنى এর বাকি حرف (غَيْر، سِوَى، عَدَا، خَلَا) এর পরের শব্দটি مجرور হবে।

বি. দ্র. কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ (لا إله إلا الله مُحَمَّد رسول الله) সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।[৬২]

---

[৬১] এখানে إله শব্দটি موصوف এবং غير الله হলো صفة। صفة ও موصوف মিলে اسم لا। موجود শব্দটি خبر لا। এখন اسم لا এবং خبر لا মিলে جملة اسمية ।

[62] ذكره يونس بن بكير في زيادات المغازي وأخرجه الحاكم من طريق يونس عن يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال انطلق أبو ذر ونعيم بن عم أبي ذر وأنا معهم يطلب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو مستتر بالجبل فقال به أبو ذر يا مُحَمَّد أتيناك لنسمع ما تقول قال أقول *لا اله الا الله مُحَمَّد رسول الله* فآمن به أبو ذر وصاحبه

অর্থ: ইউনুস বিন সুহাইবের সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ বিন বুরায়দা থেকে, তিনি তার পিতা বুরায়দা রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু যার এবং নুয়াইম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসন্ধানে বের হলেন। আমিও তাঁদের সাথে ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন পাহাড়ের আড়ালে ছিলেন। আবু যর বললেন, হে মুহাম্মাদ, আমরা এসেছি আপনার বক্তব্য শুনার জন্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আমি বলি 'লা ইলাহা ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। (আল্লাহ তায়ালা কোন উপাস্য নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল) তখন আবু যার এবং তার সঙ্গী ইসলাম গ্রহণ করলেন"। (আল ইসাবাহ, ৬/৪৬৩. শায়খ আলী মুহাম্মাদ তাহকীককৃত। দারুল যিল, বৈয়রুত থেকে প্রকাশিত।)

সবক নং ১১৩

عَامِل ও مَعْمُوْل এর আলোচনা

عامل এর পরিচয়:

যে كلمة অন্য كلمة কে إعراب দেয় তাকে **عامل** বলা হয়।

مَعْمُوْل এর পরিচয়:

যে كلمة তে إعراب দেয়া হয় তাকে **مَعْمُوْل** বলা হয়।

যেমন: عَلَّمَ الأُسْتَاذُ التلامِذَةَ العَقَائِدَ الصَّحِيْحَةَ. (শিক্ষক ছাত্রদেরকে সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাস শিক্ষা দিয়েছেন।) এ বাক্যে عَلَّمَ ফেলটি **الأستاذ** ফায়েলকে **رفع** দিয়েছে এবং التلامذة ও العَقَائِدَ الصَّحِيْحَةَ মাফঊলদ্বয়কে **نصب** দিয়েছে। তাই عَلَّم ফেলটি **عامل** হয়েছে। আর বাকি কালিমাগুলো **مَعْمُوْل** হয়েছে।

www.muslimdm.com

প্রকারভেদ: عامل দুপ্রকার - ১. عامل مَعْنَوِي ২. عامل لَفْظِي

عامل مَعْنَوِي এর পরিচয়:

শব্দের পূর্বে কোন আমেল না থাকাকে **عامل مَعْنَوِي** বলা হয়।[৬৩]

عامل مَعْنَوِي দুপ্রকার:

১. خُلُو অর্থাৎ فعل مضارع - نَاصِب ও جَازِم হতে মুক্ত থাকা।

২. اِبْتِدَاء অর্থাৎ مبتدأ خبر - عامل لفظي থেকে মুক্ত থাকা।

[৬৩]. যেমন, গণিতে কোন সংখ্যার পূর্বে প্লাস (+) মাইনাস (-) কোন চিহ্ন না থাকলে প্লাস (+) চিহ্ন থাকে।

সবক নং ১১৪

عامل لَفْظِي এর পরিচয়:

কোন শব্দের পূর্বে যে আমেল থাকে তাকে **عامل لَفْظِي** বলা হয়।

عامل لَفْظِي তিন প্রকার: ১. **حُرُوْف عَامِلَة** ২. **أَفْعَال عَامِلَة** ৩. **أَسْمَاء عَامِلَة**

১. حروف عاملة দুপ্রকার:

১. **حُرُوْف عَامِلَة فِيْ الْأَسْمَاء** ২. **حُرُوْف عَامِلَة فِيْ الْأَفْعَال**

في الأسماء পাঁচ প্রকার:

১. **الحُرُوْفُ الجَارَّة** ২. **اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهةُ بِالْفِعْل**

৩. **مَا لَا إِنْ الْمُشَبَّهَاتُ بِلَيْسَ** ৪. **لا النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ** ৫. **حروف النداء**

حُرُوْف عَامِلَة فِيْ الْأَفْعَال : দু'প্রকার -

১. نَاصِبَة ২. جَازِمَة

১. **ناصبة** চারটি: أَنْ، لَنْ، كَيْ، إِذَنْ এগুলো **فعل مضارع** কে **نصب** দেয়। أن ও كي এর পরের **فعل** টি **مصدر** এর অর্থ দেবে।

২. **جازمة** পাঁচটি: إن، لم، لمَّا، لام الأمر، لام الناهية এগুলো **فعل مضارع** কে **جزم** দেয়।

এসো আরবি শিখি, খ. ২, পৃ. ৫৫-৫৮; খ. ৩, পৃ. ১৭-১৮, ৮৪-৮৬; খ. ৩, পৃ. ১৯-২২, ১১০-১১১;

সবক নং ১১৫

◘ **فعل** এর পরে أن যুক্ত **فعل مضارع** হলে **فعل** টি **مصدر** হয়ে **مفعول به** হয় আর

كي এর পরের **فعل** টি **مصدر** হয়ে **مفعول له** হয়।

www.muslimdm.com

যেমন: يُرِيْدُ أَشْرَفُ أَنْ يَّصُوْمَ (আশরাফ **রোযা রাখতে** চায়) এখন বাক্যটি এ রকম হবে. **يريد أَشْرَفُ صومه** . **يَخْدُمُ بَهَاءُ الدِّيْنِ أستاذه كَيْ يَفُوْزَ** (বাহাউদ্দীন তার শিক্ষকের খেদমত করে সফল হতে) এখানে বাক্যটি হবে এ রকম **يخدم بَهَاءُ الدِّيْنِ أستاذه فوزا**.[৬৪] إِنَّ اللهَ لا يغفرُ أَنْ يُشركَ به (سورة النساء: 48) (আল্লাহ তাআলা **তাঁর সাথে শিরক করাকে** পছন্দ করেন না) **{إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا}** (البقرة: 26) (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা **উদারণ দিতে** লজ্জা করেন না)

لن শব্দটি **منفي مستقبل** কে **تأكيد** বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন: **الْمُحِقُّ لَنْ يُخَالِفَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ.** (হকপন্থী কখনো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরোধী মত পোষণ করবে না); **لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ** (তোমরা কখনোই সাওয়াব পাবে না, যতক্ষণ না তা থেকে দান করো যা তোমরা ভালোবাসো); **لَنْ تَرضَى عَنْكَ اليَهُودُ وَلَا النَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ** (আপনার প্রতি ইহুদী-খ্রীস্টানরা কখনোই সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্ম অনুসরণ করেন।)

إذن একটি হরফে **جواب** বা **جزاء** যেমন: **اِجْتَهِدْ فِيْ الدَّرْسِ إِذَنْ تَفُوْزَ.** (তুমি পাঠে পরিশ্রমী হও তাহলে সফল হবে)[৬৫] কোরআনে **إذن** শব্দটির নুনের পরিবর্তে **ا** (আলিফ) দিয়ে লেখা হয়। যেমন: **فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا** (যদি তাই হত, তবে তারা মানুষকে খেজুর-বীচির আবরণ পরিমাণও কিছু দিত না।)

www.muslimdm.com

সবক নং ১১৬

◙ দু'টি হরফের পর আবশ্যকীয়ভাবে **أن** উহ্য থেকে **فعل مضارع** কে **نصب** দেয়।

১. **حتّى** ২. **لام الجحود**

১. **حتى** এর পরে।

যেমন : **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ.** (মৃত্যু পর্যন্ত তুমি আল্লাহ্‌র দাসত্ব করো)

২. **لَامُ الجحود** এর পরে। **(فعل ناقص)** এর[66] **ماكان/لم يكن** এর পর **فعل مضارع** এর শুরুতে যে **لام** আসে তাকে **لام الجحود** বলা হয়। যেমন: **ما كان الأستاذ لِيَدْعُوَ على التلاميذ.** (শিক্ষক ছাত্রদেরকে বদদুআ দেয়ার নন) **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ** (আর আল্লাহ এমন নন যে,

---

৬৪. সাধারণত كي এর পূর্বে হরফে যর ل আসে। যেমন: لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ (তা এই জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ, তার জন্য যাতে দুঃখিত না হও)

৬৫ إذن এর পূর্বে فاء বা واو থাকলে, পরের فعل কে رفع/نصب দু'টির যে কোনো একটি দেয়া যায়। যেমন: وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ/يَلْبَثُوا خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (আর সে রকম হলে তোমার পর তারাও এখানে বেশি দিন থাকতে পারবে না।) فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ/يُؤْتوا النَّاسَ نَقِيرًا (যদি তাই হত, তবে তারা মানুষকে খেজুর-বীচির আবরণ পরিমাণও কিছু দিত না।)

৬৬. এগুলো فعل ناقص হতে হবে। فعل تام হলে لام الجحود হবে না।

তিনি তোমাদের ঈমান নিস্ফল করে দেবেন।) لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করার নন এবং তাদের কোনও পথ প্রদর্শন করারও নন।) وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ (বস্তুত আল্লাহ এমন নন যে, তাদের প্রতি জুলুম করবেন;)

لام كَيْ/لام العاقبة এর পর **أن** উহ্য রাখা জায়েয।

لام كي[৬৭] এর পরে। যে **لام** দ্বারা কারণ বোঝায় তাকে **لام كي** বলা হয়। যেমন: أَخْدُمُ التلاميذ لِأَفُوْزَ فِيْ الْكَوْنَيْنِ (আমি ছাত্রদের খেদমত করি উভয় জাহানে সফল হতে।) এসো আরবি শিখি, খ. ২, পৃ. ৫১-৫৪

সবক নং ১১৭

الأَفْعَال العَامِلَة এর আলোচনা

أفعال عاملة : যে فعل গুলো **اسم** এর ওপর আমল করে।

أفعال عاملة দু'প্রকার ১. **ناقصة** ২. **تامة** (সাধারণ فعل গুলো)

ناقصة এর পরিচয়: যে **فعل - مبتدأ خبر** এর পূর্বে ব্যবহৃত হয় তাকে **فعل ناقص** বলা হয়।

ناقصة ছয় প্রকার : ১. **كان و أخواتها** ২. **أفعال المُقَارَبَة** ৩. **أفعال الرَّجَاء** ৪. **أفعال الشُرُوْع** ৫. **أفعال التَّعَجُّب** ৬. **أفعال المَدْحِ و الذَّمِّ**

أفعال المُقَارَبَة :

যে **فعل** দ্বারা নিকটবর্তি ভবিষ্যতকে বোঝায় তাকে **أفعال مقاربة** বলা হয়। এগুলোর সংখ্যা তিনটি- **كاد كَرَبَ أَوْشَكَ** বাক্যে এগুলোর অর্থ হবে, উপক্রম হওয়া, নিকটবর্তী হওয়া, আসন্ন হওয়া ইত্যাদি।

আমল :

এগুলোর **اسم** টি **مرفوع** হবে এবং **خبر** টি **أن** যুক্ত/মুক্ত **فعل مضارع** হতে পারে।

যেমন: كادَ الطالِبُ أن يَنَامَ. كَرَبَ الأستاذُ أَنْ يَقُوْمَ. (ছাত্রটি ঘুমানোর উপক্রম হলো)

www.muslimdm.com

---

৬৭. **لام كي** এর পর **لا** থাকলে **أن المصدرية** কে প্রকাশ্যে আনা আবশ্যক। যেমন: لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ (যাতে রাসূলগণের (আগমনের) পর আল্লাহর সামনে মানুষের কোনো অজুহাত বাকি না থাকে।) لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ (তা এজন্য যে, যাতে কিতাবীগণ জানতে পারে, আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে তাদের কিছুমাত্র এখতিয়ার নেই)

فاء السببية এর পর: سبب ও **مسبب** এর মাঝে যে **فاء** আসে তাকে **فاء السببية** বলে। এই **فاء** এর অনুবাদ হবে "ফলে", এই **فاء** টি **عاطفة** না **سببية** এটা নির্ভর করবে বক্তার উদ্দেশ্যে ওপর। যেমন: وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي (তাতে সীমালংঘন করো না। তা করলে তোমাদের ওপর আমার ক্রোধ বর্ষিত হবে।)

واو المعية এর পর: طلب/نفي এর জবাবে যে **فاء/واو** আসে তারপর **أن** উহ্য থাকে। যেমন: هَلْ تَرْحَمُون فَتُرْحَمُوا তোমরা কি দয়া করেছিলে? যে তোমাদেরকে দয়া করা হবে? لَمْ تَرْحَمْ فَتُرْحَمْ তুমি দয়া করনি তাই তোমাকে দয়া করা হয়নি।

أَو এর পর: যে **أو** টি **إِلَّا** বা **إلى** এর অর্থ দিবে। যেমন: لَأَهْجُرَنَّهُ أَوْ يُسْلِمَ সে ইসলাম গ্রহণ না করলে তার সঙ্গ ত্যাগ করব। এখানে **أَوْ** টি **إِلَّا** অর্থে এসেছে। لَيَضْرِبَنَّهُ أَوْ يَعْتَرِفَ স্বীকারোক্তি দেয়া পর্যন্ত তাকে অবশ্যই প্রহার করবে। এখানে **أَوْ** টি **إِلَى** অর্থে এসেছে।

لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا (তারা কোনও কথা বোঝার ধারে কাছেও যায় না)

সবক নং ১১৮

أفعال الرَّجَاء :

যে **فعل** দ্বারা কোন আশা বোঝায় তাকে **أفعال الرَّجَاء** বলা হয়। এগুলোর সংখ্যা তিনটি- عَسَى، حَرَى ، اِخْلَوْلَقَ

আমল : এগুলোর **اسم** টি **مرفوع** হবে। আর **خبر** টি **أن** যুক্ত **مضارع** হবে।

যেমন: عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ (এটা দূরে নয় যে, আল্লাহ (মুসলিমদেরকে) বিজয় দান করবেন)

বি. দ্র. **عسى** শব্দটি **تام** হয়েও ব্যবহৃত হয়। যেমন: عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (এটা তো খুবই সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে মন্দ মনে করো, অথচ তোমাদের পক্ষে তা কল্যাণকর)

www.muslimdm.com

أفعال الشُرُوْع :

যে **فعل** দ্বারা কোন কাজ শুরু করা বোঝায় তাকে **أفعال الشروع** বলা হয়।

যেমন: أَخَذَ شَرَعَ طَفِقَ جَعَلَ بَدَأَ قَام أَنشأَ

আমল: এগুলোর **اسم** টি **مرفوع** হবে। আর **خبر** টি সাধারণত **أن** মুক্ত **مضارع** হবে। কখনও **أن** যুক্ত **مضارع** ও হতে পারে। যেমন: فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. (তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে ঢাকতে শুরু করল) فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ মূলে ছিল فَطَفِقَ يَمْسَحُ مَسْحًا (অতঃপর সে (তাদের) পায়ের গোছা ও ঘাড়ে হাত বুলাতে লাগল।)

সবক নং ১১৯

أفعال التَعَجُّب : (Exclamatory sentence)

যে **فعل** দ্বারা আশ্চর্য বোঝায় তাকে **أفعال التعجب** বলা হয়। এগুলোর দুটি ওযন রয়েছে- أَفْعِلْ بِهِ ও مَا أَفْعَلَه এ ওযনদ্বয়ে আসার জন্যে শর্ত হলো- শব্দটি রং বা দোষ থেকে মুক্ত হওয়া এবং **ثلاثي مجرد** থেকে না হওয়া। যেমন: فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ {সুতরাং (ভেবে দেখ)

জাহান্নামের আগুন সহ্য করার জন্য তারা কতই না ধৈর্যশীল!} এমন বাক্যের তারকীব হলো: ما শব্দটি مبتدأ হবে পরের অংশটি خبر হবে। مَا أَحْسَنَ أَخْلَاقَكَ! (তোমার চরিত্র কতইনা সুন্দর!)

اَبْصِرْبِهِ وَ أَسِمعْ (তিনি কতইনা উত্তম দ্রষ্টা! কতইনা উত্তম শ্রোতা!)

এখানে أَبْصِر হলো فعل+فاعل , به হলো متعلق এখন فعل،فاعل এবং متعلق মিলে جملة إنشائية হয়েছে।

সবক নং ১২০

www.muslimdm.com

أفعال المَدْحِ و الذَمِّ :

যে فعل কে প্রশংসা বা নিন্দা করার জন্য গঠন করা হয়েছে। أفعال المدح দুটি- نِعْمَ حَبَّذا (কতইনা উত্তম) أفعال الذم দুটি- بِئْسَ سَاءَ (কতইনা খারাপ)

এ ধরণের বাক্যের তারকীবের নিয়ম হলো: [৬৮]نِعْمَ শব্দটি فعل আর পরের শব্দটি فاعل হবে। فعل فاعل মিলে خبر مقدم এবং পরের শব্দটি مبتدأ مؤخر হবে।

অথবা فعل فاعل এবং مَخْصُوْص মিলে جملة إنشائية হবে।

যেমন: نِعْمَ التلْمِيْذُ جُبَيْرٌ. (জুবায়ের কতইনা ভালো ছাত্র)

بِئْسَ الرجلُ بُوْش. (বুশ কতইনা খারাপ)

بِئْسَ البلادُ إسرائيل (ইসরাইল রাষ্ট্র কতইনা খারাপ)

২. فعل تامة যে خبر- مبتدأ ব্যতীত ব্যবহৃত হতে পারে তাকে فعل تام বলা হয়। যেমন : نَصَرَ. أَكْرَمَ. -فعل গুলো সাধারণত تام হয়।

فعل تام দু'প্রকার : ১. فعل لازم ২. فعل متعد

[৬৮] এগুলোর পরে অনেক সময় ما যুক্ত হয়। এটি তারকিবে সর্বদা تمييز হবে। পরবর্তী جملة টি ما এর صفة হবে। مدح ও ذم এর فاعل, এ অবস্থায় সর্বদা উহ্য ضمير থাকবে। যেমন: إن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ (তোমরা দান-সদাকা যদি প্রকাশ্যে দাও, তা কতই না ভালো!) এখানে نِعْمَ এর فاعل হলো فعل نعم এর মাঝে ضمير مستتر তথা هو শব্দটি যা مميز, আর ما শব্দটি شيئا অর্থে تمييز এখন مميز ও تمييز মিলে فاعل مدح হবে। هي শব্দটি مخصوص এখন فعل، فاعل ও مخصوص মিলে جملة إنشائية। অথবা فعل ও فاعل মিলে خبر مقدم এবং هي শব্দটি مبتدأ مؤخر তাহলে মূল ইবারত হলো- نِعْمَ هُوَ شَيْئًا هِي অর্থাৎ نِعْمَ شَيْئًا إِبْدَاء الصدقات দান সদাকা প্রকাশ করা কতই না ভালো!

إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ (আল্লাহ তোমাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেন, তা কতই না উৎকৃষ্ট।) এখানে ما শব্দটি موصوف পরের বাক্যটি صفة এখন موصوف ও صفة মিলে تمييز আর نِعْمَ এর উহ্য هو শব্দটি مميز এখন مميز ও تمييز মিলে فاعل مدح আর উহ্য هو হলো مخصوص মূল ইবারাত হবে نِعْمَ شَيْئًا يَعِظُكُمْ بِهِ هُو ।

فعل এর আমল: فاعل কে رفع দেয় **مفعول** ও **حال** কে نصب দেয়।

সবক নং ১২১

الأسماء العاملة

أسماء عاملة দুপ্রকার:

১. أسماء عاملة في الأفعال   ২. أسماء عاملة في الأسماء

১. أسماء عاملة في الأفعال হলো: ১. أسماء الشروط

২. أسماء عاملة في الأسماء :

১. الأسماء المُصَادِرَةُ (মাসদারগুলো)   ২. الأسماء المشتقة[৬৯]

৩. الأسماء الناصبة فى النكرة (সকল مميز) যেমন: أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا

৪. أسماء الأفعال **(Verbal Noun) যে সকল ইসম فعل এর অর্থ প্রদান করে। যেমন: هَيْهَاتَ = যদি হতো/অসম্ভব, عَلَيكُمْ = তোমাদের উচিৎ (করা)।**

সবক নং ১২২

عمل এর مصدر :

مصدر টি عمل করার জন্য শর্ত হলো, مصدر টি مفعول مطلق না হওয়া।

مصدر এর عمل হলো مصدر টি স্বীয় معمول এর প্রতি مضاف হয়ে مضاف إليه কে جر হিসেবে দেয়।

যেমন:. رَأَيتُ نَومَ زيدٍ مستيقظاً ولولا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ এখানে دفع শব্দটি مصدر তাই ইহা الناس শব্দটিকে مفعول হিসেবে نصب দিয়েছে। এ বাক্যে زيد শব্দটি ذو الحال এবং مستيقظا শব্দটি حال হয়েছে। এখন ذو الحال ও حال মিলে فاعل যা مضاف إليه হয়েছে।

اسم الفاعل/المفعول এর আমল: এগুলো বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের অর্থ দিলে এবং শুরুতে নিম্নোক্ত ৬ টি বিষয়ের কোন একটি থাকলে **فعل** এর মত আমল করবে। ছয়টি বিষয় হলো: همزة الاستفهام، حروف النداء، نفي، موصوف، ذو الحال، مبتدأ.

[৬৯] فاعل، مفعول، تفضيل، مبالغة، صيغ الصفة -এগুলো فعل এর মতোই আমল করে।

এগুলোর শুরুতে ال থাকলে এ ছয়টি ছাড়াই আমল করবে। যেমন: جَاءَ الضَّارِبُ خَالِدًا এখানে ال এর কারণে ছয়টি বিষয়ের কোন একটি বিষয় না থাকালেও **اسم الفاعل** তার **مفعول** এর ওপর আমল করেছে

সবক নং ১২৩+১২৪

الحروف غير العاملة এর আলোচনা

الحروف غير العاملة ১৮ প্রকার

أسماء الحروف	সংখ্যা	معانى الحروف									
حرفا التَّنْبِيْه সতর্কজ্ঞাপক	৪টি	هَا	أَمَا	أَلاَ	يَا						
		সাবধান, নয়কি? জেনে রেখ, দেখ			হায়						
حروف التَّفْسِيْر ব্যাখ্যা প্রদানকারি	২টি	أَىْ	أَنْ								
		অর্থাৎ	যে, এই যে								
حروف التَّحْضِيْض উদ্বুদ্ধকারি	৫টি	هَلَّا	أَلاَ	أَلَّا	لَوْلاَ	لَوْمَا					
		কেন না? নয় কি?	সাবধান, নয়কি? জেনে রেখ		যদি না	যদি না, কেন না					
حروف الجَوَاب উত্তরজ্ঞাপক	৮টি	نَعَمْ	أَجَلْ	لاَ	بَلى	كَلاَّ	أِىْ	إِنَّ	جَيْرْ		
		হ্যাঁ	জি, নিশ্চয়	না	অবশ্যই	কখনো না	হ্যাঁ	নিশ্চয়	হ্যাঁ		
حروف الْمَصْدَرِيَّة মাসদারের অর্থে পরিণতকারি	৬টি	مَا	هَمْزَةُ التَّسْوِيَة	أَنْ	أَنَّ	كَىْ	يامَصْدرِيَّة	لَوْ			
			সমান	যে, এই যে		যাতে, যেন					
حرفَا الْإِسْتِفْهَام **প্রশ্নবোধক অব্যয়**	২টি	هَلْ أَ কি?									
حروف العَطْف **সংযোজক অব্যয়**	১০টি	بَلْ	لاَ	إِمَّا	لكِنْ	أَمْ	حَتّى	ثُمَّ	أَوْ	فَ	واو
		বরং	নয়	হয়ত	কিন্তু তবে	নাকি	এমনকি, সহ	অতপর	অথবা	সাথে সাথে	এবং
حروف التوكيد **দৃঢ়কারি অব্যয়**	৬টি	لاَمُ التَّوْكِيْد	نُوْنَا التَّوْكِيْد	لاَمُ الاِبْتِدَاء	قَدْ	أَنَّ	إِنَّ				
		অবশ্যই, নিশ্চয়									
حرف التَّوَقُّع **প্রত্যাশা জ্ঞাপক**	১টি	قَدْ									
		সম্ভবত									
حرفَا الْإِسْتِقْبَال **ভবিষ্যতের অর্থ প্রদানকারি অব্যয়**	২টি	س	سَوْفَ								
		অচিরেই (নিকটবর্তি)	অচিরেই (দূরবর্তি)								
حروف الشَّرْط	৩টি	أَمَّا	لَوْ	إِنْ							

www.muslimon.com

إعراب الفعل المضارع ও تابع، ضمير

				যদি			আর,পক্ষান্তরে		শর্তবোধক অব্যয়
	لام	ك	ب	مِنْ	لاَ	إن	أَنْ	৭টি	حروف الزِّيَادَة অতিরিক্ত অব্যয়
				থেকে	না	যদি	যে		
							كَلاَّ	১টি	حرف الرَّدْع ধমককমূলক অব্যয়
							কখনো না, অবশ্যই		
				لَوْ		أَمَا	أَلا	৩টি	أَحْرُفُ الْعَرْض প্রস্তাব উপস্থাপন মূলক অব্যয়
							নয়কি?		
						هَلْ	لَوْ	২টি	أَحْرُفُ التَّمَنِّيْ আকাঙ্খা মূলক অব্যয়
						হবে কি?	যদি		
							تَاءُ التَّأْنِيْثِ السَّاكِنَةُ	حرف التَّأْنِيْث স্ত্রীবাচক অব্যয়	
							هَاءُ السَّكْتَة	حرف السَّكْتَة নীরবতাসূচক অব্যয়	

১০০ আমেল

হরফ সমূহ	সংখ্যা	হরফের নাম
بَ، تَ، كَ، ل، وَ، مُنْذُ، مُذْ، خلاَ، رُبَّ، حَاشَا، مِنْ، عَدَا، فِي، عَنْ، عَلَى، حَتَّى، إِلَى	১৭	الحروف الجارة
إِنَّ، أَنَّ، كَأَنَّ، لَيْتَ، لَكِنَّ، لَعَلَّ	৬	الحروف المشبهة بالفعل
مَا، لَا	২	الحرفان المشبهتان بليس
وَاو، إِلَّا، يَا، أَيَا، هَيَا، أَيْ، أَ	৭	الحروف الناصبة للاسم
إِنْ، لَمْ، لَمَّا، لَامُ أَمْرٍ، لَامُ نَهْيٍ	৫	الحروف الجازمة للفعل المضارع
مَنْ، مَا، مَهْمَا، إِيْ، حَيْثُمَا، إِذْمَا، مَتَى، أَيْنَمَا، أَنّى	৯	الأسماء الجازمة للفعل المضارع
كَمْ، كَذَا، كَيْتَ، ذَيْتَ	৪	الأسماء الناصبة للاسم

إعراب الفعل المضارع ও تابع، ضمير

أسماء الأفعال	৯	رُوَيْدَ، بَلْهَ، دُوْنَكَ، عَلَيْكَ، حَيْهَلَ، هَا، هَيهَاتَ، سَرْعَانَ، شَتَّانَ
الأفعال الناقصة	১৩	كَانَ، صَارَ، أَصْبَحَ، أَمْسَى، أَضْحَى، ظَلَّ، بَاتَ، مَافتَى، مَادَامَ، مَاأَنْفَكَّ، لَيْسَ، مَابَرِحَ، مَازَالَ،
أفعال المقاربة	8	عَسَى، كَادَ، كَرُبَ، أَوْشَكَ
أفعال المدح والذم	8	نِعْمَ، بِئْسَ، سَاءَ، حَبَّذَا
أفعال القلوب	৭	حَسِبْتُ، ظَنَنْتُ، خِلْتُ، عَلِمْتُ، رَأَيْتَ، وَجَدْتُ، زَعَمْتُ
قِيَاسِي عامل	৭	فِعْلٌ، مَصْدَرٌ، اِسْمُ فَاعِلٍ، اِسْمُ مَفْعُولٍ، صِفَتُ مُشَبَّهَةٍ، مُضَاعَفُ، اِسْمُ تَامٍّ
معنوي عامل	২	عَامِلُ مُبْتَدَأ–خَبَر، عامل فِعْلُ مُضَارِعٍ

www.muslimdm.com

সংগ্রহে রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু নাহুর কিতাব

১. এসো নাহব শিখি (আবু তাহের মেছবাহ)[৭০]   ২. معلم التركيب والترجمة

৩. جامع الدروس العربية   ৪. القواعد الأساسية

৫. هداية النحو (مكتبة الأزهر)   ৬. ملخص قواعد اللغة العربية

৭. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب   ৮. شذور الذهب

৯. موسوعة النحو والإعراب   ১০. المنهاج في القواعد و الإعراب

১১. مذكرات في النحو والصرف   ১২. شرح مأة عامل

১৩. شرح ابن عقيل   ১৪. مبادئ العربية

১৫. مشكل تركيبون كا حل   ১৫. النحو الوافي

১৭. খোলাসাতুন নাহু

বন্ধু! তুমি কি কোন বিষয়ে ভালো বুঝতে চাও? তাহলে কাউকে পড়ানো শুরু করো।

[৭০] তালখীসুননাহু শেষ দিয়ে অবশ্যই এ কিতাবটি পড়বেন এবং মূল কথাগুলো অবশ্যই মুখস্ত করবেন